আলোকিত হয়, শিশু আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী দর্শক সকলেরই মনোহরণ করে, সকলের যত্নে ও আদরে শশিকলার ন্যায় অনুদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। দেখিতে পাই কখন বা শিশু জননীর অঙ্কশয্যায় শয়ন হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অনন্তপ্রসারিত গগনমণ্ডলে চন্দ্র দেখিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করে, ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে থাকে। এই হাসা বড় সরল ও মধুমাখা। শিশুর অধরের এই বিমল হাস্য যদি তুলনায় বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আমরা শরতের সুনীল আকাশের পানে তাকাইয়া পূর্ণশশীর বিমল সৌন্দর্য্যসাগরে মগ্ন হই, অথবা কোন নিভৃত প্রদেশে বিকসিত কুসুমটীর পানে নেত্রপাত করিয়া থাকি, মৃদু মৃদু পবন হিল্লোলে পুষ্পটী হেলিতেছে দুলিতেছে,নাসিকার তৃপ্তিকর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে ইহাই মনে মনে ধ্যান করি। প্রকৃতির এই দুইটী দৃশ্য যাহা কল্পনা করিলেও মনোমধ্যে কত শান্তি ও আনন্দের লহরী উঠিতে থাকে, যদি কেহ কখন দর্শন এবং অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শিশুর পবিত্র মুখমণ্ডলে চিত্তবিনোদন হাস্যের তিনি কতক আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।— দেখিতে পাই, শিশু মাতার ক্রোড়স্থ হইয়া কখন বা হস্ত প্রসারণ করিতেছে, কখন বা জননীর বস্ত্রাঞ্চল টানিতেছে, কখন বা স্বীয় অঙ্গুলি লেহন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে শিশুর বাক্‌শক্তির উদয় হয়, প্রথমে অস্ফুটধ্বনি "ওয়া" শব্দ এবং ক্রন্দন ভিন্ন শিশু আর কিছুই জানে না, ক্রমে আধ আধ স্বরে মা, মা, বা, বা ইত্যাদি মধুর সম্বোধন করিতে শিক্ষা করে। তাহার পরে দেখি শিশু অল্পে অল্পে দুএকটী করিয়া কথা উচ্চারণ করিতে থাকে। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ শিশুর এই স্বাভাবিক শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানের অতি গভীর তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারেন। শিশুর গতিক্রিয়া শিক্ষাপ্রণালীও সামান্য আশ্চর্য্য নয়। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন এই সকল অবতারের অভিনয় করিয়া শিশু দ্বিপদের উপর ভর দিয়া চলিতে থাকে। শিশুর হস্ত পদে যখন একটু বল সঞ্চার হইয়াছে, তখন তাকে আর ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য? সে এক্ষণে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অপেক্ষাকৃত স্বানুবর্ত্তী হইতে শিখিয়াছে, গৃহের মধ্যে এ ঘর ও ঘর করিতে শিখিয়াছে, অনুসন্ধান প্রবৃত্তির দিন দিন পরিচালনা ও স্ফূর্ত্তি হইতেছে। এ জগতের যাহা কিছু আমাদিগের ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, সে সকলই শিশুর চক্ষে নূতন, সুতরাং আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পশু, পক্ষী, সকলই শিশুর চক্ষে অতিশয় প্রিয়দর্শন। এক্ষণে শিশু জননীর ক্রোড়ে বসিয়া বা জনকের বক্ষঃস্থলে উঠিয়া "এটা কি?" "ওটা কি?" ইত্যাদি মধুমাখা কথায়

সকলকে মোহিত করিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে তাহার কত ভাবোদয় ও জ্ঞান সঞ্চারের সূত্রপাত হয়! এই যে অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ হইল, ইহাই শিশুর শিক্ষা ও উন্নতির মূলীভূত কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে মানবের এই প্রবৃত্তির অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই তৃপ্তি হইবার নহে। শিক্ষার পর শিক্ষা, উন্নতির পর উন্নতি, তবুও এই শিক্ষা এই উন্নতি ফুরায় না,—দ্রষ্টব্য যাহা দেখিল, চক্ষু কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তিলাভও করিল, কিন্তু তবুও দর্শনস্পৃহা চরিতার্থ হইল না;—চিন্তিতব্য যাহা তাহা চিন্তা করিল, তবুও চিন্তার বিরাম নাই;—আকাশ পাতাল, চন্দ্র সূর্য্য, জীবন মৃত্যু ইহকাল পরকাল, বিপদ সম্পদ, পাপ পুণ্য সকলই চিন্তা ও জ্ঞানের বিষয় হইল, কত শত প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তবুও অসীম জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি নাই। চিরউন্নতিশীল আত্মার সমুদ্রশোষী পিপাসা কি কখন শিশির-বিন্দু পানে পরিতৃপ্ত হইতে পারে? অমৃতধামের যাত্রী যাহারা, তাহারা কি পার্থিব বিষয় সকল, যাহার সম্বন্ধ জীবের মৃত্যুর সহিত বিচ্ছিন্ন হয়, চিরদিন সেই সকলকেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া ভাবিবে? যাহাহউক এ বিষয়ে বাহুল্য বর্ণনার প্রয়োজনাভাব। পরন্তু এই অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি যে উন্নতিমূলক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কারণ এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন হয় এবং বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও জ্ঞানের উদ্রোধ না হইলে প্রকৃতপক্ষে বস্তু বা ব্যক্তির তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা লাভও হয় না। অতএব শিশুকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হওয়া আবশ্যক, কারণ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন এই বাল্য শিক্ষার উপর বিশেষ নির্ভর করিতেছে। বলা বাহুল্য যে আমরা শুদ্ধ শিক্ষক সমীপে পুস্তকাধ্যয়ন করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করিতেছি না, পরন্তু বাল্যকালে পিতা মাতার ও অপর আত্মীয় স্বজনের বা প্রতিবেশীবর্গের আচার ব্যবহার যাহা শিশু প্রতিনিয়ত দেখিতে থাকে বা শুনিতে পায়, সে সকল বিষয়ই শিক্ষার কার্য্য করিতে থাকে। আমরা দৈনিক জীবনে বা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সাধু মহাত্মাদিগের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ দর্শন বা পাঠ করিয়া যে মুগ্ধ হই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সকলের মূলে শিক্ষার দিকেই আমাদিগের দৃষ্টি পড়ে। আমরাও অনেক সময় দেখিয়াছি যে গৃহে পিতা মাতা পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহাদিগের সন্তানসন্ততিও পুণ্যের শুভ্র জ্যোৎস্নাতে বিমণ্ডিত হয়। ইহার অন্যথা হইলে শিশু অপবিত্রতা শিক্ষা করিয়া গৃহের ও প্রতিবাসীবর্গের মহা অসুখের ও যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে, এবং

সংসারের পাপস্রোত আরও প্রবলবেগে পরিবর্দ্ধিত করে।

যে দেশে যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করিলে শিশু প্রকৃতপক্ষে জীবনের অভীষ্ট উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে সক্ষম হইবে, সেই দেশে সেই প্রকার শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করাই প্রশস্ত ও মঙ্গলদায়ক। সাধারণতঃ মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্র এক প্রকার হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভৌগলিক অবস্থানুসারে প্রকৃতির অনেক তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে। আরও ইতিবৃত্ত, কিম্বদন্তী, পৌরাণিক কথা ইত্যাদি অনেক পরিমাণে দেশবিশেষের জাতীয় জীবন সংগঠনে সাহায্য করে। এই সকল কারণবশতঃ একপ্রকার শিক্ষা কখনই সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করা সুবিহিত নয়। শিশু-শিক্ষার বিষয়টী অতি গুরুতর, পশ্চাৎ এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার মানস রহিল।

আনা একিন বারবল্‌ড।

ইহাঁর পিতা রেবরেণ্ড জন্ একিন ডিঃ ডিঃ। বারবল্‌ড তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান ও একমাত্র কন্যা। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিষ্টর শায়রে কিব্‌ওয়ার্থ হারকোর্ট নামে এক নগর আছে, তথায় ১৭৪৩ অব্দের ২০শে জুন ইহাঁর জন্ম হয়। একিন তখন তথাকার এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই কন্যার বোধশক্তির বিকাশ দেখিয়া পিতা মাতা অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার শিক্ষাবিধানে রত হন। ১৭৭৩ অব্দে তাঁহার রচিত কতিপয় কবিতা প্রকাশিত হয়; সাধারণে ইহা এত আদরের সহিত গ্রহণ করিল যে, সেই বৎসরের মধ্যেই উক্ত কবিতাগুলির চতুর্থ সংস্করণ হইল। ১৭৭৪ সালে ফরাসীদেশীয় প্রোটেষ্টাণ্ট বংশোদ্ভব পাদরী বারবল্ড কুমারী একিনের পাণি-গ্রহণ করেন। তিনি সফোক সায়ারের অন্তঃপাতী পালগ্রেভস্থ উপাসক মণ্ডলীর আচার্য্য ছিলেন, তথায় একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন, তাঁহার পত্নীর যত্ন ও পরিশ্রমই ইহার উন্নতির মূল কারণ। বিবী বারবল্‌ড কয়েকটী বালকের শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে লর্ড ডেন্‌ম্যান এক জন। ইনি পরে ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি হন। বিবি বারবল্‌ড শিশুদিগের শিক্ষার জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে "Early Lessons" নামক গ্রন্থ বালকদিগের শিক্ষাবিষয়ে অদ্যাপি অদ্বিতীয় বলিয়া গণ্য। আপনার ছাত্রগণের ধর্ম্মভাব উত্তেজনার জন্য তিনি স্তোত্রমালা "Hymns in Prose for Children"

নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

বিবী বারবল্‌ড ১৭৮৬ সালে পতির সহিত একত্র হইয়া ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। তৎপরে তাঁহার স্বামী হাম্পষ্টেডে যাজকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তিনিও তথায় অবস্থিতি করেন এবং তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, তাহার অনেক বিষয় অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি পুস্তিকা লেখেন। রাজনীতিসম্বন্ধে তিনি হুইগ অর্থাৎ উদার-সম্প্রদায়ের সপক্ষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুস্তক সকল তাহাদিগেরই পক্ষসমর্থন করিয়াছে। ১৮০২ সালে তাঁহার স্বামী লণ্ডনের নিকটস্থ নিউইংটন গ্রীণের ধর্ম্মাচার্য্য হন, তিনিও তথায় থাকিয়া গ্রন্থ প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি ১৮০৩ সালে প্রসিদ্ধ ইংরাজি পত্রিকা টাট্‌লার, স্পেক্টেটর ও গার্ডিয়ান হইতে কতকগুলি সারগর্ভ প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া দীর্ঘ ভূমিকার সহিত প্রচার করেন। পর বৎসর উপন্যাসবেত্তা রিচার্ডসনের সুন্দর জীবনচরিত লেখেন এবং তাঁহার লিপিমালা মুদ্রিত করেন। তাঁহার পিতা যখন "Evenings at Home" নামে সুবিখ্যাত নীতিগর্ভ উপন্যাসাবলী রচনা করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮০৮ সালে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়; "Eighteen hundred and Eleven" নামে তিনি যে কবিতা রচনা করেন, তাহাতে এই শোচনীয় ঘটনায় আপনার মনের ভাব চিত্রিত করেন। ইহার পর সাহিত্যানুশীলনেই তাঁহার জীবন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেন। তিনি ব্রিটিশ-উপন্যাস-লেখকদিগের বিষয়ে এক গ্রন্থ লেখেন। কবি কলিন্সের অনুকরণে "Ode to Spring" নামক সুললিত পদ্য রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দেও অনেক কাব্য লেখেন। ১৮২৫ সালের ৯ই মার্চ্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সকল মানসিক উচ্চ চিন্তা, ধর্ম্ম ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় স্বাধীন ভাব এবং ধর্ম্মানুরাগিতায় পরিপূর্ণ। তাঁহার জীবন নীতি ও ধর্ম্মপরায়ণতায় সমুজ্জ্বল।

ইংলণ্ড শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের প্রশংসিত গ্রন্থকর্ত্রী যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তাহা প্রথমতঃ আমাদিগের বিবেচ্য। এ সম্বন্ধে সচরাচর লোকে ভুল বুঝিয়া থাকে। পিতা কিংবা মাতা এই গুরুতর শিক্ষার ভার অতি অল্প লইতে পারেন; ক্রীত অধ্যাপনায় ইহার উদ্দেশ্য আরও অল্প সাধিত হইতে পারে। মোটা মোটা মাহিনা দিয়া তুমি তোমার সন্তানের জন্য শিক্ষক বা উপশিক্ষক নিযুক্ত কর, সে ভাল। তিনি তোমার ছেলেকে শিক্ষা দানে সম্যক্ যোগ্য। তিনি তাহাকে বিজ্ঞান প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট বিষয়

শিখিবার উপায় বলিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু তোমার সন্তানের প্রকৃত শিক্ষাপক্ষে তিনি যে বড় কিছু সহায়তা করিতে পারিবেন না, তাহা নিশ্চয় জানিবে। এস্থলে তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার তবে কে তোমার প্রিয় বাছাকে শিক্ষা দান করিবে? তোমার দৃষ্টান্ত, তোমার সুহৃৎবর্গের সহিত তোমার বাক্যালাপ, তোমার কার্য্যকলাপ, কোন বিষয়ে তোমার ঘৃণা বা আদর, তোমার সংসর্গ, তোমার পরিচারকবর্গ ও সর্ব্বাগ্রে তোমার পদ ও অবস্থা, তোমার অশন বসন, তোমার ক্রীড়া ও আমোদ ভূমি, তোমার কুকুর বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু তাহাকে শিক্ষাদান করিবে। এই সকলের প্রভাব হইতে তাহাকে সুদূরে রাখা তোমার ক্ষমতাতীত। তোমার পুত্রের বিদ্যারম্ভ কখন হইবে তুমি ভাবিয়া থাক। যখনই সে ভাবগ্রাহী হইয়াছে দেখিবে, তখনই জানিবে তাহার শিক্ষা-ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞাতসারে শরীর হইতে ঘর্ম্ম যেরূপ নির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অবস্থা হইতে অজ্ঞাতসারে বালক শিক্ষা লাভ করে। এই অবস্থাসম্ভূত শিক্ষা প্রত্যক্ষ, এবং প্রকাশ্য শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর বলবতী ও ফলবতী। এবংবিধ শিক্ষা উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে থাকে, সময়ের ন্যায় ইহাকে কোনমতে থামাইতে পার না। তোমার দৃষ্টান্ত অপেক্ষা যে অবস্থায় তোমার পুত্র পড়িবে, সে অবস্থা অধিক পরিমাণে তাহার জীবনের নেতাস্বরূপ হইবে। অবস্থা ভেদে তুমি কখনও তাহাকে তোমার মত হইতে আশা করিতে পার না। তোমার নিজের বিগত জীবনে তুমি আপনি যে অবস্থায় পড়িয়া যেরূপ পরিশ্রমী, সুশীল, চতুর ও সরল অন্তঃকরণ হইতে শিখিয়াছ, তোমার মৌখিক শিক্ষা দ্বারা সন্তান সেরূপ হইবে, ইহা আশা করিতে পার না। দারিদ্র্য তোমার গুরু, ধন ও সম্পদ তাহার গুরু হইবে; সুতরাং একই ফল কখনও ফলিতে পারে না।"

"বিত্ত কিংবা তজ্জনিত ভোগ বিলাসের বিরুদ্ধে আমি লিখিতেছি পাঠিকাবর্গ এরূপ ভাবিবেন না। উল্লিখিত ভোগ সকল যথার্থ ভোগ, তবে উহাদিগের সহিত উচ্চ রুচি ও রীতি নীতির ঐক্য থাকা চাই। বৃথা আয়াস ও যুক্তিবিরুদ্ধ আশা ও অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলাই আমার উদ্দেশ্য।"

"অবলম্বন শূন্য প্রত্যক্ষ শিক্ষা বড় কার্য্যকারিণী নহে। পিতামাতা মাত্রেই সাধ্যমত চেষ্টা করেন যে তাঁহাদিগের সন্তান সতত সত্য কথা কহিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্বচিৎ কেহ পূর্ণমনোরথ হন। ইহার কারণ কি? শুধু এই, যে ছেলেরা জানিতে পারে যে ইহাতে তাঁহাদিগের কোন না কোন স্বার্থ আছে। তাহাদিগের সত্য বলাকে আমরা শাসনের উপায় বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। "যখন কোন কুকর্ম্ম করিয়া মানিবে, আমি রাগ করিব না।"

এইরূপ উৎসাহদান দ্বারা অনেক উপকারের সম্ভাবনা। সে জানে যে তাঁহারা প্রাত্যহিক বিষয় কর্ম্মে সহস্র সহস্র মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন। মিথ্যা কথা বলিবার কখন কত সুযোগ ও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহাও জানে। কোন কুবার্ত্তা তোমার পীড়িত বন্ধুকে না শুনাইতে যেমন তোমার সর্ব্বদা প্রয়োজন হয়, সেইরূপ তাহার মিথ্যা কথা বলা সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। উপদেশ অপেক্ষা গৃহের এক কোণে উপবেশন করিয়া সে তোমাদিগের যে কথাবার্ত্তা শুনে, তাহা তাহার অধিকতর হৃদ্‌গত হয়। তাহার শিক্ষার জন্য তুমি যে প্রথা অবলম্বন কর এবং তোমার নিজের চরিত্র পরিচালনার জন্য তুমি যে উপায় গ্রহণ কর, এ দুয়ের প্রভেদ সে বুঝিতে পারে।"

পতিহিতব্রতা রমণীগণ।

১। সুপ্রসিদ্ধ আরিয়ার স্বামী পিশিনা পিটস উৎকট পীড়া ভোগ করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদিগের পুত্র পীড়িত হইয়া কাল-কবলে পতিত হইল। এই যুবা অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন এবং পিতা মাতার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু পুত্রের মৃত্যু সংবাদে পাছে পিটসের পীড়া বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় বুদ্ধিমতী আরিয়া অতি গোপনে পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিলেন, তাঁহার স্বামী তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। পিটস বার বার সন্তানের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাতে আরিয়া প্রসন্নবদনে উত্তর দিতেন "সে খুব ঘুমাইয়াছে এবং আরামে আছে।" কিন্তু অনেকক্ষণ অশ্রুজল রুদ্ধ করিয়া রাখাতে যখন তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া তাহা বাহির হইতে আসিত, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া অন্য ঘরে যাইতেন এবং প্রাণভরিয়া কাঁদিতেন। পরে মনকে শান্ত করিয়া চক্ষু মুছিয়া স্বামীর রোগশয্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। স্বামীর মঙ্গল চিন্তায় এই সাধ্বী রমণী হৃদয়-বিদারক পুত্র-শোক এরূপ সংবরণ করিতেন, যে স্বামী তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তরের ক্লেশ কিছুই বোধগম্য করিতে পারেন নাই।*

* আরিয়া রোম সম্রাট্ ক্লডিয়সের অধীনস্থ কন্সল বা শাসনকর্ত্তা সিসিনা পিটসের সহধর্ম্মিণী এবং ৪০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পাতিব্রত্য ও অসমসাহসিকতার আরও অনেক উদাহরণ বর্ণিত আছে। তাঁহার স্বামী ইলিরিয়া প্রদেশে সম্রাটের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে ধরা পড়েন এবং বন্দী হইয়া রোমে নীত হন। আরিয়াকে তাঁহার সঙ্গে আসিতে না দেওয়াতে তিনি একাকী এক তরণী

২। দুই জন খৃষ্টীয় রমণী আপনাদিগের স্বামীদিগের ধর্ম্মহীন অবস্থা চিন্তা করিয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। অবশেষে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া প্রতিদিন এক ঘণ্টাকাল স্বামীদিগের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিবেন। তাঁহারা ৭ বৎসর কাল প্রতিজ্ঞামত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, আর প্রার্থনা করিবেন কি না? কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন তাঁহারা আমৃত্যু প্রার্থনা করিবেন এবং যদি স্বামীরা মরণান্তে নরকগামী হন, তাঁহাদিগের প্রার্থনা দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবেন। নবোৎসাহ পূর্ণ হইয়া তাঁহারা আর ৩বৎসর প্রার্থনা করিলেন। এই সময় এক দিন হঠাৎ অন্যতর স্বামী আপনার নিদ্রিত পত্নীকে জাগাইয়া বলিলেন, "আমার জীবনের পাপ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে, আমার উপায় কি হইবে?" রজনী প্রভাত হইতে না হইতে তিনি আপনার প্রার্থনার সঙ্গিনীকে ঈশ্বরের এই কৃপার কথা বলিতে যাইতেছেন, আশ্চর্য্য, পথে সঙ্গিনীকে দেখিলেন এবং তাঁহার স্বামীর শুভ পরিবর্ত্তনের কথা বলিবার জন্য তিনিও আসিতেছেন অবগত হইলেন। স্বামীদ্বয় পরে রীতিমত ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়া পত্নীদিগের সহিত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

৩। সার উইলিয়ম জোন্স মিলান নগরের কাউণ্টেস কনষ্টান্সোনিরীর আশ্চর্য্য পতিভক্তির আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়াছেন। কাউণ্টের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি দ্রুতবেগে ভেরেনা নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি যখন নগরে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত, তখন সম্রাট-দূত সাংঘাতিক আদেশ লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু রমণীর প্রাণের ব্যাকুলতা দর্শনে কাতর হইয়া রাজবাটীর রক্ষিবর্গ তাঁহাকে মহারাণীর সমীপে উপস্থিত হইবার পথ ছাড়িয়া দিল। যে কাতরোক্তিতে রক্ষিগণের মন ভিজিয়াছিল, তদ্দ্বারা তিনি মহারাণীর চিত্তকেও আর্দ্র করিলেন।

যোগে রোমে আসেন এবং স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার স্বামী মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আত্মহত্যা দ্বারা লোকলজ্জা হইতে অব্যাহতি লাভের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু সাহসহীন হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আরিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে তরবারি লইয়া আপনার বক্ষে আঘাত করিলেন এবং "নাথ! ইহা কিছুমাত্র ক্লেশদায়ক নয়" এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার হস্তে তরবারি প্রত্যর্পণ করিলেন। উভয়ে আজীবন পবিত্র প্রণয়-সুখ ভোগ করিয়া একত্র পরলোক যাত্রা করিলেন।

মহারাণী তখনি হতভাগ্যা রমণীর হইয়া সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা পত্র লইয়া রমণীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু মৃত্যু আজ্ঞা লইয়া দূত ইতিপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে, তিনি কি পথে তাহাকে ধরিতে পারিবেন? নতুবা সমুদায়ই পণ্ডশ্রম। তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি শকট ভাড়া করিলেন, এবং পথে ঘোড়া বদলাইয়া অবিশ্রান্ত গাড়ী চালাইবার জন্য চারিগুণ ভাড়া দিতে স্বীকার করিলেন। গাড়ী ছুটিল, তিনি অনাহারে অনিদ্রায় সমস্ত পথ কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে গমন করিলেন। সময়ে পৌঁছিতে পারিলে স্বামীর প্রাণ বাঁচিবে, নয়ত গিয়া তাঁহার মৃতদেহ দর্শন করিবেন, অন্তরে কেবল এই আশা ও নিরাশার আন্দোলন হইতে লাগিল এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কাউণ্টেস যখন কাষ্ঠের নিকট লইয়া যাইতেছে, এমত সময়ে তিনি বধ্যভূমিতে উপনীত হইলেন। তিনি সময়ে পৌঁছিয়াছিলেন, সম্রাটের ক্ষমাপত্র দেখাইবামাত্র কাউণ্টের প্রাণরক্ষা হইল। এইরূপ সঙ্কট সময়ে দাম্পত্য প্রণয়ের এই আশ্চর্য্য উদাহরণ দেখিয়া বিচারকগণ মুগ্ধ হইলেন এবং কাউণ্টের গুণবতী ভার্য্যার গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার সন্দর্শনার্থ ক্ষমা পত্র খানি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

৪। সিসিলির অন্তঃপাতী সিরাকিউজের দুর্দ্দান্ত রাজা ডাইওনিসিয়সের ভগিনী থেষ্টা, পলিক্সিনস্ নামক এক ব্যক্তির সহিত বিবাহিত হন। রাজার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, পলিক্সিনস তাহাতে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে রাজ্য হইতে পলায়ন করেন। ডাইওনিসিয়স্ ভগিনীকে ডাকিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন এবং বলেন "তোমার স্বামীর পলায়নের বিষয় কখনও তোমার অবিদিত ছিল না, কিন্তু আমাকে তাহা জানাইলে না কেন?" থেষ্টা কিছুমাত্র ভয় বা বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া বলিলেন "আমি আমার পলায়নপর স্বামীর অনুবর্ত্তিনী ও তাঁহার বিপদ্‌ক্লেশের অংশভাগিনী হইতে যাই নাই বলিয়া তুমি কি আমাকে নীচাশয় ও অসৎভার্য্যা মনে করিয়াছ? না, আমি সে প্রকৃতির নারী নই। সিরাকিউজের অত্যাচারী রাজার ভগিনী বলিয়া পরিচিত হওয়া যত সুখকর, পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে নির্ব্বাসিত পলিক্সিনসের পত্নী বলিয়া পরিচিত হওয়া আমার পক্ষে তদপেক্ষা সুখের বিষয়।" ডাইওনিসিয়স এরূপ সাহস ও মনাশয়তাপূর্ণ প্রত্যুত্তরে ভগিনীর সুবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সিরাকিউজবাসীরা এই রাজ-ভগিনীর মহৎভাব দর্শনে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে অত্যাচারীর মৃত্যুর পরেও তাঁহার পরিচর্য্যার্থ

রাজোচিত যান বাহন ও অনুচরবর্গ প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, এইরূপ সম্মান উপভোগ করেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে বহুসংখ্যক লোক সম্মিলিত হইয়া রাজসম্মানের সহিত তাঁহার মৃত দেহ সমাধিস্থ করেন।

হারাণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুর দিয়া, এক দিকে কটক ও পুরী এবং অপর দিকে বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে যাইবার এবং আর এক দিকে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আসিবার পথ, সুতরাং এই নগরটী বহুরাজ পথের সন্ধিস্থল, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক কালে জগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রিগণ দলে দলে এই নগরকে ছাইয়া ফেলিত। তখন পথ ঘাটে লোকের ভিড়, হাটে বাজারে দ্রব্য সামগ্রী দুর্ম্মূল্য এবং নগরের মধ্যে পথিক জনের বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ ও নানা প্রকার যন্ত্রণা নেত্র-গোচর হইত। এক্ষণে যাত্রীদিগের সহরের বাহিরে থাকিবার নিয়ম করা হইয়াছে। যাহা হউক বহু কাল গত হইল, এক দিন অপরাহ্ণে এই নগরের নিকট একটী গলিতে কতকগুলি লোকের জনতা হইয়াছে। ব্যাপারটা কি? একটী অনুমান দেড় কি দুই বৎসরের বালিকা পথ হারাইয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। সে কাহাদের মেয়ে, পিতা মাতার নাম কি, বাড়ী ঘর কোথায়, কোন্ জাতি, ইহার কিছুই বলিতে পারে না। যে যত প্রশ্ন করিতেছে, কেবল বাম করতলের পৃষ্ঠদেশে চক্ষু মর্দ্দন করিয়া রোদন করিতেছে। তাহার গণ্ডস্থল ও বক্ষঃস্থলে অশ্রু ধারার চিহ্ন দেখিয়া অনুমান হয় যে সে অনেক ক্ষণ কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। শিশুটী দেখিতে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের সন্তানের ন্যায় নয়! দেহকান্তিও আছে। শরীরটী নধর, অঙ্গে কোন প্রকার অলঙ্কারাদি নাই, কেবল কোমরে একটী ঘুনসি ও তাহাতে একটী মাদুলি, এবং মস্তকে একটী চূড়াবাঁধা, তাহাতে গুটী দুই ঝাঁপা। কাহার সন্তান, কি রূপে হারাইয়া গেল, তাহা কিছুই নির্ণয় করা যাইতেছে না। অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিতেছে। কেহ বলিতেছে বোধ হয় কোন জগন্নাথের যাত্রী মারা পড়িয়াছে, এবং ঐ শিশু তাহার সন্তান, কেহ বলিতেছে সহরেরই কোন লোকের কন্যা। যাহাহউক একজন পথিক লোক দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন কিনিয়া

তাহার হাতে দিয়াছে, সে তাহা আহার করিতেছে বটে, কিন্তু ক্রন্দন করিতে ছাড়িতেছে না। যাহাহউক অনেক প্রকার অনুমান, ও তর্ক বিতর্কের পর এই ভাবনা উপস্থিত হইল, বালিকাটীকে লইয়া করা যায় কি? সন্ধ্যা সমুপস্থিত, কেহ বলিল থানাতে জিম্মা করিয়া দেও, কেহ বলিল এতটুকু বালিকা কি অধিকদূর হইতে আসিয়াছে? বোধ হয় পাড়ারই কোন লোকের কন্যা, একজন কোলে করিয়া এই পাড়ার দ্বারে দ্বারে দেখাইয়া এস,বোধহয় পিতা মাতার উদ্দেশ পাওয়া যাইবে। কেহ বলিল রাত্রি কালের মত কেহ উহাকে বাড়ীতে লইয়া যাও, কল্য প্রাতে আবার অনুসন্ধান আরম্ভ করা যাইবে। এইরূপ নানা প্রকার জল্পনার পর একটী সদাশয় যুবক দয়া করিয়া শিশুটীকে কোলে করিয়া লইলেন এবং আর একজনকে থানাতে সংবাদ দিয়া রাখিতে বলিয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন।

ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। বাড়ী নিজ মেদিনীপুর নয়, কর্ম্মোপলক্ষে সপরিবারে ঐ নগরে বাস করিতেন। তিনি যখন কন্যাটীকে কোলে লইয়া ছিলেন, তখন এই সংকল্প করিয়াই লইয়া ছিলেন, যে বাড়ীর অপরাপর বালক বালিকার সহিত তাহাকে প্রতিপালন করিবেন। কিন্তু বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র অন্য ভাব উপস্থিত। তাঁহার বৃদ্ধা জননী বলিলেন "ওমা! কি জেতের মেয়ে তার ঠিক্ কি? ওকে কি ছেলে পিলের সঙ্গে মানুষ করা যায়?" ইহা লইয়া মাতা পুত্রে কিঞ্চিৎ বিবাদ হইল।

পুত্র। সে কি মা, এতটুকু ছেলের আবার জাত্ কি? আর যদিই অন্য কোন জেতের মেয়ে হয়, তাত আমরা জানি না, অজ্ঞাতে পাপ নাই। দেখ মা তুমি যদি না স্থান দিবে, আমি যদি না স্থান দিব, তবে এই অসহায় শিশু কোথায় যায়?

জননী। তা ত দেখ্‌ছি, আহা মেয়েটী দেখ্‌তে বেশ, দেখ্‌লে বোধ হয় কোন সৎ জেতের মেয়ে, কিন্তু তা বল্লে কি হয়, পথথেকে একটা মেয়ে কুড়য়ে এনে কি জাত্ জন্ম ডোবাতে হবে?

পুত্রবধূটীর স্বামীর সঙ্গে রায়, তিনি গোপনে শ্বশ্রূকে অনেক অনুরোধ করিলেন বলিলেন "ঠাকুরণ তা হোক্, আমি মানুষ করবো।" শ্বশ্রূ শুনিলেন না। ইতিমধ্যে পাড়াতেও এই জনরব হইয়াছে, নিকটে মাইতিদের বাড়ী। তাহারা অতি ধনী লোক, ও বৃহৎ পরিবার। তাহাদের গৃহিণীর ও বধূগণের বড় কৌতূহল উপস্থিত। এদিকে মাতা পুত্রে বিবাদ চলিতেছে, ওদিকে তাহারা বার বার ভৃত্য প্রেরণ করিতেছেন, এবং সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উৎসুক হইয়া আছেন। অবশেষে এক জন, কন্যাটীকে কোলে করিয়া সেই বাড়ীতে লইয়া গেল, ব্রাহ্মণগৃহিণীর আপদ বিদায় হইল, তাহার যুবক সন্তান

ভগ্নোদ্যম হইয়া বিষণ্ণ-বদনে ও নিতান্ত দুঃখিত ভাবে কন্যাটীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে কন্যাটীর একটা সদুপায় না করিয়া ঘরে ফিরিবেন না। ভাবিলেন মাইতিরা ধনী, অনেক দাস দাসী আছে। তাহারা বোধ হয় জেতের বিচার করিবে না। কন্যাটী ভৃত্যের ক্রোড়ে উঠিয়া ধনীর অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইল, হুড় হুড় করিয়া এক পাল মধ্যম ও অল্পবয়স্কা বধূ ও কন্যা নামিয়া আসিলেন এবং তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই তাহার দেহ-কান্তির প্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু কেহই হঠাৎ স্পর্শ করিতেছেন না, একটু দূরে দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। কোন যুবতী অপরের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বলিতেছেন "দেখ ভাই, কেমন ঠোঁট দুখানি।" অপর জন বলিতেছেন "কেন চক্ষু দুটীও বেশ।" তৃতীয় জন বলিতেছেন "মাথার চুড়াটী কেমন দেখাচ্ছে দেখ?" অবশেষে সেই গৃহের কর্ত্রী ঠাকুরাণী অলসে অবশ স্থূল দেহ-যষ্টি—অথবা সে দেহ-রাজকে দেহ-যষ্টি না বলিয়া দেহ-পিণ্ড বলা উচিত—সেই দেহ-পিণ্ড বহন করিয়া কোন ক্রমে প্রাঙ্গণে অবতরণ করিলেন। অমনি তাঁহার প্রতি কন্যাটীকে রাখিবার জন্য দশ মুখে অনুরোধ হইল। তিনি কপালের উপর ভ্রূটী ও তদুপরি নাকটী তুলিয়া বলিলেন "রাম বল, পথের একটা হাভাতে লোকের মেয়ে কুড়ুয়ে এনে কি করে পোষা যায়।" পুত্রবধূ ও কন্যা গুলি মৎস্যের ঝাঁকের ন্যায় তাহাকে বেষ্টন করিয়া একটীর স্কন্ধে একটী মুখ দিয়া অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। তাঁহাদের একটী বার তের বৎসরের মেয়ে ছিল, সে নিতান্ত সরল ও অমায়িক বলিয়া বাড়ীতে সকলে তাহাকে পাগল পাগল করে। ঐ পাগলী এতক্ষণ এ দিকে ছিল না, বাড়ীর কোন ছাদে বা ঘরে খেলিতেছিল, ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া সে ছুটিয়া আসিল এবং 'ছুঁস্ না ছুঁস্ না' করিতে করিতে শিশুটীকে একেবারে কোলে তুলিয়া লইল। কর্ত্রী সেজন্য তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন এবং কাপড় ছাড়াইলেন।

ওদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত! ঘরে ঘরে জননীগণ স্বীয় স্বীয় শিশুদিগকে খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া তুলিতেছেন, কিন্তু হায়! এই হতভাগিনী বালিকাকে আর তোলা দূরে থাক্, কেহ স্পর্শও করিতে চাহিতেছে না। সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া বালিকাটী দ্বিগুণ রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ওদিকে ব্রাহ্মণ যুবক কি হইল জানিবার জন্য বাহিরে বসিয়া আছেন, কন্যাটী যখন ধনীর অন্তঃপুরে স্থান না পাইয়া বাহিরে আসিল, তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিষণ্ণ অন্তরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন 'মা যাহা বলেন বলিবেন, অদ্যকার রাত্রির মত ইহাকে

লইয়া পত্নীর নিকট রাখি, কল্য যাহা হয় করিব।' ইত্যবসরে পার্শ্বের আর এক বাড়ীর একটী দাসী আসিয়া উপস্থিত, সে জাতিতে যুগীর মেয়ে, তাহার এক বিধবা ভগিনী ভিন্ন বাড়ীতে আর কেহ নাই। সেই বিধবা ভগিনীর একটী অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল, অল্প দিন হইল সেটীও মারা পড়িয়াছে, সেইজন্য দুইটী ভগিনীতে শোক তাপ করিয়া রাত্রি যাপন করে। সেই কন্যাটীকে দেখিয়া সে বলিল "বাবা ঠাকুর! মেয়েটী আমাকে দিন, আমার আর সংসারে কেউ নাই, আমি ওকে মানুষ করবো।" ব্রাহ্মণ-যুবক যেন বাঁচিলেন। ঐ দাসীটীর নাম ভগী। ভগী কন্যাটীকে কোলে করিয়া মুখ চুম্বন করিল, অতি যত্নে নিজ বসন অঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল "কেঁদ না মা, ভয় কি? আমিই তোমার মা।" এই কথা গুলি সে এমন ভাবে বলিল, যে প্রথম আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ-যুবক শুনিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না।

হায় হায়! মানুষের মন কি এমনও কঠিন হয়! ভগীকে সাধুবাদ করা দূরে থাকুক, সমাগত লোকদিগের মধ্যে অনেকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ বলিল "আরে মাগি! কি জেতের মেয়ে, তা আগে ঠিক্ কর। কেহ বলিল "মর মাগি! ওর নিজের বেরাল পত্তি করে কোথা, তার ঠিক্ নেই ও আবার একটা উপসর্গ জোটাচ্চে।" কেহ বলিল "আরে তুইত পরের বাড়ী থাকবি, ওরে দেখ্‌বি কখন?" ভগী কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, কেবল এই মাত্র বলিল "দীনবন্ধু আমাকে যদি দুমুটো খেতে দেন, একেও একমুটো দেবেন।" এই বলিয়া কোলে করিয়া কন্যাটীকে লইয়া ভগবতী নিজ কুটীরে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ যুবক নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন।

ভগবতী নগরের প্রান্তে সামান্য পর্ণ-কুটীরে বাস করে। সংসারে চারি চাল বাঁধিয়া ঘর করিতে গেলে, লোকে যে সকল সুখের আশা করিয়া থাকে, ভগবতীর এক সময়ে সে সুখ ছিল। সে গৃহস্থ লোকের মেয়ে, তাহার পিতা মেদিনীপুরে ব্যবসা বাণিজ্য করিত, যাহার সহিত ভগবতীর বিবাহ হইয়াছিল, সে ব্যক্তিও নিতান্ত অকৃতী ছিল না। সেও ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা দুই দশ টাকা উপার্জ্জন করিত। সধবাবস্থায় ভগবতীর পাকা বাড়ী ও গায় গহনা পত্রও দুই চারি খান ছিল। কালের বিচিত্র গতি কে নির্ণয় করিতে পারে? কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভগবতীকে সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের মুখ দর্শন করিতে হইয়াছে, পিতার মৃত্যুর পরে পতির বিয়োগ হয়। এই অবস্থাতে পড়িয়াও যদি সে নিজের আবাস বাড়ী ও অলঙ্কার পত্র গুলি রাখিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় উদরান্নের জন্য অপরের দাসীবৃত্তি করিতে হইত না। কিন্তু ভগবতীর দুইটী বিশেষ দোষ আছে,

সেই জন্যই তাহার এত কষ্ট। এ দুইটী দোষ কি? তাহা পরে বলিতেছি। ধার্ম্মিক লোকে এই দুইটী দোষকে গুণ বলিয়া থাকেন, এবং আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি একান্ত মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে এই দুইটী দোষ আমাতে ঘটুক ও আজন্ম থাকুক। কিন্তু তথাপি সংসারের লোকে এই দুইটী দোষকে মহৎ দোষ বলিয়া গণ্য করে। প্রথম দোষ ভগবতী সহজে লোককে বিশ্বাস করে। মানুষকে হঠাৎ অসৎ ভাবিতে পারে না; দ্বিতীয় দোষ, তাহার দয়া অত্যন্ত প্রবল, বড় পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই। সে পরের কোনরূপ দুঃখ দেখিতে পারে না। এই দুইটী দোষের জন্যই হতভাগিনী ভগবতীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দারুণ বৈধব্য দশা প্রাপ্তির পরেও যাহা কিছু ছিল, তাহার এক দুর্ব্বৃত্ত ভাই তাহা হরণ করিয়াছে। 'ব্যবসা করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিব' এই আশা দিয়া তাহার বাড়ী খানি বন্ধক দিয়া প্রথমে টাকা কর্জ্জ করে, তৎপরে ক্রমে তাহার অলঙ্কারগুলিও ঐ রূপে খোয়ায়। বাড়ীটী ঋণের জন্য বিক্রয় হইয়া যায়। ভগবতী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে কোন ভদ্র লোকের প্রদত্ত একটী সামান্য বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ও দাস্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। এত দিন একাকিনী দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছিল, এক্ষণে আবার একটী বিধবা ভগিনীকে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়াছে। এমনি তাহার উদার প্রকৃতি, এমনি সরল তাহার প্রাণ, এমনি দয়ালু তাহার স্বভাব, এমনি আশ্চর্য্য তাহার ক্ষমা গুণ যে, এমন যে দুর্ব্বৃত্ত ভাই, যে তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, সে এখনও তাহার নিকট স্নেহ ও সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। এখনও ভগবতী নিজ পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা গুণে যে দুই এক টাকা সঞ্চয় করে, ঐ দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতাই তাহার অধিকাংশ ভোগ করে। লোকে বলিলে ভগবতী বলিয়া থাকে "আহা! হাজার হোক মার পেটের ভাই, আমার কে আছে? যত দিন দীনবন্ধু গায়ে শক্তি রেখেছেন, তত দিন ওদেরি সেবা করি।"

ভগবতীর মুখ খানি চিরপ্রসন্ন, সরল ও উৎসাহপূর্ণ। বয়স যদিও অধিক নয়, তথাপি তাহার ভাবের মধ্যে কি একখানা এরূপ আছে, যে তাহার মুখ দেখিলেই হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাহার কথা বার্ত্তা চলন বলনের মধ্যে অসাধু ভাবের গন্ধও নাই। এইজন্য ভগবতী সকল সাধু-প্রকৃতি নর নারীর প্রিয়। তাহার ছোট বাড়ীটী তদ্রূপ। এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী প্রায় দেখা যায় না। পরের গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে হয়, সুতরাং ভগবতী রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া গৃহে গোময় লেপন প্রভৃতি কার্য্যে রত হয়। ছোট ভগিনীটীর প্রতি দয়া করিয়া আর

তাহাকে ডাকে না। ঘরে গোময় দিয়া, প্রাঙ্গণ সম্মার্জন করিয়া, বাসন মাজিয়া, অবশেষে ভগিনীকে জাগ্রত করে এবং তাহাকে রাখিয়া নিজে কার্য্যে যায়। তাহার ভগিনী শাক পাত তুলিয়া, আহারের আয়োজন করিয়া থাকে। প্রাতের রান্নার ভার ভগিনীর উপর,রাত্রে ভগবতী বাড়ী থাকিয়া রন্ধন করিয়া থাকে, এইরূপে তাহাদের দিন কাটিয়া যায়। এত দিন তাহারা দুই জনে একলা ছিল, এবং তাহাদের দুইটী গৃহপালিত মার্জ্জার ভিন্ন অন্য সঙ্গী ছিল না, অদ্য একটী ভাল বাসিবার, আদর করিবার, খাওয়াইবার খোয়াইবার লোক জুটিল। দুই ভগিনীতে পরামর্শ করিয়া ইহার নাম "হারাণী" রাখিল। হারাণী সে রাত্রি দুই মাতার মধ্যস্থলে শয়ন করিয়া ও ছোট ভগিনীর স্তন পান করিয়া নিদ্রা গেল; প্রথম আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ-যুবক নিজ পত্নীর নিকট জগদীশ্বর যে কিরূপে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়া থাকেন সেই কথা ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন, এবং ধনীর গৃহে ধনগর্ব্ব-শালিতা বধূগণ নিজ নিজ পতির নিকট মেয়েটীর বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে আমোদ-তরঙ্গে পড়িয়া ভুলিয়া গেলেন এবং জগতের পাপী, তাপী, শোকী, বিপন্নদিগের চিরসখী-স্বরূপা রজনী ভগবতীর দয়া দেখিয়া যেন গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিলেন, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর সেই উদারপ্রকৃতি নারীদ্বয়ের উপর শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন।

সংযুক্তা-হরণ।

(১৮৪ সংখ্যা ২২ পৃষ্ঠার পর)

"কে আছে দুখের দুখী হিতাশী এমন!
যে অবধি লিপি সখি, করেছি প্রেরণ,
তদবধি হৃদি মন হয়েছে অধীর,
আকুলিত দগ্ধ প্রাণ নাহি হয় স্থির।
কিছুতে না বশে মন সদা হুহু করে,
কি হলো, সজনি! কেন হৃদয় বিদরে,
কেন দিবা নিশি জল পড়ে লো নয়নে,
অঙ্গে নাহি বল, ইচ্ছা নাহি আলাপনে,
সজনে থাকিতে নারি, নির্জনেতে মরি,
এ ব্যাধির কি বিধান বলো সহচরি!"

হাসি উত্তরিলা সখি। "ব্যাধি সুকঠিন;
কিন্তু রাজবালা, শুভ আরামের দিন
হইয়াছে সন্নিকট। রোগ অবসানে
ভোগের ব্যবস্থা সদা বিধান নিদানে।
আজি স্বয়ংবর দিন—শুভনিশি আজি,
শুভলগ্নে শুভক্ষণে বর বেশে সাজি,
স্বয়ংবর সভাস্থলে হবেন উদয়
হস্তিনাধিপতি, দেবি! আর কিবা ভয়?
দণ্ড কত স্থির হও, সর্ব্ব দুঃখ যাবে
দগ্ধ প্রাণ স্নিগ্ধ হবে, অঙ্গে বল পাবে,

সকলি বিস্মৃত হবে প্রিয় সম্মিলনে,
ভিক্ষা এই দাসী বলে, থাকে যেন মনে।"
নীরবিলা আলী। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজিয়া—
নীরবিলা নৃপবালা—প্রত্যুত্তর দিয়া।

হেনকালে সোমাচার্য্য মুরলা সহিত
অশোক নিকুঞ্জ দ্বারে হৈল উপনীত।—
মহিষীর ভিক্ষাপুত্র, পুরোহিত সুত,
সুবিশ্বাসী, শান্ত, শিষ্ট, দিব্য গুণযুত,
সুন্দর, সুভাষী, সাধু, প্রকৃতি গম্ভীর,
বয়সে যুবক, বুদ্ধে প্রবীণ সুধীর,
ভূপতির প্রিয়পাত্র অভিন্ন কুমার;
রাজ-সভা—অন্তঃপুর, সকলের দ্বার
অবারিত তাঁর প্রতি,—যথা ইচ্ছা যান
সকলের প্রিয়, তাঁরে সবে দেয় মান।
রাণীরে করেন ভক্তি জননীর প্রায়,
সোদরা অধিক তাঁয় স্নেহ সংযুক্তায়,
সুরলা মুরলা নিজ অনুজা যেমন,
রাজগৃহ তাঁর যেন নিজ নিকেতন।
যে দিন হস্তিনাপতি লিখিলা লিখন
বাচি সংযুক্তার পাণি, কনোজ রাজন,
অভিমানে গ্রস্ত হয়ে করি অনাদর,
প্রস্তাব করিলা হবে কন্যা স্বয়ংবর।
পাত্র, মিত্র, সভাজনে সবে সায় দিলা,
সোমাচার্য্য সুধু তথা নির্ভয়ে কহিলা,
"স্বয়ংবর অর্থ যদি ইচ্ছামত বর
লভে কন্যা, নিশ্চয় এ ভারত ভিতর
কেহ আর নাহি এক হস্তিনাধীশ্বর
পৃথুরাজ ভিন্ন সংযুক্তার যোগ্য বর।
সংযুক্তার মত আরো জানেন রাজন,
পৃথু ভিন্ন করিবে না অপরে বরণ।
কিন্তু এই স্বয়ংবর-ক্ষেত্রে পৃথুরায়
আসিবেন নাহি কভু, তাঁর অভিপ্রায়
জেনেছেন নরপতি, স্বয়ংবর তবে
কেমনে সার্থক আর কারে লয়ে হবে?
আমি বলি পৃথুরাজে করি কন্যা দান
সম্মান করুন ভূপ বাড়িবেক মান,
সংযুক্তা সুখিনী হবে, পৃথু-কর-গত,
কনোজের বশে পুর্ণ হইবে ভারত।"

গর্জ্জি নিবর্ত্তিলা তাঁরে কনোজাধিরাজ,
"সোম, তুমি অল্পবুদ্ধি জানিলাম আজ!
যে জন সতত মোরে অতিক্রম করে
তার অনুগত হব? বলিলে কি করে?
কে এমন পামর ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার
যাচি বৈরী-করে সঁপে কন্যা আপনার?
জাতবৈরী কনোজের পৃথু সবে জানে,
তাহারে তনয়া ধরে দিব কোন্ প্রাণে?
কি কবে দেশের লোক একথা শুনিয়া?
রটিবে কলঙ্ক চির ভারত যুড়িয়া—
'পৃথু-ভয়ে যাচিয়া রাটোর কুলাঙ্গার
কন্যা দিয়া হয়েছে শরণাপন্ন তার।'
হেন অপযশ হতে মৃত্যু শ্রেয়, তবু
পৃথুরে সংযুক্তা দান করিব না কভু।
তবে যদি স্বয়ংবর সভায় আসিয়া
বশ্যতা স্বীকারে পৃথু বিনত হইয়া,
ক্ষমি আমি তারে, আর হইয়া সন্তোষ
দুহিতাও দিতে পারি, তাহে নাহি দোষ।
নতুবা প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন,
কুটুম্বিতা পৃথু সনে হবে না কখন,
বরং সংযুক্তা মরে প্রাণে তাহা সবে,
তথাপি এ পণ মম আন নাহি হবে,
তোমাদের অভিমত কিবা সভাজন?"
এতবলি সভা পানে চাহিলা রাজন।

নিদাঘ সায়াহ্নে যথা নিথর অম্বরে
ঘোরতর ঘনঘটা ঘেরে আড়ম্বরে,
আঁধারিয়া দিশ দশ বিদ্যুৎ ঝলসে,
ফোঁটা তড়বড়ি ক্রমে আসার বরষে,
মুহুর্মুহু "হুহু" রবে ঝরকা নিপাত,
গর্জ্জে বজ্র, গর্জ্জে মেঘ, গর্জ্জে ঝঞ্ঝাবাত।
মহা কোলাহলে উঠি কহে সভাজন
"পৃথ্বীরে সংযুক্তা দান হবে না কখন,
সোমাচার্য্য যাই তাই পাইলেন পার,
অন্যে হলে যোগ্য প্রতিফল হত তার।"
অভিমানে সোমাচার্য্য ত্যজে সভাস্থল
রাজ্ঞী-মারে নিবেদন করিলা সকল।
অলক্ষ্যে সংযুক্তা সব করিয়া শ্রবণ
নিরাশ হইয়া চান ত্যজিতে জীবন;
মুরলা সুরলা মধু দিয়া আশা দান
ছলে বলে কোন ক্রমে রক্ষিয়াছে প্রাণ।
তদবধি ঘটিয়াছে বিষম বিকার,
আহারে বিহারে রুচি কিছু নাহি আর;
আলাপনে ইচ্ছা নাহি থাকেন নির্জ্জনে,
সর্ব্বদা উন্মনা, ধারা ঝরয়ে নয়নে,
চিন্তাজ্বরে জর জর অস্থিচর্ম্মসার,
কালিমা ঢালিয়া দেছে বরণে সোণার,
দিন দিন শুকাইয়া হইছেন ক্ষীণ,
মরুভূমে তরুলতা বাঁচে কত দিন?
সংযুক্তার দশা দেখি ভয়ে সখীগণ,
রাজ্ঞী-মা-রে সমুদয় কৈল বিজ্ঞাপন।
কন্যামোহে মহারাণী আকুল হইয়া
সোমাচার্য্যে সমস্ত বলিলা বিবরিয়া।
সংযুক্তা কারণে সোম দুঃখী নিরন্তর;
গোপনে মন্ত্রণা করি, শেষে একেশ্বর
ভেটিবারে পৃথুরাজে কৈলা স্থির মন।
সংযুক্তা সুযোগ বুঝি লিখিলা লিখন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির মাতা।

(২১৩ সংখ্যা ১৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে আমরা যে অনাথিনী রামলিনীকে গৃহচ্যুত দেশত্যাগী নিরাশ্রয় হইয়া অপগণ্ড শিশু সন্তানগণ সমভিব্যাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত যিনি কেবল বন্ধু বান্ধবেরই আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিতেন, দুর্ব্বার দরিদ্রতা ও দুর্দ্দশার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায়ই ছিল না; ছয় বৎসর পরে সেই অসহায়া অনাথিনীই আবার একটী বিশাল রাজ্যের নেতৃমাতা, অনুগ্রহ প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় মহা মহা বীর সকল তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের উপাসনায় অহরহ নিরত। পঞ্চদশ বৎসর পরে সমগ্র সভ্যজগৎ তাঁহার প্রসাদার্থী, সমগ্র ইউরোপ তাঁহার ভ্রূকুটি-তলস্থ। তাঁহার এক পুত্র অর্দ্ধ জগতের অধীশ্বর ফ্রান্সের সার্ব্বভৌম সম্রাট ও ইটালির অধিপতি —এক পুত্র স্পেন ও ইণ্ডিসের অধিস্বামী, এক জন হলণ্ডের ভূপতি ও এক জন

ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজা, কন্যাগণও এক এক রাজ-মহিষী এবং তাঁহার ভ্রাতা রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের এক জন (Cardinal) প্রধান অধ্যক্ষ। আর পাঁচ বৎসর পরে স্বপ্ন তিরোহিত, ইন্দ্রজাল অন্তর্হিত, দৃশ্য পরিবর্ত্তন—যবনিকা পতন। দেখিতে দেখিতে কল্পনার অভিনয়ের ন্যায় সমস্ত সম্পদ অদৃশ্য! তাঁহার সন্তান সকল যে যে দেশের উপর আধিপত্য করিতেছিলেন, তথা হইতে বিতাড়িত হইলেন, নিজেও নির্ব্বাসিতা হইয়া আশ্রয় লাভার্থ আকুলিতা হইলেন। তাঁহার ভুবন-বিজয়ী পুত্র সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত! তাঁহার বংশের সম্পদ-সূর্য্য একবারে অস্তমিত!!!

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বোনাপার্টির বংশ ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হইলে রামলিনী তাঁহার ভ্রাতা ফেশের সহিত রোম নগরে প্রস্থান করিলেন। সৌভাগ্যাবস্থায় মিতব্যয়িতাগুণে যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এখন তাহা তাঁহার উপকারে আসিল। তাঁহার যে সকল সন্তান সন্ততি ভাগ্য দোষে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগের যথোপযুক্ত আনুকূল্য বিধান করিয়া আপনার সন্নিধানস্বরূপ একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা গ্রহণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এখন তিনি একপ্রকার অজ্ঞাত ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ও দ্বিতীয়া কন্যা পেয়োলেতা ব্যতীত তিনি কচিৎ অপরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের পতনে তিনি নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় সামান্য সংবাদ সকলও আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। অবশেষে যখন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইল, তখন তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। দুর্ব্বিষহ পুত্র-শোকে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেই যে শয্যাবলম্বন করিলেন আর তাঁহাকে শীঘ্র উত্থিত হইতে হইল না। সম্রাটের অস্থি সেণ্ট হেলেনা হইতে ফ্রান্সে নীত হয়, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পরেই তিনি নিতান্ত অবসন্না হইয়া পড়েন। ডচেস এব্রাণ্টিস তাঁহার এই অবস্থার এক দিনের চিত্র—এই প্রকারে অঙ্কিত করিয়াছেন। ম্যাডাম শয্যাশায়িনী, তাঁহার পরিবার-বর্গ চৌদিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ সকলে বিষণ্ণ বদনে সাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তিনি উপাসনার ভাবে নিমীলিত নয়নে প্রার্থনায় নিরত এবং দর্শক-মণ্ডলী নিঃশব্দে রোরুদ্যমান। তাঁহার বদনমণ্ডলে ও রুদ্ধ-দেশে যেন আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ সকল প্রকটিত দেখিয়া সকলে শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়াছেন। কুমার জিরোম এ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন নাই, তিনি ফ্রান্স হইতে

অচিরাগত দূতের সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন, সকলে তাঁহার অপেক্ষায় চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিয়াছেন। এমন সময় কুমার উপস্থিত হইলেন এবং আস্তে আস্তে অতি মৃদু স্বরে মাতার কর্ণের নিকট বলিলেন "মা, আমার কথা শুনিতে পাইতেছ?" তিনি আগ্রহ সহকারে বলিতে ইঙ্গিত করিলেন। কুমার—"চেম্বর-সভা সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি স্তম্ভশিখরে পুনঃ স্থাপনের অনুমতি দিয়াছ।" ম্যাডাম কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু বোধ হইল, যেন তাঁহার হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে স্পন্দিত হইতে লাগিল। বদ্ধ-পরিকর হইয়া মুদ্রিতনয়নে বিশেষ ভক্তি সহকারে প্রার্থনায় নিরত হইলেন। গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, সে অশ্রু, আনন্দের অশ্রু। শরীরে পুলকের চিহ্ন সকল প্রকাশিত। এক ঘণ্টা পরে কিঞ্চিৎ আহার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার উঠিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন। সম্রাটের প্রতি ফরাসী জাতির পুনরনুরাগের সংবাদই যে এই পরিবর্ত্তনের কারণ তাহা বলা বাহুল্য। ম্যাডাম এইরূপ অবস্থায়ও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন, ক্রমে অন্তিম কাল উপস্থিত। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার কন্যা পেয়োলেতাকে দেখিতে গিয়া পতিত হন এবং তদবধি চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়েন। দর্শনেন্দ্রিয়ও নিস্তেজ হইয়াছিল। এক জন পরিচারিকা সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা থাকিতেন। তাঁহার সেক্রেটরি মুসিয়র রোবাগ্‌লিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে সংবাদ পত্র সকল পড়িয়া শুনাইতেন এবং ফ্রান্সের ও তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া তাঁহার স্মৃতির বিনোদন সম্পাদন করিতেন। তিনি এত ক্ষীণ হইয়া ছিলেন যে হঠাৎ দেখিলে মৃত বলিয়া বোধ হইত, তথাপি ফ্রান্সের নামে, মৃত সম্রাটের নামে, তাঁহার দুর্ভাগ্য সন্তানগণের নামে যে পুনর্জ্জীবিতা হইয়া উঠিতেন। তখনও স্মরণ করিতেন যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাজাসন সকল বিস্তৃত রহিয়াছে এবং সম্রাট নেপোলিয়নের গম্ভীর স্বর তাঁহার কর্ণে নিনাদিত হইতেছে। যে অবধি সম্রাটের পতন, মাতার তদবধিই উত্তর উত্তর দুঃখ বৃদ্ধি। এক একটী করিয়া ক্রমে সকল পুত্রই রাজ্যচ্যুত, সকলেই নির্ব্বাসিত হইয়া ছিলেন। দুঃখের উপর দুঃখ, শোকের উপর শোক, পরিশেষে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা প্রিন্সেস ডি মণ্টফোর্ডের মৃত্যু। এই দুর্ব্বিষহ শোকাবহ ঘটনাতে তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া শীঘ্রই অন্তিম দশা প্রাপ্ত হন। দুর্ভাগ্যের গভীরতম প্রদেশ হইতে একবারে সৌভাগ্যের উচ্চতম মঞ্চে আরোহণ এবং তথা হইতে সম্যক্ অধঃপতন, রামলিনী ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। অবশেষে ১৮৩৬ অব্দে ২৯শে জানুয়ারি

দিবসে তাঁহার পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হয় ও তিনি একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। তাঁহার ভ্রাতা কার্ডিনেল ফেশ্চ ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ সত্বরে আসিয়া মিলিত হইলেন, শুশ্রূষা ও চিকিৎসা কৌশলে কিঞ্চিৎ পীড়োপশম হয়, কিন্তু তাহা কেবল আসন্ন মৃত্যুর পরিজ্ঞাপক। এই ভাবে দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে অবশেষে ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিবসে পীড়ার প্রকোপ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হয় এবং দ্বিতীয় দিবসে প্রাণ-বায়ু দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। মৃত্যুকালেও তাঁহার মুখশ্রী অবিকৃত ও প্রশান্ত দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন তিনি ধ্যানমগ্না রহিয়াছেন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহাবীর-মাতা রামলিনী এই প্রকারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নাবিকগণ যদিও অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ও স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে অধীর হইয়াছিল, তথাপি এই প্রস্তাব তাহাদের নিকট নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইল না। কলম্বসও বিশেষ বুঝিয়াই এত অল্প সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। স্থল-সান্নিধ্যের এত লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল যে তিনি এসম্বন্ধে এক প্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। জল-পরিমাপক রজ্জু ক্রমে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে লাগিল এবং তাহার সহিত যে মাটী উঠিতে লাগিল তদ্দৃষ্টে বোধ হইল স্থল নিকটবর্ত্তী। পক্ষীদলের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক দেখা গেল; এবং তাহাদের মধ্যে এমন অনেক স্থলচর পক্ষী দেখা যাইতে লাগিল যাহারা স্থল ছাড়িয়া অধিকদূর যাইতে পারে না। পিণ্টা নামক জাহাজের নাবিকেরা দেখিল এক গাছি বেত্র ভাসিতেছে, তাহা দুই এক দিন পূর্ব্বের কাটা; তাহারা খোদকারি করা এক খণ্ড কাষ্ঠও ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। নিন্না নামক পোতের নাবিকেরা সমুদ্র-বক্ষ হইতে একটী বৃক্ষশাখা পাইল; এবং দেখিল তাহাতে লোহিত বর্ণের টাট্‌কা এক প্রকার ফল ফলিয়া রহিয়াছে। সায়ংকালীন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ মেঘমালার এক প্রকার নূতন ভাব দেখা যাইতে লাগিল। বাতাস পূর্ব্বাপেক্ষা গরম, ও রাত্রিকালে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া কলম্বসের মনে এত আশা হইল যে ১১ ই অক্টোবর রাত্রিতে তিনি নাবিকদিগকে বলিয়াছিলেন

তাহারা যেন বিশেষ সতর্ক থাকে, নতুবা জাহাজ মাটীতে ঠেকিতে পারে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পরে অগ্রগামী পিণ্টার নাবিকগণ, 'স্থল দেখা যাইতেছে' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। কিন্তু অনেক বার প্রতারিত হওয়াতে নাবিকগণ সহজে এই কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, কতক্ষণে প্রভাত হয়, অধীর ভাবে তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। রজনীর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বহুদিনের নিরাশা ও ভয় দূর হইয়া গেল। সকলেই দেখিল উত্তরদিকে ৬ মাইল দূরে পাদপশোভিত, হরিদ্বর্ণ একটী দ্বীপ রহিয়াছে, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। পিণ্টার নাবিকগণ তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল, অন্যান্য নাবিকগণও তাহাদের সহিত যোগ দিল। সকলেরই চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানের পর তাহারা সকলে মিলিয়া অনুতাপ ও স্তুতি বাক্যের সহিত কলম্বসের চরণপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং যাঁহাকে এক সময়ে তাহারা বড় গালাগালি দিয়াছিল ও ভয় দেখাইয়াছিল, তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিল। তাহারা মনে করিল যে নিশ্চয়ই এই অকল্পিতপূর্ব্ব মহৎ ব্যাপার সাধনের জন্যই তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক এরূপ অসাধারণ দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তা গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন।

সূর্য্যোদয় হইবামাত্র নাবিকগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নৌকারোহণপূর্ব্বক জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে নবাবিষ্কৃত দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা ক্রমে তীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল উপকূলভাগ লোকে লোকারণ্য। সেই সকল লোক বিস্ময়াবিষ্টভাবে নবাগত বিদেশীগণ ও তাহাদের বৃহদাকার অর্ণবযানের দিকে চাহিয়া আছে। কলম্বসই সর্ব্বাগ্রে কূলে অবতীর্ণ হইলেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে নূতন মহাদ্বীপে পদার্পণ করেন। তিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক, নিষ্কোষ তরবারি হস্তে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অনুচরবর্গ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং সকলে জানু পাতিয়া মৃত্তিকাচুম্বন করিল ও খৃষ্ট ধর্ম্মের চিহ্ন স্বরূপ একটী ক্রুশ নিহিত করিয়া তাহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। অতঃপর তাহারা বিবিধ আড়ম্বরপূর্ব্বক কাষ্টাইল ও লিয়ন রাজ্যের নামে সেই দ্বীপ অধিকার করিল।

স্পানিয়ার্ডগণ যখন এই সকল ব্যাপারে ব্যস্ত, তখন বহুসংখ্যক দেশীয় লোক তাহাদের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধ ও বিস্মিতভাবে তাহাদের এই অদৃষ্টচর কার্য্যকলাপ দর্শন করিতে

লাগিল। সেই হতভাগ্যগণ তখন জানিত না এই সকল ব্যাপারের ভবিষ্যৎ ফল কি হইবে। বিদেশীয়দের পরিচ্ছদ, তাহাদের শ্বেতাঙ্গ, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সকলই তাহাদের নিকট নূতন ও বিস্ময়জনক বোধ হইতে লাগিল। তাহাদের প্রশস্ত অর্ণবযান ও তাহার পক্ষ সদৃশ পাইল, এবং বজ্রনিনাদী, অনলোদ্গীরক কামান প্রভৃতি দেখিয়া তাহাদের এত ভয় হইয়াছিল যে তাহারা মনে করিল সূর্য্যমণ্ডলবাসী দেবতাগণ পৃথিবী পরিদর্শন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ইউরোপীয়গণও যাহা দেখিলেন, সকলই তাঁহাদের পক্ষে নূতন। বৃক্ষলতা, গুল্ম সকলই ইউরোপের বৃক্ষাদি হইতে বিভিন্ন। ভূমি উর্ব্বরা বলিয়া বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষিকার্য্যের চিহ্ন অতি অল্পই দেখা গেল। বায়ু সুখসেব্য হইলেও স্পেনের অপেক্ষা উষ্ণ বোধ হইল। অধিবাসীগণ স্বাভাবিক নগ্নভাবাপন্ন। তাহাদের সরল দীর্ঘ কেশাবলী স্কন্ধোপরি লম্বিত অথবা মস্তকের চতুর্দ্দিকে বিনাইয়া জড়ান। তাহাদের মুখ শ্মশ্রুগুম্ফাদিবিহীন ও সমস্ত শরীর মসৃণ ও তাম্রবর্ণ, তাহাদের আকৃতি যদিও বিশ্রী নহে, তথাপি একটু নূতন রকমের এবং প্রকৃতি শান্ত ও ভীরু। যদিও দীর্ঘাকার নহে, তথাপি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্যবিহীন নহে ও তাহাদিগকে দেখিয়া কার্য্যক্ষম বলিয়া বোধ হইল। তাহাদের মুখ ও শরীরের অনেক স্থান নানাবিধ কৃত্রিম উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। প্রথমে তাহারা স্পানিয়ার্ডগণের নিকটে আসিতে ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে একটু ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে লাগিল ও ছোট ছোট ঘুঙ্গুর, কাচের পুতি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সামগ্রী পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের যাহা খাদ্য ছিল তাহা প্রদান করিল। বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে তাহাদের নিকট কেবল এক প্রকার মোটা কার্পাস সূত্র পাওয়া গেল। সায়ংকালে কলম্বস জাহাজে ফিরিয়া গেলেন। তাহাদের অনেকে সাল্‌তি বাহিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এই সকল সাল্‌তি এতদ্দেশীয় সাল্‌তির ন্যায় একটী গুঁড়ি হইতে নির্ম্মিত এবং তাহাদিগকে সেই সকল ক্ষুদ্র নৌকা-চালনে বিলক্ষণ পটু ও লঘুহস্ত দেখা গেল।

কলম্বস সেই দ্বীপের 'রাজপ্রতিনিধি ও পোতাধ্যক্ষ' উপাধি ধারণ করিলেন এবং তাহাকে সান্ সাল্‌ভেডর নামে অভিহিত করিলেন। দ্বীপবাসীগণ ইহাকে গুয়ানাহানি বলিত এবং এক্ষণে ইহা সেই নামেই পরিচিত। ইহা বাহামা নামক বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। কানেরিপুঞ্জের সর্ব্ব পশ্চিম যে গোমেরা দ্বীপ হইতে কলম্বসের আবিষ্কার কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহাহইতে ইহা তিন হাজার মাইলেরও অধিক পশ্চিমে ও চারি ডিগ্রী দক্ষিণে। ইহা দ্বারা

বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, কলম্বস প্রধানতঃ ঠিক্ পশ্চিমাভিমুখেই যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রথমাবিষ্কৃত দ্বীপ-সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে। অনেকে বলেন যে কলম্বস প্রথম যে দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তাহা বাহামাপুঞ্জের অন্তর্গত ওয়ানাহানি নহে, এবং তাঁহারা অন্য একটী দ্বীপকে তাঁহার প্রথম অবতরণ স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সে বিষয়ের কোন বাদানুবাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় আমাদের বিশেষ লাভ নাই। আমাদের পক্ষে ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইল যে কলম্বস্ প্রথমে একটী দ্বীপে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং তাহাকে সান্ সাল্‌বেডর নামে অভিহিত করেন। কলম্বসের স্বহস্তলিখিত দৈনিক পুস্তকই তাহার প্রমাণ স্থল।

ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব।

ব্রহ্মাণ্ডের যে সীমা নাই, ইহা আমরা পাঠিকাবর্গকে এই প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড শব্দের অর্থ কি? আমরা দিবা ভাগে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই যে আকাশে একটী গোল অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় পদার্থ আমাদিগকে জ্যোতি ও উত্তাপ বিতরণ করিতেছে। দিবাভাগে আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রজনীতে চন্দ্র হীরক খণ্ডের ন্যায় সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ আকাশের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। এই সমুদয়ই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, ও অগণ্য তারকাবলী, ইহারা সকলেই ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি ক্ষুদ্র অংশ।

এ স্থলে আর একটী শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। সে শব্দটী সৌরজগৎ। পাঠিকাবর্গ জ্ঞাত আছেন যে পৃথিবী এক বৎসরের মধ্যে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এইরূপ আর সাতটি গ্রহ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ধূমকেতুও গ্রহের ন্যায় একপ্রকার জ্যোতিষ পদার্থ, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। পুনশ্চ পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ যেমন সূর্য্যের চারি দিকে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ উপগ্রহগণ—যথা চন্দ্র—কতকগুলি গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এবং উপগ্রহগণ কোন না কোন গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সূর্য্য, পৃথিবী ও আর সাতটি গ্রহ * ধূমকেতু এবং উপগ্রহগণকে সৌরজগৎ বলা হয়, এবং সূর্য্য এই সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ।

* বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, হর্শেল, নেপ্চুন্।

সৌর জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের একটি অংশ, এবং পৃথিবী সেই অংশের একটি অংশ মাত্র। এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশের অংশ স্বরূপ পৃথিবীর আয়তনের বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

সামান্য বুদ্ধিতে পৃথিবী অসীম। কিন্তু তাহা বাস্তব না হইলেও পৃথিবীর আয়তন এত প্রকাণ্ড যে তাহা সহজে কল্পনা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কতদূর ভাবিয়া দেখ, কিন্তু পৃথিবীর সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের এই সুদীর্ঘ বিস্তার যৎসামান্য মাত্র বলিয়া বোধ হয়। হিমালয়ের অভ্রভেদী তুঙ্গতম শৃঙ্গ কত উচ্চ; কিন্তু পৃথিবীর আয়তনের সহিত তুলনা করিলে এই অসামান্য উচ্চতা কমলা লেবুর উপরিস্থিত ডিম ডিম গুলির ন্যায় মাত্র প্রতীয়মান হয়। ইহাতেই বুঝিয়া দেখ আমাদের আবাসস্থল এই ভূমণ্ডল কি প্রকাণ্ড পদার্থ! কিন্তু এত বিপুলতা সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় ইহা কিছুই নহে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু অপেক্ষাও ইহা ক্ষুদ্রতর। কিন্তু আপাততঃ ব্রহ্মাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ সৌরজগতের বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

উল্লিখিত হইয়াছে পৃথিবী সৌরজগতের এত ক্ষুদ্র অংশ যে ইহার মত দুই চারি সহস্র টা যোগ বা বিয়োগ করিলে সৌরজগতের বিশেষ বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবে না। সৌরজগৎস্থ একটি গ্রহ পৃথিবীর অপেক্ষা প্রায় সহস্র গুণ বৃহৎ আর একটি সার্দ্ধ সহস্র গুণ। ইহাদের তুলনায় পৃথিবী কোথায় রহিল? একা পৃথিবীই আমাদের কল্পনায় অসীম বলিয়া বোধ হয়। ইহার অপেক্ষা আবার সহস্র গুণ বৃহৎ পদার্থ কি ভয়ানক ব্যাপার! কিন্তু এখনও সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ সূর্য্যের কথা বলা হয় নাই। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আমাদের পৃথিবীর ন্যায়১৩ লক্ষটা পৃথিবী একত্রীভূত করিলে তবে সূর্য্যের সমান হইতে পারে। সুতরাং পৃথিবী যদি কখন সূর্য্যের সংস্পর্শে আইসে, তাহা হইলে সে বালুকা কণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বলিয়া বোধ হইবে। ইহার অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর আর কি হইতে পারে। যে পৃথিবী এত প্রকাণ্ড যে সাধারণ বুদ্ধিতে অসীম অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে সমগ্র সৌর জগতের সহিত তুলনায় তাহা একটি বালুকা কণারও অধম। না জানি সেই সৌর জগৎ তবে কতই প্রকাণ্ড হইবে!

কিন্তু সৌর জগৎ এত প্রকাণ্ড হইলেও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় ইহাও কিছুই নহে। যেমন সৌরজগতের মধ্যে দুই চারি সহস্রটা পৃথিবী থাকা আর না থাকা সমান, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দুই চারি লক্ষটা সৌর জগৎও ঠিক তাহাই। নির্ম্মেঘ রজনীতে আকাশের দিকে

চাহিলে প্রায় এক সহস্রটা* তারকা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যোমদেশ নিরীক্ষণ করিলে ইহাদের সংখ্যা শত শত লক্ষেরও অধিক হইবে। দিন দিন এই যন্ত্র যত উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, ততই নূতন নূতন তারকা মানবের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ব্যোমদেশে অতীব সূক্ষ্ম শ্বেত মেঘের ন্যায় মধ্যে মধ্যে যে সকল ঈষৎ আলোকিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে দূরবীক্ষণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে তাহারা বহুদূরস্থ তারকাপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার ইহাদের দূরত্বের বিষয় ভাবিলে মন একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল অন্তরে অবস্থিত। কিন্তু যে তারাটি পৃথিবীর খুব কাছে তাহার দূরত্ব পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের বিংশতি সহস্র গুণেরও অধিক। সুতরাং দূরস্থ তারকাগণ কতদূরে আছে তাহা কে বলিতে পারে?

এই সকল বৃত্তান্ত পাঠে পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন যে তারকার সংখ্যার অন্ত নাই। উল্লিখিত হইয়াছে যে শুধু চক্ষুতে আমরা বড় জোর এক সহস্রটি তারা দেখিতে পাই; কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে শত শত লক্ষ আমাদের নয়ন পথে পতিত হয়। পুনশ্চ দূরবীক্ষণের যত উন্নতি হইতেছে, ততই তারকা সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ তারকাগণ পৃথিবী হইতে এতদূর অবস্থিত যে, যেটি খুব নিকটে তাহার দূরত্ব সূর্য্যের দূরত্বের বিংশতি সহস্র গুণেরও অধিক। এস্থলে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে আমরা দূরবীক্ষণের সাহায্যে যে শত শত লক্ষ তারকা দেখিতে পাই, তদপেক্ষা আরও অনেক তারা আছে। কিন্তু তাহা না হইলেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? শত শত লক্ষ তারকা, আর সংখ্যাতীত তারকা, একই কথা। যখন শত শত লক্ষ আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছে, তখন একথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে তারকা গণের সংখ্যার কোন সীমা নাই।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত তারকা† গুলি কি? আমরা ইতি পূর্ব্বে সৌরজগতের কথা বলিয়াছি। সূর্য্য যেমন সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ, এবং সেই কেন্দ্রকে কতকগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে, তদ্রূপ প্রত্যেক তারাও একটি একটী জগতের

* "লক্ষ লক্ষ তারকা" একথাটি, দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে, সত্য বটে; কিন্তু শুধু চক্ষুতে যতগুলি তারা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক নহে।

† তারা শব্দটী এই প্রবন্ধে একটী বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে নক্ষত্র গুলি গ্রহ উপগ্রহ, অর্থাৎ যাহারা সৌরজগতের অন্তর্গত, তাহাদিগকে আমরা এস্থলে তারা বলি নাই।

কেন্দ্র। ইহারাও এক একটী সূর্য্যের সমান; এবং সূর্য্যের ন্যায় ইহাদেরও প্রত্যেককে কতকগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। সুতরাং তারাগণ যখন সংখ্যাতীত তখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সৌর জগতের ন্যায় সংখ্যাতীত জগৎ রহিয়াছে। এই অসংখ্য জগতের মধ্যে সৌরজগৎ না জানি কতই ক্ষুদ্র হইবে। পৃথিবীর কথাত ছাড়িয়াই দাও, যদি কোন কারণে সৌর জগৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের এক তিল পরিমাণের লক্ষাংশের একাংশও কমিবে না! একা পৃথিবীই আমাদের কল্পনার অসীম। সেই অসীম পৃথিবী সৌরজগতের সহিত তুলনায় বালুকা কণারও অধম; আর সেই অসীম সৌরজগৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তদপেক্ষাও অধম। ইহার অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ডের অসীমতার আর কি প্রমাণ আবশ্যক?

নূতন সংবাদ।

১। এ বৎসর কলিকাতায় ৭টী রমণী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১০টী বালিকা পরীক্ষার্থিনী হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩টী বোম্বাই এবং ৭টী পুনা হইতে।

২। মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজের বার্ষিক রিপোর্টে তত্রত্য ছাত্রীগণের উন্নতির বিশেষ প্রশংসা আছে। কুমারী রণ্ডী শারীরস্থান ও দ্রব্যগুণ পরীক্ষায় পারিতোষিক পাইয়াছেন, কুমারী হেস নাম্নী আর একটী ছাত্রীরও সুখ্যাতি বর্ণিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম এতদিন পরে কলিকাতায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য চিকিসাবিদ্যা শিক্ষার্থ শ্রেণী খোলা হইবার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য অর্পিত হইয়াছে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই শ্রেণী হইবে এবং ইহা বালক শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে। ইহার অধ্যাপনার্থ কয়েকটী শিক্ষয়িত্রী বিলাত হইতে আনীত হইবে।

৩। আমেরিকার নিউ অর্লিয়েন্স নগর তত্রত্য অনাথ নিবাসের মহোপকারিণী পরলোকগতা মার্গারেট হফারীর স্মরণার্থ একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমেরিকায় স্ত্রীলোকের জন্য স্থাপিত প্রকাশ্য স্মরণস্তম্ভের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

৪। ভদ্র মহিলাদিগের মধ্যে অবস্থার হীনতাপ্রযুক্ত যাঁহারা দরিদ্রাবস্থায় পতিত হন, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ আলবানীর ডচেস গ্লাসগৌ নগরে একটী সূচী-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

৫। এক প্রকার জীবনতরী (Life-boat) প্রস্তুত হইয়াছে তদ্দ্বারা ৭০০ মাইল প্রসারিত আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আরোহীরা নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন।

৬। আমাদিগের রাজ-প্রতিনিধি পঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয় ও সারহিন্দের খাল খনন কার্য্য খুলিয়া এবং লক্ষ্ণৌ দর্শন করিয়া কলিকাতায় আসিতেছেন। তিনি নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা দর্শনার্থ পঞ্জাবের কয়েকটী গ্রামে গোপন ভাবে ভ্রমণ করেন। ইহাঁর প্রজা হিতৈষিতাকে ধন্যবাদ।

বামাগণের রচনা।

আশা মরীচিকা।

রে আশা সাবাশ তোর মায়াময়ী ছলনে,
মন্ত্রে মুগ্ধবৎ ধরা ঝুলিতেছে চরণে।
এ সংসার মরুভূমি, তাহে মরীচিকা তুমি,
প্রসারী মায়ার জাল হাসি হাসি আননে;
বিচিত্র এ নাট্যলীলা করিতেছ যতনে।
কিরূপ মাধুরী ধর, কি বেশে বিহার কর,
আজিও জগতে কেহ হেরেনি তা নয়নে,
শুধুই চিন্ময়ীরূপে ব্যাপ্ত আছ ভুবনে। ১

মনোমুগ্ধকরী মায়া ছড়াইয়া ভুবনে,
ভ্রমিছ ব্রহ্মাণ্ডে সতি! সুচঞ্চল চরণে।
অপরূপ মনোহর, নদী, গিরি, পয়োধর,
জলনিধি, সুধাকর আদি চিত্র রতনে
আঁকিয়া সুন্দর করি ধরিতেছ নয়নে।
নব জলদের গায়, দামিনীর হাসি প্রায়,
লহরে লহরে তুলি কত ভাব রতনে।
আঁধারে ডুবাও কারে, কারে বিব দহনে। ২

এ চক্ষে আমরা যাহা দেখিতেও পাই না,
দেখার আছুক কাজ ভাবিলেও আসে না।
ওলো আশা তুই তারে, আনি দিস অকাতরে,
মানব-হৃদয় মাঝে, সুখ যশোবাসনা
অবিরত করে নৃত্য যেন সুধা ঝরণা।

আকাশকুসুম প্রায়, কত আসে কত যায়,
স্রোতোমুখে তৃণ যথা স্থির ভাব জানে না
তেমনি তোমার লীলা কভু স্থির থাকে না। ৩

নিরাশে পোড়াও কারে নিরদয় হইয়া,
দিতেছ স্বরগ হতে নরকেতে ফেলিয়া;
কত খেলা খেলিতেছ, কত অগ্নি জ্বালিতেছ,
তোমার বিচিত্র লীলা বুঝিতে না পারিয়া
পতঙ্গের মত মরে চিরদগ্ধ হইয়া।
মুহূর্ত্তেক আগে যার, প্রশান্ত হৃদয়াগার,
লীলাময়ী তরঙ্গিণী খর স্রোত ধরিয়া,
বহেছিল হৃদিদেশ মধুময় করিয়া। ৪

ফুটেছিল পঙ্কজিনী নব শোভা ধরিয়া,
ছুটেছিল পরিমল দশদিক্ ভরিয়া।
সোণার কুসুমে গাঁথা, নধর নবীনা লতা,
বসন্ত কাননে যথা মলয়ের পবনে,
দুলের মৃদুল বায় শোভি ফুল ভূষণে।
মধ্যাহ্নে তারার প্রায়, জ্বলন্ত জলদ গায়,
যে আশা বিলুপ্ত প্রায় গিয়াছিল নিভিয়া
আশা লো———
তোমার আশ্বাসে সেও উঠিতেছে নাচিয়া। ৫

যুগপৎ কত আশা হৃদয়ের মাঝারে
মধুর সান্ত্বনা দানে প্রবোধিছে তাহারে।
কখন উজ্জ্বল পুরী, শূন্যেতে নির্ম্মাণ করি,
হীরা মণি মাণিক্যেতে তাহারে সাজায় রে।
শান্তির আগার বলি মনে হয় তায় রে।
আশা উৎসাহ আদি, ধন মান বিদ্যানিধি,
সুখ যশ শান্তি সুধা সে অক্ষয় ভাণ্ডারে,
মনে ভাবে ভরিয়াছে চিরকাল তরে রে। ৬

ক্রমশঃ

———

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৬ সংখ্যা। | পৌষ ১২৮৯—জানুয়ারি ১৮৮৩। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পার্লেমেণ্ট মহাসভা এবৎসরের মত বন্ধ হইবার সময় ইংলণ্ডেশ্বরীর যে বক্তৃতা পঠিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই;—

"বিদেশীয় রাজগণের সহিত আমার যেরূপ আন্তরিক সদ্ভাব ছিল, তাহা এখনও আছে। গ্রেট ব্রিটেনের সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কোন সন্ধিবন্ধন না থাকিলেও এই উভয় রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের কোন ন্যূনতা হয় নাই, ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, এই উভয় রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। আমার সাহসী সেনাদল মিশর দেশে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছে এবং আমার ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণ সেই যুদ্ধে অতুল পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, এজন্য আমি তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। মিশরে আমার কর্ত্তব্য ভার বৃদ্ধি হইল আমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, জাতিমধ্যে কুশল যাহাতে রক্ষিত হয়, বর্ত্তমান সনন্দ পত্র সকল অব্যাহত থাকে, মিশরবাসীগণের সুখসচ্ছন্দতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব্বাঞ্চলের শান্তি যাহাতে বিচলিত না হয়, আমি তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব। আমার বিশ্বাস বিদেশীয় রাজগণ আমার উদ্দেশ্য এবং আমার শুভকর পরামর্শের অনুমোদন করিবেন। আগামী বৎসরে আয়র্লণ্ডের কোন কোন অংশে অন্নকষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ডবলিনে যে সমস্ত হত্যা ইতিমধ্যে হইয়াছে, তৎসংবাদে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। আমার তত্রত্য কর্ম্মচারীরা অপরাধ নিবারণ

এবং সুশৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে দৃঢ়ভাবে আপনাদিগের ক্ষমতা পরিচালন করিয়েন। যাহাহউক আয়র্লণ্ডের সাধারণ সামাজিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।"

এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২০০ পরীক্ষার্থী হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫০০ হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনী রমণীর সংখ্যা কলিকাতায় ৮টী পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, আমরা অবগত হইলাম এলাহাবাদে আর ৪ টী বালিকা উক্ত পরীক্ষা দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কলিকাতার প্রায় অর্দ্ধেক, কিন্তু মাদ্রাজে প্রায় দেড় গুণ।

ইটালীর পোটিয়ার নামক স্থানে আর একটী রোমীয় নগর খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দীর্ঘে ২২৮ এবং প্রস্থে ১৪৬ হস্ত এক বৃহৎ মন্দির দৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গৃহ, নাট্যশালা, স্নানাগার, খোদিত মূর্ত্তি এবং লৌহ ও পিত্তল গঠিত আশ্চর্য্য বস্তু সকলও বহুসংখ্যক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আরাবী পাসার যে সৈনিক বিচার হয়, তাহাতে তিনি বিদ্রোহী সপ্রমাণ হইয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মিশরের খেদিব তৎপরিবর্ত্তে নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু যদি তিনি মিশরে ফিরিয়া আসেন, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। আরাবীজিৎ করেকজন সিপাহীকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অদ্ভুত প্রদর্শনের বস্তুর ন্যায় তাহাদিগকে দেখিবার জন্য বিলাতের লোকদিগের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

কোন সংবাদ পত্রে দেখা গেল, অনেক ফরাসী মাডাগাস্কার দ্বীপে বড় ধুর্ত্তামি খেলিতেছেন। তাঁহারা তত্রত্য ভূস্বামীদিগের মধ্যে তিনরঙের ফরাসী রাজপতাকা বিতরণ করিতেছেন এবং তাহার রসিদস্বরূপ যে কাগজ লইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বিষয় সম্পত্তি ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইল, বলিয়া লিখাইয়া লইতেছেন, ভূস্বামীগণ এই কৌশল না বুঝিয়া কাগজে স্বাক্ষর করিতেছেন। মাডাগাস্কারের রাজ্ঞী রাণাবোলো ইহার প্রতিবিধানার্থ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে রাজদূত পাঠাইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম লাহোরে ৫০ টী খৃষ্টীয় রমণী মিলিয়া একটী সভা করিয়াছেন। পঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন ইহার অন্যতর উদ্দেশ্য।

আমাদিগের পাঠিকাগণ শুনিয়া অবশ্যই আনন্দিত হইবেন সুপণ্ডিতা রমাবাই দেশীয় রমণীগণের অগ্রণী

হইয়া স্বদেশের হিতসাধন কল্পে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে বোম্বাই স্ত্রীসমাজে অতি শুভকর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, অনেকে তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কিছু দিন হইল তিনি বোম্বাই প্রার্থনা সমাজে বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গের মধ্যে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাখ্যার সহিত পুরাণ পাঠ করেন। আর একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তাহার উদ্দেশ্য স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন জন্য একটী নারী সমাজ সংস্থাপন। আমরা বরাবর বলিতেছি স্ত্রীলোকগণের চেষ্টা ব্যতীত স্ত্রীসমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে না। ঈশ্বর কৃপায় সেই সময়ের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আমাদের বঙ্গীয় রমণীগণের মধ্যে দুই এক জনও এরূপ মহৎ কার্য্যে জীবন সমর্পণে কি সমর্থ হইবেন না?

করুণাময় পরমেশ্বর কি অপার কৌশল প্রকাশ করিয়া শিশুসন্তানের জীবন পোষণের জন্য মাতৃ স্তনদুগ্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেক সভ্য ও পণ্ডিতাভিমানী লোক ইহার উপর কারীকুরী খাটাইতে গিয়া বিষম বিপত্তি আনয়ন করিতেছেন। এম টর্ণেয়ার নামে এক ফরাসী পণ্ডিত ফ্রান্সের ডাক্তারদিগের সভায় এক বক্তৃতা করিতে গিয়া বলেন ১৮৮১ সালে পারিস নগরে ৬০৮৩৬টী শিশু জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে ১৭২৭১টী শিশুকে বিদেশে ধাত্রীগণদ্বারা পালন করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়, তন্মধ্যে ৫০২০টী শিশু কেবল আহার দোষে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩০৬৭টী শিশুকে "নিপলবটল" অর্থাৎ রবরের কৃত্রিম স্তন দিয়া দুগ্ধপান করান হইয়াছিল। যে সকল শিশু মাতার নিকট ছিল, তাহাদের মৃত্যু সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে। তাঁহার মতে মাতৃস্তন-দুগ্ধ শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, তাহার অভাবে চামচ দিয়া দুগ্ধ পান করান বিধেয়; নিপল-বটল কেন ব্যবহার করা না হয়।

নারীচরিত।

বিক্‌টোরিয়া।

আমাদিগের পূজনীয়া মহারাণীর নামে আর একটী বিখ্যাত গুণবতী রমণী ছিলেন এবং তিনিও একটী সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। ইতিহাসবেত্তারা তাঁহাকে 'অরিলিয়া বিক্‌টোরিয়া অগষ্টা' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। তিনি

সুবিখ্যাত রাজ্ঞী জেনোবিয়ার সময়ে জীবিত ছিলেন এবং উক্ত রাজ্ঞী যেমন রোম মহানাম্রাজ্যের পূর্ব্ববিভাগ করতলস্থ করিয়াছিলেন, ইনি পশ্চিম বিভাগের উপর সেইরূপ একাধিপত্য স্থাপন করেন। গল, স্পেন এবং ব্রিটেন তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং তৎকালীন অন্ধকারময় সময়ে তাঁহার বীরত্ব, সাধুচরিত্র এবং মহৎকার্য্য দ্বারা তিনি ইয়ুরোপের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি নামে রোম সম্রাটের অধীন ছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে রোমের সিংহাসনে যে ছয়জন বাদসাহ প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার সাহায্য ও ক্ষমতাপ্রভাবেই তাঁহাদিগের সেই উচ্চতম পদ লাভ হয়। এই সম্রাট্‌গণের প্রথমটী তাঁহার আপনার পুত্র বিক্‌টোরিনস্, দ্বিতীয়টী তাঁহার পৌত্র বিক্‌টোরিনস্ অগষ্টস্, তৃতীয়টী মেরিয়স নামে এক ব্যক্তি অতি সামান্য অবস্থা হইতে সেই উচ্চপদে উত্থিত হন, তৎপরে পন্টিউয়স ও ইলিয়েনস্, ইহাদিগের প্রায় সকলেই অকালে হত হন। ষষ্ঠ সম্রাট্ টেটিকস বিক্‌টোরিয়ার এক নিকট সম্পর্কীয়, তিনি তাঁহার প্রসাদে সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া আবার তাঁহারই বংসাধন করিয়া কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধ করেন।

অরিলিয়া বিক্‌টোরিয়া অগষ্টা যতকাল জীবিত ছিলেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্রাট এবং তাঁহার অধীনস্থ প্রজাদিগের উপর অতুল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং রোমের আজ্ঞাধীন হইয়া কখনই কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি যেমন সাহসবতী, সেইরূপ বুদ্ধিমতীও ছিলেন, সৈন্যচালনা এবং রাজকার্য্য পরিচালনা উভয় বিষয়েই অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। "সৈন্যদিগের জননী" এই ভীম শান্ত রসাত্মক উপাধিদ্বারা তিনি ভূষিত হন। যেরূপ গোলযোগ ও আন্দোলনপূর্ণ সময়ে তিনি নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। জেনোবিয়া অপেক্ষা তিনি সৌভাগ্যবতী। তাঁহার জীবৎকালে তাঁহার রাজ্যের প্রজাগণ রোমের পদানত হয় নাই এবং বিজেতার জয়-গৌরব বর্দ্ধনার্থ তিনি কখনও রোমে নীত হন নাই। তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রামের ন্যায় তাঁহার খ্যাতি ও সম্মান ইতিহাসের পত্রে অক্ষুণ্ণভাবে ও স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। ২৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহজীবন পরিত্যাগ করেন।

স্ত্রী-কবি।

(প্রথম প্রস্তাব)

পূর্ব্বে এদেশে স্ত্রীজাতির মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষার প্রথা এতাদৃশ প্রচলিত ছিল না। পুরুষেরা যে সকল শাস্ত্র কথা উপদেশ করিতেন, তাহা শুনিয়াই তাহারা জান,

ধর্ম্ম, সদাচার ও সুব্যবহার শিক্ষা করিতেন। বয়োবৃদ্ধা হইলে সেই সকল অভ্যস্ত জ্ঞান স্বীয় বালক বালিকা ও বধূদিগকে উপদেশ করিতেন। যে সকল গৃহিণীর অন্তঃকরণ সরস ও কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন, তাঁহারা আপন আপন বক্তব্য বা উপদেশ গুলি কবিতার আকারে ব্যক্ত করিতেন। কবিতাগুলির ভাষা ভাল নহে, কিন্তু মর্ম্ম বা উদ্দেশ্য ভাল। সেই বহুদেশীয়ুক্ত স্ত্রীমুখোচ্চারিত কবিতা-গুলিকে আমরা "স্ত্রীকবি" নাম দিয়াছি। গৃহস্থালী ও পাকবিদ্যা সংক্রান্ত কতক গুলি স্ত্রীকবি আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি; এক্ষণে ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানাবিষয়ের কতকগুলি স্ত্রী কবি—যাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহাও প্রবন্ধাকারে প্রকটিত করিব। প্রথমে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ১৫ টী কবিতার উল্লেখ করিব, অনন্তর অন্যান্য বহুবিষয়ের কবিতাও বলিব। আশা করি স্ত্রী কবির ভাষার গ্রাম্য দোষ সুরুচি সম্পন্ন পাঠক পাঠিকাগণ গ্রহণ করিবেন না।

১ম। "সোঁৎ কার্ত্তিক অঘ্রাণের আটে
ভাতার পুত নে ঘরে রাখ।"

কার্ত্তিক মাস অতি ভয়ঙ্কর মাস। এই মাসে লোকের প্রায়ই পীড়া হয়। এই সময়ে যাহারা সাবধানে থাকে, তাহা-দেরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। স্বাস্থ্যভঙ্গের বিশেষ কারণ শিশির। কিছুকাল নূতন শিশির লাগিলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের শরীর ভাল থাকিবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য উল্লিখিত সময়ের রাত্রে অনাবৃত দেহে ভ্রমণ করা অথবা অনাবৃত প্রদেশে শয়ন করা অনুচিত। বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় শিশির ভোগ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। ২।৩ দিন জানালা খুলিয়া শয়ন করিলে উক্ত কথার সত্যা-সত্য বুঝিতে পারিবেন।

অগ্রহায়ণ মাসের অন্যূন এক তৃতী-য়াংশ অতীত না হইলে শিশির পরিপক্ক হয় না এবং শরীরও শিশিরপাত সহ্য করিবার যোগ্য হয় না। এজন্য অগ্রহায়ণ মাসের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ কাল অর্থাৎ ৮।১০ দিন শিশির সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। এ কথা বৈদ্যশাস্ত্রে বিশেষরূপে লিখিত আছে। প্রাচীনা গৃহিণীরা এই বৈদ্য-শাস্ত্র সম্মত বিষয়টী আপনাদের ভাষায় গাঁথিয়া অধীনস্থ নবযুবতীদিগকে উল্লিখিত প্রকারে উপদেশ করিয়া থাকেন। সোঁৎ-সমস্ত। কার্ত্তিক-কার্ত্তিক মাস। অঘ্রাণ-অগ্রহায়ণ মাস। ভাতার-ভর্ত্তা। পুত—পুত্র। সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাস ও অগ্রহায়ণের ৮ দিন পর্য্যন্ত স্বামী ও পুত্র প্রভৃতিকে ঘরের মধ্যে রাখিবেক অর্থাৎ হিমের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেক।

২য়। "শেষ কার্ত্তিক অঘ্রাণের আটে,
খাওয়া শোয়ায় ধরাকাটে।"

কার্ত্তিকমাসের শেষের ৮।১০ দিন হইতে অগ্রাহায়ণ মাসের ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত

আহার ও শয়ন সম্বন্ধে বিশেষ "ধরা ... অর্থাৎ ধৈর্য্য কষ্ট করা আবশ্যক। উক্ত সময়ে আহার ও নিদ্রা সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার করিলে শীঘ্রই জ্বরাদি রোগ হইবার সম্ভাবনা। আহার লঘু ও নিদ্রা আবৃত প্রদেশে করা আবশ্যক।"

৩য়। "আঁতে তিতো দাঁতে লোণ,
পেটের ভর্‌বে তিন কোণ:
সাঁঝে সকালে বাহ্যে যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়।"

আঁতঅন্ত্র। লোণ—লবণ। সাঁঝ—সন্ধ্যাকাল। বাহ্যে—মলত্যাগ। (আর সব সহজ)। মধ্যে মধ্যে অম্বে অর্থাৎ খালিপেটে তিক্তরস ভক্ষণ করা, লবণ কি খড়িমাটী দিয়া দন্তধাবন করা, বায়ু-সঞ্চারোপযোগী ফাঁক রাখিয়া ভোজন করা অর্থাৎ উদর পূর্ণ করিয়া আহার না করা, প্রাতে ও অপরাহ্ণে মলমূত্র ত্যাগ করা, এই সকল যে নিয়মিতরূপে করে, তাহার পীড়া অল্পই হয়, হইলেও গুরুতর হয় না। সুতরাং তাহার অর্থ বৈদ্যে লইতে পারে না।

৪র্থ। "একবার যোগী, দুবার ভোগী,
তিন বার বলেই হলো রোগী।"

যাহারা যোগী অর্থাৎ একাহার কি অনাহার করেন, তাহাদের একবার মলত্যাগ হওয়াই সুলক্ষণ। যাহারা ভোগী অর্থাৎ নানাবিধ ও বহু আহার করেন, তাঁহাদের দুইবার বহির্দেশে যাওয়াই ভাল। ইহার অধিক হইলেই তাহা রোগ বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক।

৫ম। "খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে,
সে মানুষ কি কাযে লাগে?"

আহারের অব্যবহিত পরেই বহির্দেশে যাওয়া ভাল নহে। শয়ন করিয়া জাগরণ করাও ভাল নহে। এই দুইটীই অস্বাস্থ্যের চিহ্ন। এই দুইটী থাকিলে বলিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা নাই।

৬ষ্ঠ। "খাই না খাই'র না খাই ভাল,
যাই না যাই'র না যাই ভাল।"

আহারের অনিচ্ছা থাকিলে অথবা বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলে আহার করা উচিত নহে। যাইবার অনিচ্ছা কি বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও যাওয়া উচিত নহে। অনুরোধ কি লোভবশতঃ অনিচ্ছাকালে আহার করিলে এবং দুর্ম্মনায়মান হইয়া কোন কার্য্যে গমন করিলে প্রায়ই ব্যাঘাত জন্মিতে দেখা যায়।

৭ম। "ক্ষিদে লাগে ত খা।
মন সয়ে ত যা।"

শরীরে কিঞ্চিৎ অসুখ সত্ত্বেও যদি ক্ষুধার উদ্রেক থাকে—ত খাওয়ায় হানি হয় না। সন্দেহ না করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে যেখানে যাওয়া যায়, সে যাওয়া ভাল।

৮ম। "জ্বর আর পথ,
খেতে না পেলে উঠে দেয় রথ।"

জ্বর হইলে লঙ্ঘন দেওয়া অর্থাৎ আহার ত্যাগ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রায়ই লঙ্ঘন দ্বারা জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে। পথ অর্থাৎ নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি আহার না পাইলে পলায়ন করে, সেইরূপ

জরও আহার না পাইলে পলায়ন করে। (রড়—পলায়ন।)

৯ ম। "ছেলে হাগে বাঁচতে,
বুড়ো হাগে মরতে।"

বালকের বার বার বহির্দেশ যাওয়াই ভাল। কেন না, তাহারা বহুবার আহার করে। যাহারা বৃদ্ধ, তাহাদের বহুবার বহির্দেশে যাওয়া রোগের কারণ। ইহার দ্বারা আবার এক উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে বালকের মল কুপিত হইলেই বিরেচক অর্থাৎ জোলাপ দিবেক, কিন্তু বৃদ্ধের মল বদ্ধ হইলে সহসা বিরেচক প্রয়োগ করিবেক না।

১০ ম। "যখন ইচ্ছা তখন খায়
যদি সকালে নায়,
যখন ইচ্ছা তখন শোয়
যদি ঘুম যায়।"

অপ্রাহারের বিলম্ব দেখিলে স্নানে বিলম্ব করিবেক না। স্নান প্রাতেই ভাল। তাহাহইলে পরে যখন ইচ্ছা আহার করা যাইতে পারে। শয়ন করিবা মাত্রেই যাহার নিদ্রা আইসে—তাহার শয়ন কাল অতিক্রম করায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় না।

১১ শ। "শেষে শোয় আগে উঠে *
বৈদ্যের বল ক্রমে টোটে।"

যে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ অধিক রাত্রে শয়ন ও প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে, ক্রমেই শরীরের সুস্থতা লাভ করিতে থাকে। সুতরাং তাহার নিকট বৈদ্যের পরাক্রম হ্রাস হইতে থাকে। নিদ্রার আধিক্য ত্যাগ ও প্রত্যূষে গাত্রোত্থান যে স্বাস্থ্যকর তাহা চিকিৎসকেরাও বলিয়া থাকেন।

১২ শ। "সময়ে যদি ঘাম ঝরে
ছত্রিশ রোগ অমনি মরে।"

উপযুক্ত পরিশ্রম করিলে (ঘর্ম্ম বাহির হওয়াই পরিশ্রমের শেষ সীমা) যে ঘর্ম্ম হয়, সেই ঘর্ম্ম দ্বারা ৩৬ প্রকার রোগ নষ্ট হয়। অর্থাৎ ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে শরীর নীরোগ থাকে, এবং সঞ্চিত রোগ সকল নষ্ট হইতে থাকে।

১৩ শ। "খাবে যদি খোকা,
রুক্ষা শুক্কা ভুক্কা।"

শরীর অসুস্থ হইয়াছে অথচ ক্ষুধা আছে এমত স্থলে রুক্কা অর্থাৎ নির্জ্জল লঘু, রুক্ষ ও শুষ্ক আহার করিবেক এবং ভুক্কা অর্থাৎ ক্ষুধা থাকে—এরূপ পরিমাণ আহার করিবেক। সেরূপ আহার করিলে পীড়া বৃদ্ধি হইবে না।

খোকা—বালক।

১৪ শ। "মনের কৌচকায় বাড়ে শোক,
ম্লেচ্ছাচারে বাড়ে রোগ।"

কৌচ্‌কা—অর্থাৎ কুটিলতা। মন কুটিল হইলে সর্ব্বদা নানা প্রকার তাপ জন্মে। তাহাতে শরীর মন কিছুই সুস্থ থাকে না। ম্লেচ্ছাচার— মলিন ব্যবহার। সর্ব্বদা মলিন ব্যবহার করিলে নানা-প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। যিনি

* ইংরাজী মত অনুসারে বলিতে হইলে
"আগে শোয় আগে উঠে,
স্বাস্থ্য, ধন, বিদ্যা লুটে॥"

সুখ সচ্ছন্দে থাকিতে বাঞ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বদাই মন সরল ও শরীর পরিষ্কার রাখিবেন।

১৫ শ। "দশ বৈদ্য এক আগুন,
শুকনো ঘরের বড় গুণ।"

এক কুণ্ড অগ্নি আর দশ জন বৈদ্য সমান অর্থাৎ সমান ব্যাধিনাশক এবং শুষ্ক ও বায়ুসঞ্চারযুক্ত গৃহের অনেক গুণ অর্থাৎ তাদৃশ গৃহে থাকিলে অতি অল্পই পীড়া হয়। গৃহে অগ্নি রাখিলে যে পীড়াজনক বায়ু বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা তৎকালের গৃহিনীরা যে কিরূপে জানিয়া ছিলেন—তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। যাহা সহস্র সহস্র বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকের জ্ঞানের সমষ্টি, তাহাই অনক্ষরা স্ত্রীজাতির একটী খণ্ড কবিতায় পাওয়া গেল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ক্রমশঃ।

আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক ঘটনা।

(গত প্রকাশিতের পর)

সমুদ্রে ঝটিকাপাত হইলে এক প্রকার বৈদ্যুতিক জ্যোতি প্রায় সচরাচর দেখা যায়; ইহাকে 'নাবিক দীপ' অথবা 'সেণ্ট এলমোর অগ্নি' বলে। প্লিনী এবং সেনেকার গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, প্রাচীন রোমক নাবিকেরা তাহাদিগের জাহাজের চতুর্দ্দিকে এই জ্যোতি দীপ্তিমান হইতে দেখিত। আধুনিক কুসংস্কারাবিষ্ট ইউরোপীয় মাল্লাগণ বিশ্বাস করে যে তাহাদিগের রক্ষক দেবদূত সেণ্ট এলমো এই জ্যোতি দ্বারা তাঁহার অধিষ্ঠান প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের ভয় নিবারণ করেন। কলম্বস যখন পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে দ্বিতীয়বার যাত্রা করেন, তখন এক রজনীতে হঠাৎ প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল এবং জাহাজস্থ লোক সকল অত্যন্ত ত্রাসিত হইল। কিন্তু যখন মাস্তলের শিরোদেশে এই বৈদ্যুতিক জ্যোতি সকল ক্রীড়া করিতে করিতে জাহাজের গুণরজ্জু সকলকে স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে লাগিল, তখন তাহারা স্বর্গীয় রক্ষককে নিকটে অনুভব করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। ফার্ণাণ্ডো কলম্বস এই বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন "সেই শনিবারের রজনীতে সেণ্ট এলমো সাতটী প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সর্ব্বোচ্চ মাস্তলের উপর দৃশ্যমান হইলেন। যেমন বৃষ্টি তেমনি ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছিল। নাবিকেরা এই আলোক সকলকে সেণ্ট এলমোর দেহজ্যোতি জানিয়া স্তোত্র ও গাথা গান করিতে লাগিল। তাহারা নিশ্চয় জানিত যে ঝঞ্ঝাবাত সময়ে তাঁহার আবির্ভাব হয়, তাহাতে কোন

অনিষ্টপাত হইতে পারে না। "ভূবেষ্টক মাগেলানের সমুদ্র যাত্রা সময়েও এই রূপ কুসংস্কারোক্তি বর্ণিত আছে। ফল কথা এই, এরূপ সময়ে বায়ুতে বহুল পরিমাণে তাড়িত সঞ্চিত হয় এবং তাহা অগ্নি-শিখাকারে বহির্গত হইয়া বায়ুমণ্ডলের সাম্যভাব উৎপাদন করে। এই নিরাপদ অগ্নি জাহাজের মাস্তুল ও রজ্জুতে যেমন কম্পমান হইতে হইতে চলিতে থাকে, সেইরূপ খোলা তরবারি প্রভৃতির সূক্ষ্মাগ্রেও দৃষ্ট হয়। বৃষ্টি ও বরফপাতের সময়, তাহাদিগের এক এক ফোঁটা যেন জ্বলিতে জ্বলিতে পড়িতেছে বোধ হয়।

তাড়িত পরিচালক অর্থাৎ লোহার শিক উদ্ভাবন বিজ্ঞানের একটী মহৎ কীর্ত্তি এবং ইহাদ্বারা মনুষ্য-সংসারের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। প্রাচীন কালে মানবগণ উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না, সর্ব্বদাই বজ্রপাত ভয়ে সশঙ্ক থাকিতে হইত, অনেক সময় ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইত এবং লোকে আপনার অজ্ঞানতার ফলকে দেবকোপের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করাতে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না। বিনিস্ নগরে সেণ্ট মার্কের স্তম্ভ সম্বন্ধীয় ঘটনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এই স্তম্ভ ৩৬০ ফিট উচ্চ ছিল এবং তাহার শিরোদেশ পিরামিড আকারে নির্ম্মিত হয়। ১৩৮৮ সালে এই শিখর বজ্রাঘাতে ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। ১৪১৭ সালে ইহাতে আবার বজ্রপাত হয় এবং ১৪৮৯ সালের বজ্রাঘাতে ইহা এককালে দগ্ধ হইয়া যায়। তৎপরে প্রস্তরদ্বারা তাহা গঠন করা হয়, কিন্তু ১৫৪৮, ১৫৬৫ ১৬৫৩ এবং ১৭৪৫ সালে ইহার উপর পুনঃ পুনঃ অশনি পাত হয় এবংশেষোক্ত বারে ইহা ৩৭টী স্থানে ভগ্ন হইয়া ধ্বংসপ্রায় হয়। ১৭৬১ ও ৬২ সালেও এইরূপ দুর্ঘটনা হয়, কিন্তু ১৭৬৬ সালে একটী লৌহ শিক ইহার সহিত সংযুক্ত করাতে তদবধি ইহা নিরাপদ হইয়া আছে। বিনিস্ সাধারণ তন্ত্রের প্রভূত পরিমাণ বারুদ সেণ্ট নাজেয়ার ধর্ম্মমন্দিরের নিম্নস্থ গৃহে সঞ্চিত ছিল, ১৭৬৭ সালের আগষ্ট মাসে মন্দির বজ্রাহত হইয়া তাড়িত প্রবাহ নিম্নস্থ গৃহে উপনীত হয় এবং তৎক্ষণাৎ আড়াই হাজার মণের অধিক বারুদ জ্বলিয়া নগরের ষষ্ঠ অংশ ধ্বংস ও ৩০০০ লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া দেয়। ১৭৮২ সালের প্রবল ঝড়ে গ্লোগ নগরের বারুদখানার উপর ঘন ঘন বজ্রনাদের সহিত বিদ্যুৎ-পাত হইতে লাগিল, শব্দ শ্রবণে তত্রত্য প্রহরী অচৈতন্য হইয়া পড়িল, কিন্তু বারুদখানার কোন অনিষ্ট হইল না। দূর হইতে কতকগুলি কৃষক দেখিতেছিল মেঘ হইতে বিদ্যুৎ নামিয়া বারুদখানায় সংলগ্ন শিকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। শিকের মধ্যে পথ পাইয়া বারুদরাশি অতি নিকটে থাকিলেও তাহা স্পর্শ করে

নাই। এরূপ ঘটনা আরও কত হইতেছে। শিক থাকা না থাকার ফল ইহা দ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

বিদ্যুৎ ও বজ্রের সহিত মনুষ্যের আদিম কাল হইতে পরিচয় আছে এবং প্রাচীনকালের লোকেরা ইহাকে আয়ত্ত করিবার এবং ইহার অনিষ্টপাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য অনেক উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। প্লিনি বলেন রোমের দ্বিতীয় রাজা নিউমা পম্পিলিয়াস আকাশ হইতে অগ্নি আনয়ন করিবার গুপ্তবিদ্যা জানিতেন, অন্যতম রাজা টলস্ হষ্টিলিয়স্ এই প্রক্রিয়া করিতে গিয়া বজ্রাহত হইয়া মরেন। প্লিনি আরও বলেন পার্থিব পদার্থের মধ্যে লরেল নামক গাছ বজ্রাহত হয় না, এইজন্য আপোলো দেবের মন্দির ইহা দ্বারা আবৃত ছিল। শ্বেত দ্রাক্ষারও এইরূপ গুণ বর্ণিত আছে। আমাদিগের দেশে 'বাজবারণ' নামে এক-প্রকার কণ্টক বৃক্ষ আছে, অনেক স্থানে ইহাকে 'তেকাটা সিজে' বলে। ইহার বজ্র নিবারণের শক্তি আছে বিশ্বাস করিয়া অনেকে গৃহের ছাদ প্রভৃতির উপর ইহা রোপণ করিয়া থাকে। প্রাচীনেরা ধাতুর তাড়িত-পরিচালকতার বিষয় যে জ্ঞাত ছিলেন, স্থানে স্থানে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমে জুনো দেবীর মন্দির এবং জারুজেলেমে ইহুদিদিগের উপাসনা মন্দিরে কখনও বজ্রপাত হয় নাই, এবং ঐ মন্দিরদ্বয় সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাঠ করা যায়, তাহাদিগের ছাদ ধাতুর পাত দিয়া মোড়া ছিল, তাহার চারিধারে গিলটি করা লৌহদণ্ড সকল সজ্জিত ছিল এবং ধাতুর নল দ্বারা ছাদ নিম্নস্থ পর্ব্বত গুহার সহিত সংলগ্ন ছিল। প্রসিদ্ধ ইহুদী ইতিহাসবেত্তা জোজেফস বলেন পক্ষী সকল ছাদে বাসা করিতে না পারে, এইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু ইহার যে আরও গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল তাহা এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। ভারতবর্ষের দেবমন্দির মাত্রেরই চূড়াতে ত্রিশূল, শিক বা চক্র প্রভৃতির ন্যায় কোন না কোন ধাতুদ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা দ্বারাও বজ্রপাত নিবারিত হইয়া থাকে। কোন কোন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের মতে মন্দিরের চূড়া হইতে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত দীর্ঘ শিক সংলগ্ন করিলে যে ফল, একটী ত্রিশূল দ্বারাও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে—ত্রিশূলের এক সূক্ষ্মাগ্র দিয়া যে বিদ্যুৎ প্রবেশ করে, অন্য সূক্ষ্মাগ্র দ্বারা তাহা বহির্গত হইয়া যায়। ইহা ঠিক হইলে প্রাচীন হিন্দুগণের বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। যাহাহউক বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ আকাশের বিদ্যুৎকে দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অসাধ্যসাধনও মানবজাতির অশেষ সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছেন। নগর সমুজ্জলকারী বৈদ্যুতিক আলোক, দ্রুততম সংবাদবাহী তাড়িত বার্ত্তাবহ, নানাবিধ যন্ত্র পরি-

চালক তাড়িত বল এবং রাসায়নিক অশেষ কার্য্যসাধক তাড়িত তেজ তাহাদিগের বিদ্যাবিস্তার পরিচয় দান করিতেছে। তাড়িতের আরও কত অদ্ভুত শক্তি যে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

উত্তর হিম মণ্ডল আবিষ্কার ॥

পূর্ব্বকালে হিন্দুগণ বিদেশ যাত্রা করিতেন এবং দূরস্থ অনেক দেশ আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগের সহিত বাণিজ্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা উত্তরে রুসিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে হিন্দু উপনিবেশী দিগের নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবং হিন্দু ভূগোলে উত্তর কুরুবর্ষ যাহাকে বলে, তাহা রুসিয়া বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু হিন্দুগণ কর্ত্তৃক দূরবর্ত্তী স্থান সকল পাণ্ডববর্জ্জিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইত, সুতরাং হিমমণ্ডলের দিকে তাঁহারা যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা বড় সম্ভব নহে। হিমমণ্ডলের জলবায়ু ও স্বাভাবিক দৃশ্য, গ্রীষ্ম মণ্ডলের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপীয় আবিষ্কর্ত্তা ও নাবিকগণ বহুক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এবং সময় সময় জীবন-বিসর্জ্জন দিয়া ইহার নানা অংশ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকলের বিবরণ পাঠে পাঠিকাগণের কৌতূহল ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে, এই আশায় আমরা তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদিগের পাঠিকাগণ আমেরিকার আবিষ্কারে অবগত হইয়াছেন ১৪৯২সালে কলম্বস্ স্পেনের পালস বন্দর হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন, ভারতবর্ষে আগমন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে অজ্ঞাত এক নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করেন। ইহার বহুকালপূর্ব্বে স্কানডিনেবীয় জাতি * আমেরিকার সহিত পরিচিত ছিল। তাহারা নবম শতাব্দীতে গ্রীনলণ্ডে আগমন করে এবং খৃষ্টীয় ৯৮৫ সালে তথায় উপনিবেশ স্থাপন করে। তথা হইতে তাহারা আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া লাব্রাডোর, নবাস্কাসিয়া ও নিউ ফাউণ্ডলণ্ডের তীর হইতে ইউনাইটেড্ ষ্টেটের অন্তর্গত বর্ত্তমান রোড আইলাণ্ড পর্য্যন্ত আবিষ্কার করে। শেষোক্ত প্রদেশে তৎকালে বন্য দ্রাক্ষা প্রচুর পরিমাণে জন্মিত, এই জন্য ইহাকে দ্রাক্ষাভূমি বলিয়া অভিহিত করে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অনেক দুর্ভ-

* নরওয়ে ও সুইডেনের প্রাচীন নাম স্কানডিনেবিয়া, উহার অধিবাসীদিগকে স্কানডিনেবীয় বলে।

টনা হেতু তাহাদিগের গ্রীনলণ্ডস্থ উপনিবেশ বিনষ্ট হয় এবং তৎকালে স্কানডিনেবিয়ার সহিত ইউরোপের দাক্ষিণাত্য সভ্য জনপদ সকলের যোগ অতি অল্পই ছিল। সুতরাং তাহার অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক পশ্চিম মহাদ্বীপ যে বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা সভ্য ইউরোপীয় গণের জ্ঞান গোচর হয় নাই।

কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পর আমেরিকার উত্তরাংশ পুনরাবিষ্কৃত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের অংশ লাভ জন্য ইংরাজ বণিকগণ অত্যন্ত লোলুপ ছিলেন। পৃথ্বীশ্বর পোপ এই ভারতবর্ষ গমনের পূর্ব্বদিকস্থ পথ পর্টুগিজ দিগকে এবং পশ্চিম পথ স্পেনীয় দিগকে দান করিয়া ছিলেন, সুতরাং উত্তর পশ্চিম দিক্ দিয়া সহজে পূর্ব্ব রাজ্যে উপনীত হওয়া যায় কি না, তৎপরীক্ষার জন্য ইংরাজেরা উদ্যত হইলেন। ইংলণ্ডের মধ্যে ব্রিষ্টল প্রথম বাণিজ্য বন্দর, তথা হইতে ১৪৯৭ সালে জন সিবাষ্টিয়ান ও তাঁহার পুত্র ক্যাবট ভারতবর্ষ আবিষ্কারার্থ উত্তর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং লাব্রাডোর হইতে বার্জিনিয়া পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের মূল উদ্দেশ্য সফল হইল না বটে, কিন্তু তাঁহারা ইংলণ্ডের বিপুল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মূল পত্তন করিলেন।

১৪৯৮ সালে সিবাষ্টিয়ান-ক্যাবট পুনরায় একাকী যাত্রা করেন, কিন্তু তাহাতে অধিক ফলোদয় হয় নাই। পরে ১৫১৬ ও ১৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনরীর ব্যয়ে তিনি পুনরায় আমেরিকায় যাত্রা করেন এবং সম্ভবতঃ ডেবিস ও হডসন নামখ্যাত উপাসাগর দ্বয় আবিষ্কার করেন।

১৫২৩ ও ২৪ সালে ফরাসী নাবিক বেরাজিনী ও কার্টিয়ার উত্তর পশ্চিম পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া আমেরিকার আরও কোন কোন স্থান দর্শন করেন। ১৫৪৯ সালে ক্যাবট ইংলণ্ডের মহানাবিক (Grand Pilot) উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন তিনি বৃদ্ধ, সেই বয়সে তাঁহার মনে একটী নূতন কল্পনার উদয় হইল অর্থাৎ ইউরোপের উত্তর পূর্ব্ব দিক্ দিয়া চিনে যাইতে পারা যায়। তদনুসারে ১৫৫৩ সালে সার হিউজ উইলোবি, চান্সেলর এবং ডরক্কোর্টের অধীনে বহুব্যয়ে ৩ খানি অর্ণবপোত সজ্জিত হইয়া বহির্গত হইল। নরওয়ের উপকূলে সেনজান নামক এক দ্বীপের নিকট এক রাত্রে মহা ঝড় হয়, তাহাতে জাহাজ সকল পরস্পর হইতে যে বিচ্ছিন্ন হইল, আর একত্র হইতে পারিল না। উইলোবি ও ডরক্কোর্ট নবাজেমলা দ্বীপে উপনীত হন এবং অবশেষে শ্বেত সাগরের পশ্চিমে লাপলণ্ডের নিকটে আসিয়া সদলে বরফাবৃত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। আডমিরাল নামক জাহাজে তাঁহাদিগের দৈনিক বিবরণ ও একখানি উইল পত্র পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা

বোধ হয় তাঁহারা ১৫৫৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত বহুকষ্টে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন আহার, পরিচ্ছদ এবং অগ্নি সংগ্রহের অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছিল।

যাত্রীদিগের মধ্যে চান্সেলর দৈব ঘটনায় রক্ষা পান। তিনি ঝটিকা অতিক্রম করিয়া অবশেষে শ্বেত সাগরস্থ সেণ্ট নিকোলাস দ্বীপে উপস্থিত হন। তথা হইতে মস্কো নগরে আসিয়া রুসিয়েশ্বর ইবানবাসিলোবিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আপনাদিগের কোম্পানির অনুকূলে কতকগুলি অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৫৫৪ সালে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হন এবং রাজ্ঞী মেরীর দূত হইয়া রুসিয়াতে গিয়া বাণিজ্য সম্বন্ধীয় এক সন্ধি স্থাপন করেন। তৎপরে এক রুসীয় দূতের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় শ্বেত সাগর হইতে সমুদ্র যাত্রায় বহির্গত হন। কিন্তু প্রত্যাগমনকালে নরওয়ের নিকট দুই খানি জাহাজ ভগ্ন হয়, অবশিষ্ট জাহাজ প্রবল ঝটিকাবেগে তাঁহাদিগকে লইয়া স্কটলণ্ডের পিট্‌স্‌লিগো উপসাগরে আসিয়া জলমগ্ন হয়। তাঁহারা এক ক্ষুদ্র পানসীতে চড়িলেন, কিন্তু তাহা বিপর্য্যস্ত হওয়াতে চান্সেলর জন্মভূমি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে জলমগ্ন হইলেন, রুসীয় দূত কোন প্রকারে বাঁচিয়া গেলেন।

১৫৫৬ সালে এক দল রুসীয় উত্তর পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারার্থ যাত্রা করেন, ষ্টিফেন বরো তাঁহাদিগের অধ্যক্ষ হন। তাঁহারা নবাজেমল্‌ ও ওয়েগ্যাটের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী পর্য্যন্ত আগমন করেন, কিন্তু তথায় বৃহদায়তন হিমশীলা ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন।

বার বার এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলেও ইংরাজগণ উত্তর দিক্‌ দিয়া ভারতে আসিবার আশা পরিত্যাগ করিলেন না। ১৫৭৬ সালে রাজ্ঞী এলেজেবেথের রাজত্ব কালে মার্টিন ফ্রবিসার ৩ খানি নৌকা লইয়া উত্তর আমেরিকা প্রদক্ষিণ করিবার জন্য যাত্রা করেন। তিনি গ্রিনলণ্ড ও লাব্রাডোর পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে কতকগুলি উজ্জ্বল প্রস্তর আনায়ন করেন। এই প্রস্তর হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইতে পারিবে এই আশায় লুব্ধ হইয়া অনেকে তাঁহাকে সাহায্য করে এবং পশ্চাৎ ৩ খানি বৃহদাকার জাহাজ লইয়া তিনি পুনরায় বহির্গত হন। তাঁহার স্বনামখ্যাত উপাসগর পর্য্যন্ত গিয়া ঝটিকা এবং হিমশীলাদ্বারা প্রতিহত হন, কিন্তু ২০০০ টন চক্‌চকে প্রস্তর লইয়া আসাতে লোকে তাঁহার কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিতে লাগিল। ১৭৭৮ সালে ১৫ খানি জাহাজ তাঁহার অধীনে নিয়োজিত হইল। অপরিমেয় স্বর্ণ সংগৃহীত হইবে এবং উপনিবেশ স্থাপন করা যাইবে এবার এই উভয় উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রাগুক্ত প্রণালীর নিকটে

গিয়া বড় বড় জাহাজগুলি হিমগিরির আঘাতে চূর্ণ হইল, অপর পোতগুলি এরূপ ক্ষতাহত হইল যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। এবার ইংরাজ নাবিকদিগকে বড় আশায় নিরাশ হইতে হইল এবং প্রস্তর পরীক্ষা দ্বারা স্বর্ণ প্রাপ্তির আশাও স্বপ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ফ্রবিসার তৎপরে পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে এক জাহাজের অধ্যক্ষতা করিতে গিয়া ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধে হত হন।

উত্তর পশ্চিম পথ আবিষ্কারের ইচ্ছা ইংরাজদিগের অন্তরে পুনরুদিত হইল এবং লণ্ডনের কতকগুলি বণিক সূর্য্যালোক ও চন্দ্রালোক নামে দুইখানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া ১৫৮৫ সালে জন ডেবিসকে প্রেরণ করেন। নবাবিষ্কৃত দেশের লোকদিগের চিত্তরঞ্জনার্থ একদল বাদ্যকরও তৎসঙ্গে প্রেরণ করা হয়। ডেবিসগ্রীনলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম কূলে আসিয়া এক বৃহৎ পর্ব্বত দেখিতে পান। চারিদিকে ঘোর কোয়াসা, তাহার মধ্যে যেন রৌপ্যচূড় পাহাড় শোভা পাইতেছে। নাবিকগণ আরও উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৫৬॥ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত গিয়া ভূমি আবিষ্কার করিলেন এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে সামান্য মালাকাটি ও ছুরি দিয়া চর্ম্ম ও পশম প্রভৃতি বিনিময় লইলেন। কিন্তু এক ঝটিকা হেতু এই অধিবাসিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারা অবশিষ্ট সময় কম্বর্লাণ্ড সাউণ্ড এবং ফ্রবিসার ও হডসন্স প্রণালীর প্রবেশপথ আবিষ্কারে অতিবাহন করিলেন।

সন্তানের উপর মাতার প্রভাব।

একবার একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক পঞ্জাবদেশে গিয়া একটী বক্তৃতার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। একটী পঞ্জাবী যুবক একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ক কথোপকথনের মধ্যে উক্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? তাহারা কি উপার্জ্জন করিয়া পয়সা আনিবে?" উক্ত ভদ্রলোকটী স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক কথা বলিলেন। বলিলেন, শিক্ষা কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য নয়, মানসিক উন্নতি করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। রমণীগণ অশিক্ষিতা থাকিলে পরিবার ও জনসমাজ সুখের স্থান হয় না, ইত্যাদি। ইহার কোন কথাই ঐ পঞ্জাবী যুবক সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। ভদ্রলোকটী তখন একপ্রকার নিরাশ হইয়া তাহাকে সেদিন বুঝাইবার প্রয়াস পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে

তাঁহারা দুইজনে আরও নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে পরিভ্রমণার্থ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে বাঙ্গালি ভদ্রলোকটী এক খণ্ড পতিত ভূমি ও তদুপরি অর্দ্ধ-নির্ম্মিত একটী বাড়ী দেখিতে পাইলেন। তখন হঠাৎ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ক তর্কটী তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি পঞ্জাবী যুবকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা মনে কর, তিন খণ্ড ভূমি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার মধ্যে একখণ্ড ভূমিতে বাড়ী প্রভৃতি কিছু নাই; আর এক খণ্ডে একটী পুরাতন বাড়ী আছে, কিন্তু তাহা তোমাকে ভাঙ্গিতে হইবে, না ভাঙ্গিলে তোমার আবাসযোগ্য বাড়ী নির্ম্মিত হইবে না; তৃতীয় খণ্ড ভূমিতে অর্দ্ধেক বাড়ী নির্ম্মিত আছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলেই তোমার প্রয়োজনানুরূপ একটী গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে, বল দেখি, ইহার মধ্যে কোন্ ভূমি খণ্ড তুমি কিনিবে? সে ব্যক্তি একেবারে বলিল যে ভূমি খণ্ডে অর্দ্ধ-নির্ম্মিত বাটী আছে আমি তাহাই কিনিব, কারণ তাহাতে আমার প্রয়োজনানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ব্যয়ের লাঘব হইবে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি দ্বিতীয় ভূমি খণ্ড কিনিবে কি না? সে ব্যক্তি বলিল "না, তাহাতে আমার লাভ কি? পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিতে আমার বৃথা ব্যয় ও পরিশ্রম হইবে, তদপেক্ষা আমার খালি জমি ক্রয় করাই ভাল।" তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি তোমার সন্তানদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিতে চাও, তোমার স্ত্রী যদি তাহার অর্দ্ধেক করিয়া দিতে পারেন তাহা ভাল, কিম্বা অশিক্ষিতা জননী যে সকল ভ্রম, কুসংস্কার প্রভৃতি শিক্ষা দেন, তাহা ভাঙ্গিয়া পুনরায় নূতন করিয়া গড়িবার পরিশ্রম স্বীকার করা ভাল?" এই যুক্তিটী হঠাৎ ঐ পঞ্জাবী যুবকের মনে লাগিয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, "বুঝিয়াছি জননী শিক্ষিতা না হইলে সন্তানদিগকে প্রকৃতরূপে শিক্ষিত করিয়া সাধুপথে আনা যায় না।"

সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা, সংযতচিত্তা, বিবেকপরায়ণা মাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইলে যে সন্তানদিগের কি লাভ হয়, তাহা এখনও আমাদের দেশের লোক সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না।

কিছুদিন হইল একজন একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে জগতে যত মহাজন যে যে সদ্‌গুণের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলে, এরূপ দেখা গিয়াছে যে তাঁহাদের জননীগণ ঐ সকল চরিত্রের গুণে মহৎ ছিলেন।

একবার একজন ইংরাজ যুবক জাহাজের নাবিক হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করে। স্বদেশ পরিত্যাগের সময় তাহার

ধর্ম্মপরায়ণা মাতা স্বহস্তে কতকগুলি ধর্ম্ম-নিয়ম লিখিয়া তাহাকে দেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেইগুলি দেখিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সন্তানের বিদেশ যাত্রার কিছুকাল পরেই উক্ত ধর্ম্মশীলা রমণী পরলোক-গত হন, এবং ঐ যুবক কুসঙ্গে পড়িয়া নিতান্ত বিকৃত হইয়া যায়। অসৎ ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়া বহুবৎসর কাটিয়া গেল, তাহার সংশোধনের আর কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। সে যেন গভীর হইতে গভীর-তর পাপের কূপে অবতরণ করিতে লাগিল। অবশেষে মাতার মৃত্যুর পঞ্চদশ কি বিংশতি বৎসর পরে একদিন সে আপনার বস্ত্র ও পুস্তকাদি পুনঃসজ্জিত করিতে গিয়া হঠাৎ মাতার হস্তলিখিত সেই কাগজখানি দেখিতে পাইল। সেই খানি দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তাহার বাল্য-কালের সকল কথা মনে পড়িয়া গেল; হঠাৎ জননীর স্নেহপূর্ণ পবিত্র মুখচ্ছবি যেন হৃদয়পটে অঙ্কিত দেখিতে পাইল। তাহার বোধ হইল যেন তাহার দুষ্কৃতি দেখিয়া মাতা বিষণ্ণ বদনে সেই ধর্ম্ম-নিয়মগুলি দেখিবার জন্য তাহাকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছেন। এই ভাবটী মনে আসাতে তাহার চিত্তকে এত চঞ্চল করিয়া তুলিল যে সে বালকের ন্যায় দুই হস্তে মুখ আবরণ করিয়া আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেইদিন হইতেই তাহার পুনর্জ্জন্ম। তদবধি সে সমুদায় পাপ কার্য্য পরিত্যাগ করিল এবং আপনার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। ধর্ম্মপরায়ণা মাতাকে স্মরণ করিয়াও সন্তান বাঁচিয়া যায়।

একজন মহৎলোক লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি যখন পঞ্চম কি ষষ্ঠ বর্ষীয় শিশু, তখন তাঁহার পিতা তাহাকে বাড়ী হইতে কিয়দ্দূরে লইয়া গিয়া একাকী ঘরে ফিরিয়া আসিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি আসিতে আসিতে দেখিলেন যে অপর কতকগুলি বালক জলের পার্শ্বে একটী কূর্ম্মশিশুকে প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তিনিও প্রহার করিবার জন্য যষ্টি উত্তোলন করিলেন, কিন্তু কে যেন হঠাৎ নিষেধ করিল। তিনি স্বীয় মাতার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমাকে কে বাধা দিল?" জননী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ও মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "বাবা! লোকে উহাকে বিবেক বলে, কিন্তু আমি বলি যে পরমেশ্বর তোমার প্রাণে থাকিয়া তোমাকে অসৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন।" উক্ত মহৎলোক বলিয়াছেন যে ঐ দিনের ঘটনাটি ও মাতার ঐ উপ-দেশটী আজন্ম তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল, এবং তাঁহাকে চিরকাল ধর্ম্মপথে থাকিতে উৎসাহিত করিয়াছে।

মার্কিন দেশের আর একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি অতিশয় দীনদরিদ্রের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও নিজ চরিত্র ও বুদ্ধিবিদ্যার গুণে সে দেশের সর্ব্বোচ্চপদে অধিরোহণ

করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত আছে, যে তিনি যখন যৌবনের প্রারম্ভে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতা তাঁহাকে কেবল একটী কথা বলিয়াছিলেন "ন্যায়পরায়ণ হইতে সর্ব্বদা সাহসী হইও।" তিনি জননীর এই উপদেশটীকে বেদবাক্যের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া চিরদিন তদনুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাহারই গুণে এতবড় উচ্চপদটী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মাতার চরিত্রে ধর্ম্মশীলতা, বিবেক-পরায়ণতা, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি না দেখিলে সন্তানেরা কখনই ঐ সকল সদ্‌গুণ প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিতে পারে না; সুতরাং আমাদের মাতারা ঐ সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন না হইলে দেশের দুর্নীতি ও অসাধুতা কখনই দূর হইবে না।

হারাণী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে ব্রাহ্মণ যুবকটী প্রথমে হারাণীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই নগরের স্থানে স্থানে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন, যদি বালিকা-টীর পিতা মাতার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক অন্বেষণ করিয়াও তিনি এরূপ কোন ব্যক্তির তত্ত্ব পাইলেন না। অবশেষে এই স্থির হইল ঐ বালিকা জগন্নাথের কোন যাত্রীর কন্যা হইবে। এইরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি অন্বেষণে বিরত হইলেন এবং হারাণী নির্ব্বিঘ্নে ভগবতীর গৃহে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এইরূপে অনেক দিন গত হইল।

হতভাগিনী ভগবতী কোন দিন অপত্যের মুখ দর্শন করিয়া থাকিবে, কিন্তু এসংসারে বিধি তাহার প্রতিকূল হওয়াতে সে পাপ অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে। যাহাহউক তাহার প্রকৃতিতে ভালবাসার ভাগ এত অধিক যে সে ভালবাসিবার কতকগুলি দ্রব্য নিকটে না পাইলে অসুখী হয়। এই কারণে পল্লীর শিশুদিগের সহিত ভগবতীর বিশেষ পরিচয়। দ্বিপ্রহরের সময় যে দুই এক ঘণ্টা ভগবতী গৃহে আহারাদি করিতে আসে, সেই সময় তাহার সেই পর্ণগৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগের জনতা হয়। ভগবতী প্রভুর গৃহ হইতে ফিরিবার সময়, কোন দিন বা একখানি রাঙ্গা কাপড়, কোন দিন বা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন, কোন দিন বা খেলনা সামগ্রী, এইরূপ কিছু হাতে না করিয়া প্রায় গৃহে আসে

না। শিশুদিগের মধ্যে যাহারা তাহার প্রিয়, তাহারাই ঐ সকল পাইয়া থাকে। ভগবতী যখন আহার করিতে বসে, তখন সেস্থানের দৃশ্যটী দেখিতে মনোহর, দশ পাঁচটী শিশু হয় চৌকাটটীর উপর, না হয় সিন্দুকটীর উপর, বসিয়া আছে। ভগবতী আহার করিতেছে এবং 'তুমি কি খাইয়াছ, তোমার মা কি বলিয়াছেন, তোমার বাবাকে অধিক ভালবাস কি মাকে অধিক ভাল বাস' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিতেছে। শিশুরা আধ আধ ভাষায়, ও তদোধিক মুখ ও হস্ত নাড়িয়া, তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছে; সে শুনিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ভগবতীর কতকগুলি কুপোষ্য আছে। তাহার বাটীতে অভাব পক্ষে পাঁচটী কি ছয়টী বিড়াল। তাহারা অন্ততঃ একটী স্থূলোদর। আর স্থূলোদর না হইবে বা কেন? সেই কয়টীর জন্য প্রায় দেড় জনের অধিক অন্ন প্রস্তুত করা হয়, এবং তাহাদের বিলক্ষণ পরিচর্য্যা হইয়া থাকে। ভগবতী আহারে বসিলে সেগুলি চতুঃপার্শ্বে লাঙ্গুল পাতিয়া উপবেশন করে, এবং কপট সন্ন্যাসীর ন্যায় ভগবতীর অন্নগ্রাসের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে থাকে। এই বৃহৎ পরিবারটী লইয়া ভগবতী চিরদিন ঘর করা করিত, তাহাতেও তাহার প্রাণের ভাল বাসার পিপাসা যেন মিটিত না-সেই জন্য, ভগিনীর বৈধব্যদশা প্রাপ্তিমাত্র তাহাকে নিজ আলয়ে আনিয়াছিল। অভিপ্রায় এই ছিল, যে তাহার ক্রোড়স্থিত শিশুটীকে দুইজনে মানুষ করিবে এবং সর্ব্বদা একটী ভালবাসিবার বস্তু প্রাণের কাছে পাইবে। কিন্তু ভগবতীর কি দুর্ভাগ্য! ভগিনী গৃহে আসিতে না আসিতে তাহার ক্রোড়স্থিত নিধিটী হারাইল। ভগবতীর কোমল প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। এই কারণেই সে এত আগ্রহের সহিত হারাণীকে আপনার ঘরে আনিয়াছিল।

ভগবতীর ঘরের কোণে অনেক দিন কেহ খেলাঘর বাঁধে নাই, আজ তাহার ঘরে পদার্পণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় সে ঘরে দুইখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ ও দুইখানি ছোট ছোট হাত আছে। বাটীর সকল দিকেই সেই ক্ষুদ্র হস্ত পদের চিহ্ন সকল নেত্রগোচর হয়। কোন স্থানে বা খেলাঘরের ভগ্ন প্রাচীরের পার্শ্বে ইষ্টকগুলি পড়িয়াছে, কোন স্থানে বা গোময় প্রলেপের চিহ্নদ্বারা এক সময়ে যে হারাণীর রন্ধনশালা ছিল তাহার পরিচয় দিতেছে, কোন স্থানে নূতন ইষ্টক সঞ্চিত দুই তিন মহল বাড়ী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার অভ্যন্তরে ছোট ছোট হাঁড়ি প্রভৃতি পাকশালার অত্যাবশ্যক সামগ্রী সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে।

এইরূপে হারাণী নিজ পিতা মাতাকে জন্মের মত বিস্মৃত হইয়া ভগবতীর স্নেহ ও বাৎসল্যে প্রতিপালিত হইয়া ধূলাখেলাতে দুই বৎসর কালযাপন করিতেছে। একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ভগবতী যখন আহারার্থে গৃহে সমাগত হইয়াছে

এমন সময়ে হারাণীর প্রথম আশ্রয়দাতা বিপ্রতনয় সেখানে উপস্থিত। ভগবতী অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসিতে আসন দিল এবং নানা প্রকার আলাপ করিতে করিতে আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। হারাণী তখন খেলাঘরে অপর দুই একটী শিশুর সহিত নিজ সন্তানের পরিচর্য্যাতে বড় ব্যস্ত! এত ব্যস্ত যে বাড়িতে যে কেহ আসিয়াছে, সে দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর নাই। ক্রোড়স্থিত শিশুর উপর কখনও চক্ষু রাঙ্গাইতেছে, কখনও তিরস্কার করিতেছে, কখনও স্তনপান করাইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। অর্দ্ধ দণ্ড সময়ের মধ্যে সন্ধ্যা হইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, গৃহস্থের নিষুতি হইতেছে, আবার কাক ডাকিতেছে এবং প্রভাত হইতেছে। শিশুরা নিজেই রাত্রি আসিল বলিয়া শয্যা পাতিতেছে, শয়ন করিতেছে, চক্ষু মুদিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ থাকিতেছে, আবার নিজেরাই "কা" "কা" করিয়া ডাকিয়া প্রভাত ঘোষণা করিতেছে। ভগবতী ব্রাহ্মণযুবককে বসিতে আসন দিয়া স্নান আহারের চেষ্টায় আছে, ব্রাহ্মণযুবা শিশুদিগের ক্রীড়া দর্শন করিয়া যার পর নাই আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

ভগবতী ত্বরা ত্বরি আহারাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। বলিল;—বাবা ঠাকুর কথাটা কি বল দেখি।

যুবা। আমরা ছোট ছোট মেয়েদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য স্কুল করিতেছি, তাহাতে হারাণীকে দিতে হবে।

ভগ। বেশ ত দাদা ঠাকুর! তা ভালই ত।

যুবা। ভগবতি! তুমি বড় সহজে রাজি হলে, লোকে যদি এত সহজে রাজি হতো, তা হলে এক দিনে স্কুল বসে যেত।

ভগ। কেন বাবা ঠাকুর! মেয়েছেলেকে লেখা পড়া শেখানতে দোষ কি?—লেখা পড়া শিখলে কত ভাল কথা শিখ্‌বে, কত ভাল বিষয় জান্‌বে, তাহলে ওদের মতি গতি ভাল হবে।

যুবা। ভগবতি! তোমার মন নাকি অত্যন্ত সরল, তাই তুমি সোজা সুজি বুঝিলে, লোকে মনে করে মেয়েছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে যেন সর্ব্বনাশ হবে।

ভগ। কেন বাবা ঠাকুর! আমি বোকা শোকা মানুষ, আমি অত বুঝিনা। ওদের গোপাল ছেলেটী স্কুলে পড়ে, সে মাঝে মাঝে তার মাকে রামায়ণ পড়ে শোনায়! সে এমনি সুন্দর পড়ে, যে শুনলে আর ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না; আমার হারাণী পড়্‌তে শিখ্‌লে ত আমাকে তেমনি করে রামায়ণ পড়ে শুনাতে পার্‌বে।

যুবা। তা পার্‌বে বই কি।

ভগ। আহা তবে পড়ুক; ওর মিষ্টি

মিষ্ট কথায় আমাকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে এ কথা ভাবলেও আমার সুখ হয়। (এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ভগবতীর চক্ষে দুই বিন্দু জল আসিল।)

যুবা। শোকের কথা বলকেন; যদি বল মেয়ের জন্য মাসে এক আনা মাহিনা দিতে হবে, আর কেউ স্কুলে মেয়ে দেবে না। যেন মেয়ে দিয়ে আমাদের মাথা রক্ষা করবে। স্কুলের সব খরচ আমাদিগকে ভিক্ষা করে চালাতে হবে—এমন কি মেয়েদের বই কাগজ পর্য্যন্ত কিনে দিতে হবে।

ভগ। বাবা ঠাকুর তবে এত টাকা তোমরা কোথায় পাবে?

যুবা। কোথায় আর পাব, ভিক্ষে শিক্ষে করে তুলতে হবে।

ভগ। বাবাঠাকুর। আমি গরিব, আমি কিছু দেব।

যুবা। সেকি ভগবতি! তোমার আছে কি যে তুমি দেবে?

ভগ। হোক বাবাঠাকুর। অপনার আশীর্ব্বাদে আমার সব আছে। দীনবন্ধু দয়াকরে আমাকে যা খুঁদ কুঁড়ো দেন, তারই কিছু দেব।

যুবা। তুমি হারাণীর মাহিনার জন্য মাসে ।০ আনা দিও, তাহলেই হবে; আর অধিক দিতে হবেনা।

ভগ। আপনারা কি স্কুলের ঘর করবেন না?

যুবা। হাঁ একটা ঘর করতে হবে বই কি?

ভগ। তবে ঝাড়ের বাঁশ দেব, যত দড়ি লাগে দেব, আর আমার দুটো কানের পাশা আছে দেব।

যুবাটী বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, মনে মনে ভগবতীকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। হারাণীকে স্কুলে দিবার বিষয় স্থির হইল এবং যুবাটী গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

নিশীথচিন্তা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ঐ দেখ যায়;—স্রোতস্বিনীর আবিলবক্ষে আবিলতাময় সলিলরাশি গুর্ণবেগে অবিশ্রান্ত বহিয়া যায়। আজ শারদীয়া নিশীথিনী কৌমুদী-বসনে শরীর ঢাকিয়া আকাশের ঐ নক্ষত্রগুলির পানে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছে। মৃদুল বাতাস গাছের পাতা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। যে দিকেই তাকাই, জন প্রাণী কিছুই ত দেখিতে পাই না। আজ এ সময়ে সকলেই নীরব সকলেই নিশ্চেষ্ট—কিন্তু ঐ কি আবার

দেখিতেছি?—এ গভীরা নিশীথে, এ বিশ্রাম সময়ে, নিশীথিনীর নির্জ্জনতায় মিশ্রিত হইয়া ঐ কে আবার চুপে চুপে মনের আবেগে অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইতেছে?

পবিত্র-সলিলা গঙ্গে! এই বিঘ্নসঙ্কুল ভয়াবহ প্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসারে, পাপের প্রবাহও যেন তোমাকে পরিহাস করিবার জন্য তোমারই আবেগের ন্যায় বহিতেছে;—সময় নাই, অসময় নাই, শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, প্রাতে, মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে, সকল সময়ে প্রচণ্ডবেগে বহিতেছে। তোমার ঐ প্রবাহে কেহ ঝম্প প্রদান করুক, অমনি কোথায় চলিয়া যাইবে—পাপ প্রবাহে ঝম্প প্রদান করুক অমনি তাহার বেগে স্তরে স্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া হাবু ডুবু খাইতে খাইতে নিমজ্জিত হইয়া তদপেক্ষা প্রবলবেগে বহিয়া যাইবে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে, কে তাহাকে ঐ ভয়াবহ প্রচণ্ড আবর্ত্তজাল হইতে উত্তোলন করিয়া স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিবে।

এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের জীবন, পৃথিবীতে যাহার নাম আয়ুকাল, যাহার আদি অন্ত কল্পনা করিতে যাইয়া মনীষীগণ বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই জীবন তোমাহইতেও প্রচণ্ডতর বেগে বহিতেছে; তোমার বেগের পরিবর্ত্তন আছে, তাহার বেগের পরিবর্ত্তন নাই, সে সমভাবে সমতেজে সর্ব্বদা বহিতেছে, মুহূর্ত্তেরও স্থিরভাবে বহিতেছে না। আয়ুকাল যাইতেছে; কৈশোর যাইতেছে, যৌবন যাইতেছে, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য যাইতেছে; আর তুমিও এই নীরব নিশীথে চুপে চুপে বহিয়া যাইতেছ—তবে আর কে এই পৃথিবীতে রহিবার জন্য আসিয়াছে, তবে আর কাহাকে পৃথিবী "আমার" বলিয়া সম্বোধন করিবে, কে আর পৃথিবীকে "আমার চিরবাসস্থান" মনে করিয়া পার্থিব বিষয় লইয়াই মত্ত থাকিতে পারিবে?

উচ্চ পাহাড় ও পর্ব্বতের নিভৃতদেশ তোমার উৎপত্তিস্থল, কিন্তু শৈশব যৌবন ও বার্দ্ধক্য তিন অবস্থাতেই তোমাকে অবনতশিরা দেখিতে পাই। তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াই হেঁট মাথে জন্মদাতা পিতার পাদবন্দনা কর। যখন বরিষার যৌবন পদবীতে উপস্থিত হও, যখন হল হল কল কল রবে আপন মনে আপনি গাইয়া মানব অন্তরে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতে থাক, তখনও তোমাকে অবনতমুখী দেখিতে পাই। যৌবনেও তোমার অহমিকা নাই, তেজস্বিনী তুমি নদি তখন প্রবুদ্ধবেগে নিম্ন দিকেই গমন করিতে থাক—বায়ু তোমার গতি রোধ করুক, অমনি অপমান বোধে অধীরা হইয়া সো সো রবে চতুর্দ্দিক আকুলিত করিয়া হেলিয়া দুলিয়া আপন পথে নতশিরে চলিয়া যাইতে থাক। তুমি সমুদ্রের নিকটে গিয়া নতমুখে তাহার বক্ষে লুকাইয়া যাও।

মানব তোমাকে দেখিয়া নম্রতা শিখে না কেন?

গগনবিহারী জলদজাল তোমার পরিপোষক। তোমাকে সর্ব্বদাই তাহাদের সুখ দুঃখের সমভাগিনী দেখিতে পাই। যখনি আকাশে কাল মেঘ উঠে, তখনি তোমার বর্ণ কাল হইয়া যায়; আবার যখনি তাহাদিগকে শুভ্রবসনে শূন্য পথে বিচরণ করিতে দেখি, তখন তুমিও শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া তাহাদের হর্ষে হর্ষ প্রকাশ কর। মেঘের হর্ষে তোমার হর্ষ, মেঘের বিষাদে তোমার বিষাদ—মেঘ যখন তাহার প্রবল শত্রু বায়ুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তুমিও তখন সেই মেঘের পক্ষ হইয়াই যেন তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাক। কৃতজ্ঞতা-পাশ-বদ্ধা তুমি, মানব তোমাকে দেখিয়াও দেখে না কেন?

বরিষায় তোমার হৃদয় আবিলতাময় দেখিতে পাই; বরিষার অপগমে আবার তুমি স্ফটিকবক্ষ হইয়া বিরাজ করিতে থাক। মানবের যৌবন ও বার্দ্ধক্যের সহিত তোমার এই অবস্থাদ্বয়ের বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি। যৌবনে মানব-হৃদয় বড়রিপুর ক্রীড়াকানন, ঐ সময়ে মলিনতার উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া বার্দ্ধক্যে আবার সেই হৃদয়ের মালিন্য অনেকাংশে দূরীভূত হয়। সকল নদীরই এক অবস্থা, কিন্তু সকল মানব-হৃদয় এক নিয়মের অধীন নহে, ইহাই শোচনীয়।

দিবাভাগে তোমার বক্ষে অসংখ্য নৌকা বিচরণ করে, কোনটী উজান বহিয়া যায়, কোনটী বা ভাঁটি বহিয়া যায়—আবার কোনটী মাঝামাঝি চলিয়া যাইতে থাকে দেখিতে পাই। এই সংসারে ধর্ম্মপথ অতি দুর্গম; তোমার বক্ষঃস্থ উজানবাহী নৌকাগুলির সহিত ধর্ম্মপথচারীদিগের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উজান নৌকা দুই প্রকারে অগ্রসর হয়—কোন নৌকা মাল্লাগণের উৎকট পরিশ্রমে ও সবিশেষ যত্নে পরিচালিত হয়, কোনটী বা বাতাসের সহায়তায় পাল তুলিয়া চলিয়া যায়—ধর্ম্ম পথগামীগণও ঐরূপে দুই ভাগে বিভক্ত—কেহ কেহ অতি কষ্টে, অতি যত্নে প্রতি পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া যায়—আর যাহাদের অটল বিশ্বাস, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ঈশ্বর প্রীতিরূপ বায়ু সহায় থাকে, তাহারা সহজেই নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে থাকে। ঝড় বহিলে পাল নামাইয়া নঙ্গর কর, বিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রীতির বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সাধ্যানুসারে পূর্ব্ব বিশ্বাস ও জ্ঞান অটল রাখিবার চেষ্টা পাও, বিপদের অক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

সুনীতি ও সুরুচি।

ইহাঁরা দুই ভগিনী। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এত প্রীতি, এত ভালবাসা ও স্নেহের এতই আকর্ষণী শক্তি যে একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। যেস্থানে সুরুচি, সেইস্থানেই সুনীতি; ও যেস্থানে সুনীতি, সেইস্থানেই সুরুচিকে দেখিতে পাওয়া যায়। যদ্যপি ইহাঁরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন, তাহা হইলে ইহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, ও মনের শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে। দুইভগ্নী পরস্পর সাহায্য না পাইলে ইহাদের মনের কোন স্ফূর্ত্তি থাকে না ও একটীর অভাবে অন্যটীর বদন বিষণ্ণভাব ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে হিংসা বা দ্বেষ নাই, বিবাদ বিষম্বাদ নাই, কাহার গৃহে প্রবেশ করিলে কেহ অসন্তুষ্ট হন না, বা কেহ কাহারও গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধও করেন না। নম্রপ্রকৃতি সুরুচি, সুনীতির আদেশ সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন, এবং সুনীতিও কনিষ্ঠা ভগ্নীর সুখ দুঃখ আপনার সুখ দুঃখ বলিয়া মনে করেন ও তাঁহার কোন দোষ দেখিলে সুমিষ্ট বচনে তাহা সংশোধন করিয়া দিয়া থাকেন। সুরুচি, বাড়ী ঘর ও গৃহস্থিত দ্রব্য সামগ্রী সমূহ মনের মত করিয়া সজ্জিত করিয়া রাখেন, যেখানকার যাহা তাহা সেই স্থানে না দেখিলে অসুখী হন, এমন কি গৃহের কোণটী অবধি সুপরিচ্ছন্ন দেখিতে অভিলাষ করেন, তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক সাংসারিক সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতে বিশেষ অভিলাষিণী।

সুনীতিও কনিষ্ঠা ভগ্নীর যত্নপ্রসূত বাড়ীঘরের পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা দর্শনে মোহিত হয়েন। তিনি গৃহকর্ম্মে অবসর প্রাপ্ত হইলে, বা আগামী দিবসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে করিতে ভগিনীর নিকট ভক্তি, দয়া, পরসেবা, প্রেম, পুণ্য পবিত্রতা প্রভৃতি স্বর্গীয় প্রসঙ্গে রত থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ে দেবভাব উদ্দীপন করিয়া দেন, কিসে দুঃখের সময় সুখ হয়, অশান্তির সময় শান্তিলাভ হইতে পারে, দারিদ্র অবস্থায় কিপ্রকারে মন স্থির ও সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, এবং সম্পদের সময় কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য এইসকল বিষয় আলোচনাতে তিনি অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। সুনীতির মুখশ্রীতে কেমন দেবভাব, পবিত্রতা, ও প্রফুল্লতা বিরাজমান, তাহা দর্শন করিলে সকলেরই মনে স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হয়।

আহা! এই দুই ভগ্নীর কি চমৎকার সদ্ভাব! ইহাদের সংসার যেন দেব সংসার, ইহাদের প্রকৃতি যেন দেবী-সদৃশ। উভয়েই

অবস্থানুযায়ী পরিশ্রমে অনুরক্ত, কেহ কিছুতেই অসন্তুষ্ট নহেন, উভয়ের মুখেই প্রফুল্লতার পবিত্র জ্যোতি বিভাসিত। ইহাদের কেমন বিনয়, কেমন ধর্ম্মালাপ, কেমন গাম্ভীর্য্য ও কেমন প্রেম! ইহাদের গৃহে কেহ কিয়ৎক্ষণের জন্য উপবেশন করিলে, তাঁহার হৃদয় মন আনন্দরসে পূর্ণ হয়, সংসার সুখের স্থান, পুণ্যক্ষেত্র ও শান্তিনিকেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মৃত স্বর্গীয়ভাব সকল পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে।

সুরুচি ও সুনীতি পরস্পর সাহায্য না পাইলে ইহাদের মনের শান্তিভঙ্গ হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; কিরূপে মনের শান্তি ভঙ্গ হয়, তাহা একটী দৃষ্টান্তে পাঠিকাগণ বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

সুরুচির গৃহখানি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত রহিয়াছে। দৈবাৎ তাঁহার একটী পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা বিড়াল ধরিতে আসিয়া গৃহস্থিত দুগ্ধপূর্ণ কড়াখানি ফেলিয়া দিল। সুরুচি অন্য গৃহে কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, হঠাৎ দুগ্ধের কড়া পতনের শব্দ পাইয়া ত্বরিত পদে গৃহে আসিয়া, যেমন কন্যাটীকে তিরস্কার করিতেছেন ও প্রহার করিবার জন্য সজোরে হস্তোত্তোলন করিবেন, অমনি সুনীতি তথায় উপস্থিত হইয়া সুরুচির হস্ত ধরিয়া কন্যাটীকে প্রহার করিতে বাধা দিয়া বলিলেন "সুরুচি! একটু ধৈর্য্যাবলম্বন কর;—সরলা চঞ্চল স্বভাব বশতঃ কড়া ফেলিয়া দিয়াছে, কি করিবে বল? উহাকে সুমিষ্ট বচনে সাবধান করিয়া দাও যেন বারান্তরে এরূপ দোষ না করে।" সুরুচি, সুনীতির বাক্যে ও তাঁহার হস্ত স্পর্শে, কন্যাটীকে তিরস্কার ও প্রহারে বিরত হইয়া "আহা এতটা দুগ্ধ বৃথা নষ্ট হইল!" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে পতিত দুগ্ধের স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কন্যাটী, মাতার প্রহার ও ভৎর্সনার ভয়ে বিষণ্ণ-বদনে, জলভারাকীর্ণ-চক্ষে, অবনত মস্তকে সেই খানে দাঁড়াইয়াছিল; এক্ষণে সুনীতি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "সরলে! কেমন করিয়া দুগ্ধের কড়াখানি ফেলিয়া দিলে মা?" বালিকাটী বিষণ্ণ-বদনে কাঁদিতে কাঁদিতে বিড়াল ধরিতে যাইয়া কড়া ফেলিয়া দিবার কথা আনুপূর্ব্বিক বলিল, তাহা শুনিয়া, সুনীতি বালিকাটীকে সুমিষ্ট বচনে বলিলেন, "দেখ দেখি সরলে! আজ কত দুগ্ধ বৃথা নষ্ট হইল! কেহই একটু খাইতে পাইল না, তুমি পর্য্যন্ত একটু খাইতে পাইবে না। দেখো আর যেন এরূপ অসাবধান হইও না।" এই সুমিষ্ট উপদেশটী কন্যাটীর কুসুম-সদৃশ কোমল মনে সুদৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইল।

সুবোধ পাঠিকা! এখানে দেখুন, সুরুচির ক্রোধের সময় সুনীতি আসিয়া প্রহার ও তিরস্কার করিতে নিবারণ না করিলে এবং কন্যাটীকে ক্রোড়ে লইয়া

সুনিষ্ট উপদেশ প্রদান না করিলে, তিনি কন্যাকে শাসন করিতে গিয়া ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহার ভর্ৎসনা ও প্রহারে কিরূপ অশান্তি আসিয়া মনকে অধিকার করিত! মাতার তীব্র শাসনে বালিকাটীর হৃদয়স্থ ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি সহজেই বিনষ্ট হইত। এইরূপ কঠোর শাসনে প্রবৃত্তা হইয়া কত মাতা সন্তানের ভাবী শ্রদ্ধা ভক্তি হইতে বঞ্চিত হয়েন বলা যায় না। মাতার কঠোর শাসনে কন্যাটীর সাবধানতা-বৃত্তি বৃদ্ধি পাইত বটে, কিন্তু মাতার প্রতি তাঁহার প্রাণগত ভালবাসার বিঘ্ন ঘটিত; কারণ কঠোর শাসন ও ভয় যেখানে বর্ত্তমান, ভক্তি ও ভালবাসা সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না।

গৃহধর্ম্ম করিতে হইলে, নারীজীবনে সুরুচি ও সুনীতি উভয়ই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেবল সুরুচি অনুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলে হইবে না;—তাহার সহিত সুনীতিকে ভাল বাসিতে হইবে, ভক্তিপূর্ব্বক সুনীতির আদেশ শুনিতে হইবে। সুরুচি, নারীহৃদয়ে মানবভাব ও সুনীতি দেব ভাবের কার্য্য করিয়া থাকে। রুচি সকলকার সমান নহে; কারণ প্রকৃতি ভেদে ও শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু যে সকল বিষয়ে রুচি মানবসাধারণের বিশেষতঃ নারী জাতির থাকা একান্ত আবশ্যক এবং সাংসারিক সমস্ত কর্ত্তব্য পালনে সাধারণতঃ যে নীতির আদেশানুসারে না চলিলে নানা অমঙ্গল সাধিত হয় ও পরমেশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালিত না হয়, অন্ততঃ সেই সকল বিষয়ে সকলকার সুরুচি ও সুনীতি একান্ত আবশ্যক। নারীগণ সংসারে যে কিছু কার্য্য করেন, সেইগুলি ধীর ভাবে সুন্দররূপে সম্পন্ন করা এবং মনে ও চিন্তাতে সুভাব পোষণ করা সুরুচির চিহ্ন; এবং ভাল মন্দ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যে শক্তিদ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় এবং যাহাদ্বারা হৃদয়ের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হয় ও ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়, তাহাই সুনীতি। আমাদের রমণীগণ সুরুচি ও সুনীতি এই উভয়বিধ সদ্‌গুণদ্বারা সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করেন, আমরা অন্তরের সহিত এই ইচ্ছা করিয়া থাকি।

অধুনাতন অনেক সভ্য বঙ্গনারী ইংরাজমহিলাদিগের রুচির অনুকরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা অনেক সময় হাস্যজনক ও ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে; তাহার কারণ তাঁহারা কুসংস্কারে আবদ্ধ হইয়া, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া বিজাতীয় অনুকরণে প্রবৃত্তা হয়েন বলিয়া। ইংরাজ-মহিলাদিগের সৌন্দর্য্যানুভব, গৃহসজ্জা, সাহসিকতা ও সন্তান বিনয়ন প্রভৃতির সুন্দর নিয়ম বঙ্গ মহিলাদিগের অনুকরণীয় বটে, কিন্তু তাহা যেন জাতীয় ব্যবহারকে এককালে অতিক্রম না করে; কারণ জাতীয় ব্যবহারে যাহা কিছু কল্যাণকর আছে, তাহা

রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সুরুচি ও সুনীতিকে মূলে রাখিয়া অন্যান্য দেশ বা জাতি-মধ্যে যাহা কিছু আমাদের শুভকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহা উদার ভাবে ও সমাদরে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বাঙ্গালীত্ব বদলাইয়া সম্পূর্ণ বিজাতীয় হইবার ইচ্ছা করা সুরুচি-সঙ্গত নহে। নীতি সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে এদেশীয় নারীগণ যেমন সীতা সাবিত্রী, গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্য-নারীদিগের উচ্চ ধর্ম্মভাব ও জীবনের সদ্‌গুণ সকল শিক্ষা করিবেন, সেইরূপ যে কোন বিদেশীয় রমণীর যে কোন সদ্‌গুণ দেখিবেন, তাহা উপার্জ্জন করিতে যত্নবতী হইবেন। আমাদের শিক্ষিতা নারীদিগের নিকট মেরী কার্পেণ্টার, সমরভিল, জডসন, ওডোরাথি উইওলো প্র্যাটিসন প্রভৃতি মৃত ইংরাজ মহিলাদিগের নাম বোধ হয় অপরিচিত নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম-নৈতিক ভাব কি চমৎকার ছিল! কি বিশুদ্ধ রুচিরই তাঁহারা পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণেও কুমারী কব্, ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল, কুমারী কলেট প্রভৃতি বৈদেশিক মহিলাগণ, পুরুষ ও নারীদিগকে ধর্ম্মনৈতিক ভাবে বিমুগ্ধ করিতেছেন। ইহাঁদের উন্নত ধর্ম্মভাব, সুরুচি ও সুনীতির বিষয় চিন্তা করিলে যথার্থই ভক্তির উদ্রেক হয়। আর একটী দেবীপ্রকৃতি নারীর বিষয় এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, ইনি আমাদের রাজ্ঞী,—ভারতেশ্বরী। ইহাঁর স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব এবং সুরুচি ও সুনীতির বিষয় যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার প্রকৃতিকে স্বর্গীয় বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিবেন না পাঠিকা ভগিনীগণ! এক-বার চিন্তা করিয়া দেখুন, এত বড় ভারত সাম্রাজ্যের এবং আরও কত রাজ্যের অধীশ্বরী যিনি, তাঁহার কেমন দয়া, কেমন বিনয়, কেমন গাম্ভীর্য্য-মিশ্রিত প্রফুল্লতা, দরিদ্র-সেবায় কেমন যত্ন ও অনুরাগ! আর আমাদের অনেক রমণী সামান্য সংসার রাজ্যের কর্ত্রী হইয়া তুচ্ছ সম্পদে চক্ষে কর্ণে দেখিতে শুনিতে পান না। কিন্তু তাঁহারা যদ্যপি রাজ্ঞীর সময়ের সদ্ব্যবহার ও কার্য্য প্রণালীর বিবরণ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক উপকার হইতে পারে, কারণ, তাঁহার ন্যায় নারীহৃদয়ের পূর্ণবিকাশ বঙ্গনারীগণের মধ্যে অত্যল্প। আমা-দের পাঠিকাদিগকে, ভারতেশ্বরী ও অন্যান্য বৈদেশিক ধর্ম্মপরায়ণ নারী-দিগের সুরুচি ও সুনীতি এবং উচ্চ ধর্ম্মভাবের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করি।

বঙ্গমহিলাদিগের রুচি মার্জ্জিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহাদিগকে সুরুচি ও সুনীতি অনুসারে সংসারের কর্ত্তব্য কার্য্যাদি করিতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়া থাকি; কিন্তু দুঃখের

বিষয় আমাদের নারীগণের মধ্যে অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, উচ্চ অট্টালিকা উৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠ, তন্মধ্যে গালিচা বিস্তৃত (বা ম্যাটিং করা) মধ্যস্থলে নানাপ্রকার সুদৃশ্য দ্রব্য সুশোভিত চেয়ারবেষ্টিত মেহগনী কাষ্ঠের টেবিল, একদিকে বৃহৎদর্পণ, অপরদিকে সুরম্য শয্যা,—দেওয়ালে দেওয়ালগিরি ও ইয়ুরোপীয় ছবি,—কড়িকাষ্ঠে ঝাড় লণ্ঠন ও টানাপাখা দোদুল্যমান; এই প্রকার বৈভব বিকশিত গৃহ না হইলে সুরুচির পরিচয় প্রদান করা যায় না, এবং সংসারের সমস্তগুলি আপনার মনোমত কার্য্য না করিলে ও মনে সুখ না থাকিলে সুনীতি অনুসারে চলা যায় না। যে সকল নারী এইরূপ কল্পনা করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এরূপ চিন্তা করিয়া চিরদিনই তাঁহারা অসুখী থাকেন, সুখশান্তি জীবনে অল্পই ঘটিয়া থাকে। আমাদের ইচ্ছা, যাঁহার যেমন অবস্থা ও গৃহ সামগ্রী আছে, তিনি তাহাতেই সুরুচির পরিচয় প্রদান করুন, এবং সাংসারিক সকল প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গকে সুনীতি অনুসারে, যথা কর্ত্তব্য ব্যবহারে সুখী করিতে চেষ্টা করুন। মূল্যবান দ্রব্য সমূহে গৃহসুসজ্জিত রাখা নিবারণ করা আমাদের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহাদের অবস্থায় তাহা সম্ভব, তাঁহারা সুন্দররূপে গৃহাদি সজ্জিত করিয়া রাখুন, তাহাতে আমরা আনন্দিত বই দুঃখিত নহি, কিন্তু যে সকল গৃহসামগ্রী সাধারণ গৃহস্থের আছে, তাহাতেই সকল অবস্থার রমণীগণ সন্তুষ্ট ও সুখী থাকিয়া, হিংসা কলহ প্রভৃতি না করিয়া, সুবোধ ও শান্ত হইয়া মনের উচ্চভাব ও সুনীতির পরিচয় প্রদান করিলে অধিক সুখের হয়। গৃহলক্ষ্মীরা সুরুচি ও সুনীতিসম্পন্না হইলে রাজপ্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত শান্তি, ধর্ম্ম, ও পুণ্যে পরিপূর্ণ থাকিতে পারে এবং আমরা তাহাই দেখিতে অভিলাষ করি।

একটী ক্ষুদ্র-জীবনী।

আদ্যেশ্বরী।*

ইনি বরিসালের অন্তর্গত ঝালুকাটি বন্দরে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১৮৫৬ সালে ভূমিষ্ঠ হন। দরিদ্র জীবনের ঘটনা স্রোত প্রায়ই নিঃশব্দে সমান ভাবে বহিয়া যায়, কেহ তাহার সংবাদ রাখেনা। কেবল ঈশ্বরের অবিনশ্বর খাতায় তাহার হিসাব থাকে। ইহাঁর নাম আদ্যেশ্বরী দাসী। শৈশবে পিতা মাতার মৃত্যু হওয়াতে অসহায় হইয়া পড়েন। কিন্তু এই বিপদের সময়

* এই মহিলার শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার কোন আত্মীয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

ঈশ্বর একটি উপযুক্ত আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন। খ্যাত-নামা সহৃদয় কোন বাঙ্গালী ডাক্তার ইহাঁর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহে থকিয়া তাঁহার কন্যা নির্ব্বিশেষ স্নেহে প্রতিপালিত হন। তাঁহাদের যত্নে যত দূর সম্ভব বাঙ্গালা লেখা পড়া ও শিল্প-কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্রমে ইহাঁর বিবাহ যোগ্য বয়স হইলে উক্ত ডাক্তার মহাশয় মালদহ হইতে ইহাঁকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। তথায় আসিয়া তাঁহার কোন পরিচিত বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করেন। তথায় কয়েক মাস অবস্থানের পর কুমার খালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ দাস মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মমতে ইহাঁর বিবাহ হয়। নিজের পিতা মাতা না থাকিলেও এইরূপে ইনি ডাক্তার বাবুর অনুগ্রহে লালিত পালিত, শিক্ষিত ও অবশেষে সৎ এবং বিদ্বান্ পাত্রে অর্পিত হইলেন।

এত দিন পরে নিজের ঘর পাইলেন। যদিও স্বামী গৃহের অবস্থা তত্দূর সচ্ছল ছিল না, তথাপি স্বামীর এবং নিজের আন্তরিক সৌন্দর্য্য সংযোগে আনন্দিত হইলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে স্বামী ও শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

ঈশ্বরের করুণাময় ক্রমে ইনি তিনটি পুত্র ও দুইটী কন্যা সন্তান প্রসব করেন। পুনরায় অন্তঃসত্ত্বা হন; কিন্তু এবার ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরূপ, গর্ভাবস্থায় জ্বর এবং বেদনাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন এবং অল্পদিন মধ্যেই শোক-তাপ--রোগ-দুঃখ-পূর্ণ সংসারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পরম পিতার অনন্ত শান্তিধামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একটি পুত্র পূর্ব্ব হইতেই পীড়িত ছিল, মৃত্যুর পরে তাহাকেও সঙ্গী করিয়াছেন।

ইহাঁর জীবনে তিনটি গুণ প্রধানরূপে লক্ষিত হয়।

১ম, সন্তোষ। নিজের অবস্থাতে ইহাঁকে কখনও অসন্তুষ্ট দেখা যায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বামি-গৃহের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, সুতরাং ভাল বস্ত্রালঙ্কার পরা ঘটে নাই। কিন্তু এজন্য কোন দিন আক্ষেপ করেন নাই। দরিদ্রের উপযুক্ত মোটা খাইয়া মোটা পরিয়া যে ভাবে ছিলেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। বিবাহের কিছুদিন পরে যে কয়েক খানি অলঙ্কার ছিল, তাহা চুরি হইয়া যায়। সেই অবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত অলঙ্কার-শূন্যা ছিলেন। আর অলঙ্কারের জন্য কখনও ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। পুত্র কন্যাদিগের ভাল কাপড় হইল না, কিম্বা ভাল অলঙ্কার হইল না বলিয়া মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিতেন; কিন্তু কোন্ জনক জননী পুত্র কন্যাকে সুখে রাখিতে ইচ্ছা না করেন?

২য়, অমায়িকতা। প্রতিবাসিনী-দিগের মধ্যে কেহ কোন দিন, কোন কারণে ইহাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই।

ইনি সকলেরই সুখে সুখী হইতেন এবং সকলেরই দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সকলেই ইহাঁকে আত্মীয়ের মত ভাল বাসিতেন। ইনি যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়া ছিলেন, তখনও প্রতিবাসিনীগণ ইহাঁর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ইহাঁর অভাবে তাঁহারা যেন একজন পরম আত্মীয় হারাইয়াছেন।

৩য়, দয়া। সংসারে সচরাচর দয়া অর্থদ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে। সুতরাং দরিদ্রের দয়া সকল সময়ে অনুভব করা যায় না। বিশেষতঃ বঙ্গ রমণীর দয়া অধিকাংশ স্থলেই অন্তঃ-সলিলা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হয়, স্বামী পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন না। তবে ইহাঁর দয়া পরিমাণ করিবার এই একটি উপায় আছে যে, অনাথা দরিদ্রা ভিক্ষার্থিনী-দিগকে ইহাঁর বিশেষ অনুগত দেখা যাইত। আর একটি ঘটনা আমার মনে হইতেছে প্রায় বারো বৎসর হইল একজন অনাথা-ব্রাহ্মণ বিধবা ইহাঁদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি উদর পীড়ায় আক্রান্ত হন, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন ইনি নব-বিবাহিতা। কিন্তু সেই অসহায়া পীড়িতা রমণীর প্রতি ইনি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাঁর সেই বয়সে অনেকেই তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারে না। বৃদ্ধা শাশুড়ীদ্বারা যত দূর সাহায্য সম্ভব, তদ্ব্যতীত পথ্য রন্ধন হইতে রোগীর মল মূত্র পরিষ্কার পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই ইনি অক্ষুণ্ণ চিত্তে করিতেন। ঘটনাক্রমে আমাকেও সেই রোগীর শয্যা পার্শ্বে থাকিতে হইত, রোগী আমার নিকটে ইহাঁর বিস্তর প্রশংসা করিতেন।

ফলতঃ দয়া-ধর্ম্ম, স্নেহ-প্রীতিতে যদি মানুষ মহৎ হয়, তাহা হইলে আদ্যেশ্বরী মহৎ জীবনের অধিকারিণী ছিলেন, এবং আপন মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তিনি অকালে ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়া অনেককে ব্যথিত, বিশেষতঃ স্বামী, শাশুড়ী এবং সন্তানদিগকে শোক নিমজ্জিত করিয়া-ছেন। যে রমণী একটী গৃহের ভূষণ হইয়া তাহার ভার স্কন্ধে বহন করিতেছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যু দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্য দিকে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জীবনের কর্ত্তব্য পালনে যিনি কখনও পরাঙ্মুখ হন না, তাঁহার মৃত্যুর কাল অকাল নাই এবং তাঁহার মৃত্যুতে আত্মীয় দিগেরও শোকে অধীর হওয়া উচিত নহে।

নূতন সংবাদ।

১। মান্দ্রাজ সেনেট-গৃহে সম্প্রতি উচ্চশিক্ষার পরীক্ষা হয়, তাহাতে প্রায় ৬৫ টী স্ত্রীলোক পরীক্ষার্থিনী হন এটী বিশেষ উন্নতির চিহ্ন।

২। মিশরযুদ্ধে প্রায় ৪॥০ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে, ইহার প্রায় সিকি অংশ ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে প্রদান করিতে হইবে।

৩। বর্ত্তমান মাস হইতে পোষ্ট আফিসে ২॥০ ১, ও ॥০ আনার নোট চলিবে, নোটের রঙ কাল লাল ও নীল তিন রকমের হইবে।

৪। আগরা কলেজের সাহায্যার্থ মহাত্মা লর্ড রিপণ ২৫০০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

৫। ইণ্ডিয়ান উইটনেস পত্র লিখিয়াছেন একটী সচ্চরিত্রা মহারাষ্ট্রীয় মহিলা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থ আমেরিকায় গমন করিবেন। তিনি অনর্গল ইংরাজী বলিতে পারেন এবং আত্মরক্ষণে সমর্থা। এ মহিলা কে?

৬। বেথুন বিদ্যালয়ের কুমারী লাবণ্য প্রভা বসু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৭। মিশরের একটী সংরক্ষিত শব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার গলায় পুষ্পমালার গোছা ছিল, একটী বোলতা তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মরিয়া যায়। সেই বোলতাটীও তদবস্থায় সংরক্ষিত হইয়া আছে। ৩।৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বোলতা কিরূপ ছিল তাহার নমুনা ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা

১২। পদ্যমালা, ১ম ও ২য় ভাগ; শ্রীমনোমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। শিশুদিগকে প্রথম পদ্য পড়াইবার জন্য যত পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে পদ্যমালা ১ম ভাগ খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার পদ্যসকল যেমন সরল, তেমনি রসাল। বালক বালিকাদিগকে একটী কবিতা ধরাইয়া দিলেই আপনা আপনি সমুদায় পড়িতে চায়, পড়িয়া অতি সহজে বুঝিতে পারে এবং কণ্ঠস্থ না করিয়া ছাড়ে না। ইহা অপেক্ষা এরূপ পুস্তকের প্রশংসা আর কি হইতে পারে? ২য় ভাগের ও পদ্যগুলি সুমনোনীত এবং বালক-বালিকাদিগের উপযোগী হইয়াছে।

৩-৪। পদ্যসার, ১ম ও ৩য় ভাগ; শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র রচিত। এই দুই খানি পুস্তকও বিদ্যালয়ের পাঠ্য। লেখক অনেক স্থলে আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিষয়গুলি হৃদয় ও বিবেক উন্মেষের অনুকূল এবং সুরুচির সহিত গ্রথিত।

৫। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি, স্থানাভাবে সমালোচনা করা হইল না:—

নীতিকুসুম, মহম্মদ মহসিনের জীবনচরিত, ও শরীর রক্ষণ।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা।

আজ কাল স্ত্রীশিক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে আন্দোলন হইতেছে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর সরলমতি যুবকদিগের বিদ্যোন্নতি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ফল। বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগেরও বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত। ইহা তাহাদের সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে পুরাকালে আর্য্য মহিলাগণ লেখাপড়ার বিষয়ে অতিশয় ব্যুৎপন্না ছিলেন। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, লীলাবতী, ও খনা প্রভৃতি জ্ঞানশীলারমণীগণই তাহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। তবে মধ্যবর্ত্তী কত সময়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা বিশেষ দৃষ্ট হয় না, কেন হয় না, বুঝিনা। বোধ হয় হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানদিগের রাজত্ব কালহইতেই ঐ কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়া থাকিবেক, কেন না লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী। কেহ কেহ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান রহিত ছিল। এরূপও শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন দুরাত্মা স্ত্রীলোকদিগের পরম পবিত্র সতীত্বরত্ন অপহরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। হিন্দুদিগের এই সমস্ত ব্যাপার ক্রমে সহ্য হওয়াতে, সুতরাং জাতি, কুল ও মানের জন্য তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারস্থ অবলাদিগকে অন্তঃপুর মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী ও অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া রাখিলেন। স্ত্রীস্বাধীনতার মস্তকে এই হইতেই বোধ হয় আঘাত পড়িল। লেখা পড়া কে করে? সকলেই আপন আপন জাতি, মান ও কুল গৌরব রক্ষার জন্য ব্যস্ত ও সশঙ্কিত—এমন কি দুর্দ্দান্ত মুসলমানদিগের ভয়ে, আর্য্য কুলকামিনীগণের বাঙ্‌নিষ্পত্তি পর্য্যন্তও রহিত হইয়া গেল। অনন্তর রান্না বাড়া প্রভৃতি কয়েকটী সংক্ষিপ্ত সাংসারিক কার্য্যই তাঁহাদের জীবনের কর্ত্তব্য কাজ বলিয়া অবধারিত হইল। এই ভাবে মুসলমানদিগের আধিপত্য এদেশে যত প্রবল থাকে, অভাগিনী ভারত রমণীগণের স্বাধীনতা ও লেখা পড়ার আলোচনা সেই সঙ্গে সঙ্গে তত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতএব স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকের লেখা পড়া করা অন্যায়, এই সংস্কার বিরুদ্ধাচারী মুসলমানদিগের নিষ্ঠুর শাসনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বোধ হয়। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের আক্রমণের অল্প কাল পূর্ব্বেও হিন্দু মহিলাগণের স্বাধীনতা ও লেখা পড়া শিক্ষা বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অবলাগণের উদ্ধার ও ভারতের অসহ্য পাপের ভার হ্রাস করিতে পারেন। বাস্তবিক স্ত্রী-

জাতির শিক্ষার অভাবে দিন দিন যে অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা কঠিন। সন্তানগণের অকাল মৃত্যু, ভ্রূণহত্যা, বিধবাদিগের অকথ্য মানসিক যাতনা, এবং গৃহ কলহ প্রভৃতি মহানিষ্টকর ব্যাপার এই দেশে যেরূপ প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, যে দেশের রমণীগণ সুশিক্ষিতা, তথায় কখনই সেইরূপ অশুভ ঘটনার প্রবলতা দৃষ্ট হয় না। আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যদি সুশিক্ষিতা হইতেন, আহা! তাহা হইলে কি আর আনন্দের সীমা থাকিত! এইক্ষণে যে হতভাগিনী জননীগণ সন্তানবিরহে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন ধ্বনিতে অন্যের হৃদয়কেও শেলবিদ্ধ করিতেছেন, তাহা কি আর শ্রবণ গোচর হইত? তবে কি আর বিধবাদিগের চিত্ত ভূমিতে জঘন্য পাপের চিন্তা স্থান পাইত! তবে কি আর সজ্জনবিগর্হিত গৃহ কোলাহলে এদেশ ডুবিয়া যাইত! কখনই নহে। কেবল আনন্দের লহরী উত্থিত হইয়া আবাল বৃদ্ধ, যুবা সকল মনুষ্যকেই শান্তি দানে চরিতার্থ করিত। হায়! সেইদিন কি আর হইবে যে দিন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সুশিক্ষিত হইয়া কুসংস্কারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিবে! যে দিন স্ত্রী পুরুষ উভয়ে নির্ম্মল ভালবাসায় জড়িত হইয়া গৃহ কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করিবে! হায়! সেই সুখপ্রদ অমৃতময় দিন কাল চক্রের ঘূর্ণনে ঘূর্ণিত হইয়া আমাদের সম্মুখবর্ত্তী কবে হইবে! হে আর্য্যসন্তানগণ! যাহাতে স্ত্রী স্বাধীনতাও স্ত্রীশিক্ষার প্রখরতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ দেখাযায় যে যে প্রদেশের স্ত্রীগণ স্বাধীন, সেই সেই প্রদেশের লোকেরাই পরের দাসত্ব যাতনার হস্ত-হইতে মুক্ত থাকিয়া আনন্দের সহিত চিরজীবন অতিবাহিত করিতেছে? অপিচ জ্ঞান' বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধে ও ক্রোধলোভাদি আন্তরিক নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এবং দয়া বাৎসল্যাদি কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যখন স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের হইতে কোন ক্রমেই ন্যূন নহেন, আরও যখন দেখা যায় যে বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পাদি সম্বন্ধে স্ত্রীলোকেরা অভ্যাস করিলেই পুরুষদিগের সমকক্ষা হইতে সমর্থা হন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে, জগৎপাতা জগদীশ্বর পুরুষদিগের মত জগতের সমস্ত কার্য্যের উপযোগী করিয়া [স্ত্রীলোকদিগকে, এই সুখময় মহীমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং তাহাদিগের সুখ ও সৌভাগ্যে হস্তক্ষেপ করিতে কাহারও অধিকার নাই ইহা স্থির নিশ্চয়। তবে যে পুরুষগণ এই কঠোর যাতনার আগুণ জ্বালিয়া নিরপরাধিনী অবলাদিগকে চিরকাল দগ্ধ করিতেছেন, উহা কেবল তাহাদিগের কুটিল মতি ও স্বার্থপরতার পরিচয়। সে যাহা হউক এখনও যদি হিন্দু মহিলাগণ সমস্ত কার্য্যে পুরুষদিগের মত স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত না হন, তবে তাঁহাদিগের অভিসম্পাতে হিন্দুসমাজ নিশ্চয়ই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

শ্রীকামিনী কুমারী গুপ্ত।
মাহিলাড়া, বরিশাল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৭ সংখ্যা। | মাঘ ১২৮৯—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩। | ২য় কল্প ৪র্থ ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমরা অনেক দিন ধরিয়া ভারত-রমণীদিগের যে সৌভাগ্য-দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ঈশ্বরকৃপায় আজি তাহা উপস্থিত হইয়াছে। সকল ভারতবাসী আজি একহৃদয়ে আনন্দ-ধ্বনি করুন্। বেথুন বিদ্যালয় হইতে কুমারী কাদম্বিনী বসু এবং কুমারী চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই সংবাদে ভারতহিতৈষীমাত্রেই যার পর নাই উল্লসিত ও উৎসাহিত হইবেন সন্দেহ নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের যে সমান অধিকার ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য আর আমাদিগকে দূরবর্ত্তী দেশে বা সময়ে ভ্রমণ করিতে হইবে না, দেশবাসিগণ এক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন করিলেন। স্ত্রীশিক্ষার যে পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহা ক্রমশ প্রসারিত হউক এবং ইহার সকল অসম্পূর্ণতা দূর হউক, ঈশ্বরের নিকটে আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা।

নিম্ন লিখিত কয়েকটী বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন:—

অপর খৃষ্টান স্কুলের এলেন মসি (১ম বিভাগ), ফিচর্চ্চ নর্ম্মাল স্কুলের বিদ্ধ্য বাসিনী বসু (২য় বিভাগ), এবং বেথুন স্কুলের লাবণ্য প্রভা বসু (৩য় বিভাগ)

আমরা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ডাক বিভাগে স্ত্রী কেরাণী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং কলিকাতায় কয়েকটী পদ তাঁহাদিগকে অর্পণ করা হয় এরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন। মান্দ্রাজে অনেক দিন পূর্ব্বে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, কলিকাতাতে না হওয়াই আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়।

আমাদিগের ভারতেশ্বরী মহারাণীর দয়া ও সৌজন্যের নিত্য নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়া কে না মোহিত হইবে? সম্প্রতি পীড়িত সৈন্যগণের জন্য তিনি ৫ পাঁচ খানি পশমি চাদর উপহার দিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে লিখিয়াছেন "ইহারা আমার জন্য এত করিয়াছে, আমি ইহাদের জন্য কিছু করিব।" এই চাদর কয়েক খানির মধ্যে ১ এক খানি রাজমুকুটাঙ্কিত এবং মহারাণীর স্বহস্ত-প্রস্তুত, অপর গুলি তাঁহার কন্যা ও রাজ পরিবারস্থ অন্য মহিলা দ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু তিনি স্বহস্তে কারু কার্য্য করিয়া প্রত্যেক খানি অধিক সুন্দর করিয়া দিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে পণ্ডিতা রমাবাই স্ত্রী জাতির উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার স্থায়িত্ব জন্য তথায় আর্য্য মহিলা সমাজ নামে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সভা নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন (১) নারী জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার; (২) বাল্য বিবাহ প্রভৃতি যে সকল কুপ্রথা নারীজাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক তন্নিবারণের চেষ্টা, ও (৩) দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থার উন্নতি সাধন। ভারতবর্ষের যে কোনস্থান-বাসিনী রমণী এই সভার সভ্য হইবার অধিকারিণী। সভ্যের দাতব্য বার্ষিক ন্যূনকল্পে ৬৲ টাকা। যাঁহাদিগের অবস্থা মন্দ, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ৩৲ টাকাও গৃহীত হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সভার উন্নতি প্রর্থনা করি।

—:—

আরাবী পাশা সহচরগণ সহ সিংহলের অন্তর্গত কলম্বো নগরে বন্দীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

নশিরামের বিপদ।

নশিরাম বাবুর বাটী কলিকাতার খুব নিকটে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। চাকরি উপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিতে হয়। তিনি প্রতি শনিবারে বাটী গিয়া থাকেন, এবং তাহা ছাড়া সপ্তাহের মাঝেও এক আধবার কখন কখন যান। কলিকাতা হইতে বাটী, এবং বাটী হইতে কলিকাতা, এই

রূপ বহুকাল করিয়া তাঁহার জীবন যাত্রা অতিবাহিত হইতেছে। তাঁহার বন্ধুগণের মতে তাঁহার জীবন বিশেষ বাঞ্ছনীয় নহে; কারণ তাঁহার আয় অতি স্বল্প, ও তাহার উপর পরিবার অনেক গুলি। বোধহয় তাঁহার বন্ধুরা বুঝেননা যে মানুষের সুখ মানুষের নিজের হাতে। সন্তুষ্টচেতা নশিরাম অনুক্ষণ আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া আছেন, ও সুখ সম্বন্ধে আপনাতে ও ক্রোরপতিতে বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পান না।

একদিন সন্ধ্যার পরে নশিরাম আফিস্ হইতে বাসায় ফিরিলেন। আফিসে কাজের বড় ভিড় বলিয়া বাসায় আসিতে প্রায়ই তাঁহার রাত্রি হইয়া যায়। যে দিনের কথা বলিতেছি সে দিন নশিরাম বাসায় আসিবামাত্র দেখিলেন তাঁহার নামে এক খানি পত্র রহিয়াছে। পত্রখানি কোথাহইতে আসিয়াছে তাহা তিনি উপরের লেখা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। সেই একটী ছোট, একটি বড়, একটি সোজা, একটি বক্র, অক্ষর গুলি তাঁহার চক্ষুতে বড়ই সুন্দর লাগিত; এবং যদি কেহ কখন সেই লেখার নিন্দা করিত, তাহাহইলে নশিরাম তাহাকে যতদূর পারেন বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেন যে সেরূপ মুক্তাদের অক্ষর অতি অল্প স্ত্রীলোকের লেখনীমুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া থাকে। অধিক কি একদিন এই কথা লইয়া তাঁহার বন্ধুদিগের সহিত তাঁহার মহা কলহ উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে নশিরাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি তাহাদের সহিত আর কথা কহিবেন না। কিন্তু বন্ধুগণ তাহাতে বিশেষ দুঃখিত বা ভীত হন নাই, কারণ তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে নশিরামের রাগ কোনকালে এক ঘণ্টার অধিক স্থায়ী হয় না। যে লেখা লইয়া নশিরামকে এত হুজ্জত সহিতে হইয়াছে, এবং বোধ হয় এখনও মাঝে মাঝে সহিতে হয়, অদ্য তিনি সেই সুন্দর হস্তাক্ষর-সুচিত্রিত পত্র খানি সর্ব্ব কার্য্য ত্যাগ করিয়া পড়িতে বসিলেন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে পত্রখানি কে লিখিয়াছেন?—কে লিখিয়াছেন তাহা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? যিনি নশিরামের সর্ব্ব বুদ্ধিদাত্রী, যাঁহার পরামর্শ সহায় করিয়া নশিরাম আফিসে চাকরি করিতেছেন, সংসারে সংসারী হইয়াছেন, তিনিই সেই পত্র খানি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষরের উত্তরোত্তর উন্নতি হউক, তৎপ্রেরিত পত্রে নশিরামের বাসার ক্ষুদ্র সিন্ধুকটী পরিপূর্ণ হইয়া যাউক, এই আমাদিগের বাসনা; কিন্তু সে রাত্রিতে হতভাগ্য নশিরাম যে মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন, সেরূপ বিপদে যেন মানুষ কখনও না পড়ে।

নশিরাম অনেক ক্ষণ ধরিয়া পত্র খানি পড়িলেন, এবং পাঠ সমাপ্ত হইলে গালে হাত দিয়া এক মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধুরা শঙ্কিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাড়ীর খবর ভাল ত?' নশিরাম গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সমস্ত মঙ্গল।" তবে পত্র পড়িয়া এত ভাবিতেছ কেন? নশিরাম পুনরায় বলিলেন 'একটা বড় দরকার পড়িয়াছে, এখনই বাড়ী যাইতে হইতেছে।' নশিরামের বড় দরকারের মানে একটু স্বতন্ত্র—অর্থাৎ গৃহিণী পত্রে লিখিয়াছেন যে পত্র পাইলে তুমি বাটী আসিতে অন্যথা করিও না; শনিবারের অপেক্ষায় থাকিলে চলিবে না। বড় দরকারের কথা শুনিয়া বন্ধুরা বলিলেন "তবে বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আহার প্রস্তুত, আহার করিয়া লও"। নশিরাম আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'না; আহার হচ্ছে না, তাহলে রাত্রি অনেক হইয়া পড়িবে।' নশিরামের বন্ধুগণ তাঁহার স্বভাব বিলক্ষণ বুঝিতেন. সুতরাং তাঁহারা কেহ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। নশিরাম তাড়াতাড়ি বাটী যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত—'নশিরাম একজন প্রকৃত হিসাবী লোক' হইলেও একটি বাজে খরচে হাত এড়াইতে পারেন নাই। তিনি অত্যন্ত তামাকুপ্রিয়। তামাকু পাইলে তিনি গৃহিণীর অনুরোধও ভুলিয়া গিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহাকে কত সময়ে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। নশিরাম নিরুত্তর হইয়া সেই সমুদয় সহ্য আপনার সহিষ্ণুতা গুণের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বাটী যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নশিরাম একবার সেই রসের আস্বাদ লইলেন, এবং একটি হুঁকা ও তাহার আনুষঙ্গিক দ্রব্য গুলি সঙ্গে লইয়া বাসা ছাড়িয়া চলিলেন। হায় নশিরাম, পথের মধ্যে তোমার যে বিপদ ঘটিবে তাহা যদি তুমি পূর্ব্বে জানিতে পারিতে, তাহাহইলে কি তোমার 'বড় দরকারের' অনুরোধে সেই রাত্রিতেই বাটি যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইতে?

নশিরাম রাস্তায় আসিয়া একখানি গাড়িভাড়া করিবার চেষ্টা পাইলেন। তখন রাত্রি প্রায় আটটা হইয়াছে; সুতরাং কোচ্‌মানেরা বিস্তর ভাড়া চাহিয়া বসিল। অন্য কেহ হইলে অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইত; কিন্তু নশিরাম সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি পরিবার বর্গকে সুখে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু নিজের বেলায় বড়ই টানাটানি করিতেন। যদি দুই ঘণ্টা ঘুরিয়া আধ পয়সা বাঁচাইতে পারা যায়, নশিরাম তাহাতেও সম্মত। সুতরাং তিনি যে নিজের জন্য সে রাত্রিতে একখানা গাড়ীভাড়া করিবেন, ইহা এক প্রকার অসম্ভব কথা। নশিরাম মনে মনে ভাবিলেন—'চারি ক্রোশ পথ বৈত নয়, সমস্ত রাত্রিতেও কি পারিব না? এইরূপ সংকল্প করিয়া নশিরাম তাঁহার 'বড় দরকারে, আকৃষ্ট হইয়া বেগে পদক্ষেপ করিতে করিতে

গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।—নশিরাম তোমার মনে কি ভয় নাই?

অচিরে নশিরাম শ্যামবাজারের পুল পার হইয়া সহরের আলোক ও কোলাহল পশ্চাতে রাখিয়া চলিলেন। তৎকালে বঙ্কিম বালচন্দ্রের অনতি উজ্জ্বল জ্যোতিতে প্রকৃতি অতি রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। নশিরাম সে শোভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারিনা। তিনি কখন আলোক, কখন বা পথের উভয় পার্শ্বস্থ পর্ণকুটীর ও বৃক্ষাবলীর ছায়ান্ধকারের ভিতর দিয়া আপনার গ্রামের অভিমুখে অতিবেগে যাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি লোকালয় অতিক্রম করিয়া একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেশে প্রবেশ করিলেন। পথের দুই পার্শ্বে যত দূর দৃষ্টি যায়, কুত্রাপি একটিও লোকালয় নাই—কেবল চারিদিক ধূধূ করিতেছে, ও মধ্যে মধ্যে নিশাচর পশু পক্ষীগণ চিৎকার করিয়া রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় অতি সাহসিক ব্যক্তিরও মনে ভয়ের সঞ্চার না হউক, কেমন এক প্রকার ভাবের উদয় হয়। নশিরাম বোধহয় এখন মনে মনে ভাবিয়াছিলেন 'আজ না আসিলেই ভাল হইত'।

ক্রমশঃ সেই বঙ্কিম বালচন্দ্র আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়া আকাশ প্রান্তে ঢলিয়া পড়িল, ও নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া অস্তোন্মুখ হইল। সেই আধস্পষ্ট আলোকে নশিরাম পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখিলেন দশটা বাজে। রাত্রি অনেক হইয়া উঠিল দেখিয়া তিনি অধিকতর বেগে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরে রজনী ঘোর কৃষ্ণ বসনে সেই সুন্দর মুখ খানি আবৃত করিল, ও চারিদিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল।

এতক্ষণের পর নশিরামের হৃদয়ে যথার্থই শঙ্কার উদয় হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মানুষের প্রাণে ঘোড় দৌড় কতক্ষণ সহিবে? বিশেষতঃ নশিরাম এমন যে কিছু সবল পুরুষ তা নয়। তথাপি তিনি যথাসাধ্য দৌড়াইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর এই রূপে ছুটিয়া নশিরাম এত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন যে একটু না বসিয়া আর প্রাণ বাঁচেনা। কিন্তু বসিবেন কোথায়? সেই নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন জন-প্রাণিশূন্য মাঠের ভিতর?—নশিরাম সংকল্প করিলেন প্রাণ যায়, সেও ভাল, তবু সেখানে বসিবেন না। কিন্তু তাঁহার সে সংকল্প রহিলনা; কারণ তাঁহার শরীর এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি না বসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

নশিরাম যেখানে বসিয়া পড়িলেন, সেখান হইতে তাঁহার গ্রাম বড় জোর এক ক্রোশ হইবে। কিছুক্ষণ তিনি অচেতনপ্রায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল, ও সর্ব্ব

শরীর স্বেদজলে আপ্লুত হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে নশিরামের একবার বড় তামাকুর ইচ্ছা হইল। ধনপায়ীদিগের মুখে এই সামগ্রীটির বিস্তর গুণকীর্ত্তন শুনিয়াছি। তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাতে দুর্ব্বলের বল, নির্ব্বোধের বুদ্ধি, ভীরুর সাহস সঞ্চার হইয়া থাকে। নশিরাম সেই অসহায় অবস্থায় এই পরম বন্ধুর শরণ লইতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তিনি তামাকুর উপযোগী সমুদয় সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে যে ব্যাগটি ছিল তাহার ভিতরে তিনি কলিকা, একটি ক্ষুদ্র জলশূন্য হুঁকা, প্রভৃতি পূরিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি সেই ব্যাগটি খুলিলেন ও তাহার ভিতর হইতে হুঁকা প্রভৃতি বাহির করিয়া তামাকু প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ একটি কথা নশিরামের মনে পড়িল। তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন সে স্থানটি তাঁহার গ্রামবাসীদিগের কাছে বিশেষ পরিচিত। কিছুদিন হইল ইহার কাছে একটি পথিকের অপঘাত মৃত্যু হয়। তাহার অল্পদিন পরেই নশিরামের গ্রামবাসী বৃদ্ধ কমলাকর শর্ম্মা সেই স্থান দিয়া একদা রজনীতে আসিতে আসিতে দেখিলেন যে পথের ধারে একটি মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। কমলাকর শর্ম্মা তাহার পাশ দিয়া যাইবা মাত্র মৃত দেহটা মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে কামড়াইতে আসিল। সে যাত্রায় কমলাকর অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

তামাকু সাজিতে সাজিতে এই সকল কথা যত নশিরামের মনে পড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার বুকের ভিতরে দুপ্ দুপ্ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে তিনি কম্পিতহস্তে ব্যাগের ভিতর হইতে যেমন হুঁকাটি বাহির করিয়া তাহাতে কলিকাটি বসাইতে যাইবেন, অমনি হঠাৎ একটি বেগে বাতাস বহিল, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে শোঁ-ও-ও করিয়া কেমন একটা অস্বাভাবিক শব্দ উত্থিত হইল। নশিরাম চমকিয়া উঠিলেন ও চারিদিকে সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার তৎক্ষণাৎ আর একটি বাতাস বহিল; এবং (কি সর্ব্বনাশ!) আবার সেই শোঁ-ও-ও করিয়া শব্দ! এবার নশিরামের প্রাণের ভিতর একবারে শুকাইয়া গেল। তিনি ব্যাগটা মাটিতে ফেলিয়া, রিক্ত হুকাটা হাতে করিয়া, প্রাণের দায়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু নশিরাম যাইবেন কোথায়?—তিনি যত বেগে দৌড়ান সেই অস্বাভাবিক শব্দ ততই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। হায় নশিরাম কি কুক্ষণেই তুমি বাসার বাহির হইয়াছিলে!

এইরূপে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া নশি-

গ্রামের শেষ দশা উপস্থিতপ্রায় হইল, কিন্তু তথাপি একটু থামিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে তিনি গ্রামের অতি সন্নিকটে আসিয়া পৌছাইলেন। এক সময়ে নশিরামের অদৃষ্ট দোষে বিপদের উপরে বিপদ উপস্থিত হইল। গ্রামের একটা কুকুর তাঁহাকে ছুটিতে দেখিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। নশিরাম ভাবিলেন এইবার কুকুরের হাতে প্রাণটা গেল। কিন্তু হঠাৎ অদৃষ্ট তাঁহার উপরে একটু সুপ্রসন্ন হইল, কারণ কুকুরটা কি ভাবিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে ছুটিয়া গেল। নশিরাম কথঞ্চিৎ নিস্তার পাইলেন।

এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, নশিরাম গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই রামহরি দত্তের বাগান ও তাহাতে একখানি আটচালা। নশিরাম সেখানে একটি আলোক জ্বলিতেছে দেখিয়া দৌড়াইয়া সেই খানে প্রবেশ করিলেন। রামহরি দত্ত ও তাঁহার বন্ধুগণ নশিরামের বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য ও শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'ব্যাপার কি?' নশিরাম, হাঁপাইতে হাঁপাইতে অতি কষ্টে বলিলেন 'জল'। রামহরি বলিলেন—"স্থির হও, স্থির হও, হয়েছে কি?' নশিরাম অনেকক্ষণের পর আবার হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন 'কুকুর'। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আর কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকে সকলে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণের পরে নশিরাম একটু আশ্বস্ত হইলে প্রকৃত কথা লুকাইয়া কুক্কুরের উপরে সমস্ত দাবি দিয়া আস্তে আস্তে বাটী চলিয়া গেলেন। রামহরির এক জন ভৃত্য তাঁহাকে বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

এই স্থলে গল্পটী সমাপ্ত করিলে হইত, কিন্তু আর একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। পরদিন প্রাতে নশিরামের এত অসুখ হইল যে তাঁহাকে আফিস্ কামাই করিয়া বাটীতে থাকিতে হইল। সেদিন দুপর বেলায় নশিরামের গৃহিণী কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, ও নশিরাম ঘরে শুইয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার বালক পুত্রটী বালস্বভাব বশতঃ একটি হুঁকা ঘুরাইয়া খেলা করিতেছিল। বালক হুঁকাটা যত ঘুরাইতেছে, ততই তাহার ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিয়া শব্দ হইতেছে। নশিরামের কর্ণে সে শব্দ এত মিষ্ট লাগিল কেন? বালক হুঁকাটি যত ঘুরাইতেছে তিনি ততই বলিতেছেন 'আবার আবার' এবং কান পাতিয়া সেই শব্দটি শুনিতেছেন। ইহার অর্থ কি?—পাঠিকা! আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। নশিরামের মনের কথা নশিরামই বলিতে পারেন।

নিশীথ চিন্তা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

কে জানে কেন আমার মনে এই কয়টী প্রশ্ন থাকিয়া থাকিয়া বার বার উদয় হইতেছে—মানব, তুমি কি? তোমার আদি কি, অন্ত কি? প্রয়োজন কি, উদ্দেশ্য কি?—যখনি এ প্রশ্ন মনোমধ্যে উপস্থিত হয়, তখনি না জানি কেন, কে আবার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে মৃদুগম্ভীর স্বরে অন্তর কাঁপাইয়া বলিয়া উঠে "তুমি মানুষ, মানুষ হইয়া মানুষিক বুদ্ধিতে মানুষ কি, কি প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে? অমনি আবার স্তব্ধ হই, মনের প্রশ্ন মনেতেই উদয় হইয়া মনেতেই লয় পাইয়া যায়, আবার সেই নিরবচ্ছিন্ন আঁধারে নিমগ্ন রহিয়া মনে করি, 'আমি' আমি হইয়া, 'আমি কি' কি প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইব?

কি প্রকারে সক্ষম হইব, তাহা জানিনা, বুঝিনা; তবু কেন বিরত হইতে পারিনা? যত বার এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বসিয়াছি, তত বারই ত নিষ্ফলকাম হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি! তবে কেন আবার সেই অকূল পাথারে ভাসিলাম, সন্দেহ বাতাস তরঙ্গায়িত অকূল জলধিতরঙ্গে কেন ঝম্প প্রদান করিলাম?

অতি পূর্ব্বাকালে পণ্ডিতপ্রবর ফেবরিনাস (Phavorinus) বলিয়াছেন "এই পৃথিবীতে মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই লক্ষিত হয় না"; একথা স্বতঃসিদ্ধ, একথা অভ্রান্ত সত্য। যে পাশ্চাত্য দৈব শক্তির নিকট একদা সমস্ত গ্রীশ ও রোম দেশ মস্তক অবনত করিয়াছে, যাহার বুদ্ধি চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ চক্রবর্ত্তী, দরিদ্র কৃষক সন্তান, শত্রুসমাকুলিত উপায়বিহীন নগর রক্ষক, বলবলসম্পন্ন জয়াকাঙ্ক্ষী আক্রমণকারী, স্ব স্ব পরিণাম ফল জিজ্ঞাসু হইয়া সোৎকণ্ঠচিত্তে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়াছে, মহাত্মা কিলন (Chilon), তাহার নিকট "পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু কি?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কি উত্তর পাইয়াছিলেন? "তুমি কি, তাহা জান। ইহা অপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্টতর নহে।" মহানুভব পোপও বলিয়া গিয়াছেন, "The proper study of mankind is man." 'মনুষ্য কি, তাহা জ্ঞাত হওয়াই মনুষ্যসাধারণের উপযুক্ত ও যথার্থ শিক্ষা। তাহা যেন বুঝিলাম কিন্তু শিক্ষা কোথায় লাভ করিব? কে আমায় বুঝাইয়া দিবে, মানুষ কি, মানুষের আদি কি, অন্ত কি, প্রয়োজন কি, উদ্দেশ্য কি?

সর টমাস ব্রাউন (Sir Thomas Browne) বলিয়া গিয়াছেন "আমি

এই পৃথিবীকে হাসপাতাল মনে করিয়া থাকি, যে হাসপাতালে লোক কেবল মরিবার জন্যই আসিয়া থাকে, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নয়। বাস্তব পক্ষে আমি আমাকেই একটী ক্ষুদ্র পৃথিবী বলিয়া মনে করিয়া থাকি। যাঁহারা কেবল আমার বহিরাকৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তাঁহারা 'আমি কি' কোনপ্রকারেই বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইবেন না। আমার শরীরের সীমা আছে, কিন্তু আমার সীমা নাই, আমরা যে শূন্য দেখিতেছি উহারও সীমাদেশ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু আমার সীমা আছে এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।" এটী বড় সুন্দর কথা। যখন ফ্রাঙ্কলিন্, ষ্টিফেন্সন্, গ্যালিলিও,সাইমিঙ্টন্ প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণের কথা মনে করি, যখন ষ্টিমারে বসিয়া রেলে চড়িয়া মাসেকের পথ একদিনে অতিক্রম করি, যখন নদ নদী পর্ব্বত সাগর দেশ বিদেশ প্রভৃতি শত অন্তরায়ের বাধা অতিক্রম করিয়া দ্বিসহস্র ক্রোশ পরিমিত দূরস্থ ইংলণ্ড দেশের সংবাদ দ্বাদশ ঘণ্টা পরিমিত সময়ে জ্ঞাত হইয়া থাকি, যখন উচ্চ জাতীয় দ্রবণের অণুবীক্ষণ দ্বারা সাধারণ চক্ষুর অগোচর, অতীব স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত পানীয় মধ্যেও কীটাণুগণকে চক্ষু কর্ণ নাসিকাবিশিষ্ট অত্যাশ্চর্য্য শরীররূপে বর্ত্তমান দেখিতে পাই, যখন হেলি, এঙ্কি প্রভৃতি ধূমকেতু-প্রকাশক ও অন্যান্য জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণের সংবাদ মনে উদয় হয়, তখন কি প্রকারে বিশ্বাস করি, মনুষ্য শরীরে সীমাবদ্ধ? তুমি পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানুষ কবি, কিন্তু কেবল কি নদীর জল, আকাশের মেঘ, বনের ফুল তোমার ক্রীড়ার উপাদান অথবা তোমার কবিত্ব কি প্রণয়ী প্রণয়িনীর যুগলমূর্ত্তি, পর্ব্বত কন্দরের ভীষণতা, গগনমণ্ডলের বিশালতা, অগাধ সলিলাম্বুর গভীরতা, স্রোতস্বিনীর কল কল নাদ আর আকাশস্থ মধুর গভীর মন্দ্রধ্বনি প্রভৃতির বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে? কখনই নয়। তুমি এই পৃথিবী লইয়াই সন্তুষ্ট থাক না, এই পৃথিবীর দুর্ভেদ্য সীমা ভেদ করিয়া পরকালে পুণ্যাত্মার ভাবী স্বর্গীয় সুখ, আর নারকীর ভীষণ নরক যন্ত্রণা প্রভৃতিও তোমার কল্পনায় চিত্রিত করিয়া থাক। তুমি কাল্পনিককে কূটজালে নিমীলিত নয়নে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাও বটে, কিন্তু সে কল্পনাবলে মনুষ্যের অগম্য গভীর সাগরের তল ভূমিতে মণি মাণিক্য কাঞ্চন রাশি লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে, আর ঐ যে নক্ষত্রালোক দেখিতেছ, গ্রহ আবহাদি সপ্তবায়ু অতিক্রম করিয়া, ঐ নক্ষত্রালোক ভেদ করিয়া, সূক্ষ্ম বায়ু (Ether) দেশও পশ্চাৎপদ করিয়া সে অনন্ত শূন্যে বিচরণ করিতে করিতে উহার বিস্ময়জনক ভীষণ শোভা অবলোকন করিয়া ভীত, বিস্মিত ও মোহিত হইতে

থাকে। তুমি প্রকোষ্ঠ দ্বারে কাষ্ঠমঞ্চে বসিয়া আছ, আর তোমার মন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট রাজসভাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে, রুসিয়ার রাজপ্রাসাদে নিহিলিষ্ট-ভীত রুসীয় সম্রাটকে, পারিস সভার বাগ্‌-বিতণ্ডা সমাকুল রাজনীতিজ্ঞকে এবং বসন ভূষণে সজ্জিত মন্ত্রিগণবেষ্টিত কাল নিপ্রোরাজকে এক মুহূর্ত্তে দ্বাদশ বার দর্শন করিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে।—যখনি এসমস্ত পর্য্যালোচনা করিতে থাকি, তখনি দেখিতে পাই, মানুষ মানুষ নয়, পরম দেবতা পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের পরমাণু-গঠিত দেবতা বিশেষ। তখনি ইচ্ছা হয় এক মনে এক ধ্যানে শ্রদ্ধা ভক্তি পুষ্পরাশি লইয়া গদ্‌ গদ কণ্ঠে গুণ গান করিতে করিতে শত সহস্রবার সেই পরম পিতার শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করি।

কিন্তু মানব, তুমি এক নও, দুই নও, তিন নও—তুমি লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী নরনারীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ। এক দিকে যেমন তুমি রাম কৃষ্ণ মহম্মদ ঈশা বুদ্ধ চৈতন্যরূপে বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীকে হাসাইয়াছ, সেইরূপ আবার শত শত অসুর অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়াছ—তুমি কামে মোহে মুগ্ধ হইয়া এণ্টনি রূপে ক্লিওপেট্রা সাগরে, পারিস রূপে হেলেনা সাগরে আর রাবণ রূপে সীতা সাগরে হাবুডুবু খাইয়া অবশেষে অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছ—তুমি ক্লডিয়াস্‌ রূপে অকাতরে অকম্পিত হস্তে স্বামীকে বিষ পান করাইয়াছ আর নীরোরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্ত্রী, গুরু এবং মাতৃহত্যা সাধন পূর্ব্বক সমস্ত রোম নগর ভস্মসাৎ করিয়া, সর্ব্বোচ্চ মন্দির শৃঙ্গে উপবেশন করত "নরনারীর আর্ত্তনাদ, আকাশের ধূম, আগুনের লক্‌ লিহ্বা হুম্‌ হুম্‌ গুম্‌" শব্দ সহ এস্রাজের মৃদু মধুর গুণ গুণ শব্দ ধ্বনি মিশাইয়া চক্ষু কর্ণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছ—তুমি নরপিশাচরূপে সতী সাধ্বী পতিব্রতার নিষ্কলঙ্ক পাতি-ব্রত্য ধর্ম্মে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছ, নেপোলিয়ন রূপে লোভসাগরে ডুবিয়া মরিয়াছ, জিঘাংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য সুলতান্‌ সুলেমানরূপে শত্রুর অস্থিদ্বারা পিরামিড্‌ প্রস্তুত করাইয়াছ আর রোমানরূপে অবতীর্ণ হইয়া এক যুদ্ধেই দশ লক্ষ বিদ্বেষীকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছ। একপক্ষে যেমন তুমি দেবতা, অন্য পক্ষে তেমনি তুমি পিশাচ—তোমার ঐ পৈশাচিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আবার সেই প্রশ্ন আসিয়া মনোমধ্যে উপস্থিত হয়, আবার ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করি মানব, তুমি জান তুমি কে, তোমার আদি কি, অন্ত কি, তোমার প্রয়োজন কি, উদ্দেশ্য কি?

নারীচরিত।

মেরিয়া টেরেসা।

এই রাজকন্যা, রাজপত্নী ও রাজমাতা স্বয়ং রাজ্ঞীরূপে সুদীর্ঘকাল এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার জীবন অদ্ভুত ঘটনাতে পরিপূর্ণ; তৎপাঠে যেমন তাঁহার অবস্থার সহিত সহানুভূতি সঞ্চারিত হইতে থাকে, তেমনি তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা, শিষ্টাচার ও সৌজন্য এবং অসাধারণকার্য্য ক্ষমতার অশেষ প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।

অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি বোহিমিয়া, এবং জর্ম্মণির সাম্রাজ্ঞী মেরিয়া টেরেসা ১৭১৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জর্ম্মণির সম্রাট অষ্ট্রিয়ার ষষ্ঠ চার্লসের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ১৭২৪খৃঃ অব্দে চার্লস 'Pragmatic Saction'নামক উইল বা চরম পত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারী-দিগের পর্য্যায়ক্রমে রাজসিংহাসনে অধি-রোহণের নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন এবং উহাতে প্রকটিত করেন যে যদি অষ্ট্রিয়ার রাজবংশে কোন পুত্র সন্তান না জন্মে, তাহাহইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা সমগ্র অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও প্রপৌত্রেরা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন। ১৭৩৬খৃঃ অব্দে মেরিয়া টেরেসা লোরেণের ফ্রান্সিসের পাণিগ্রহণ করেন ইনি ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে টস্কানির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সস্ত্রীক ফ্লোরেন্সে গমন করেন।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে চার্লসের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রুসিয়া, ব্যাভেরিয়া, সাক্সনি, ফ্রান্স স্পেন এবং সারডেনিয়ার রাজারা সমবেত হইয়া অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে বড়্‌যন্ত্র করেন এবং প্রত্যেকে উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ অধিকার করিবার জন্য প্রয়াস পান। এই সময়ে মেরিয়া টেরেসা ভিয়েনাতে গমন করিয়া অষ্ট্রিয়া বোহিমিয়া এবং জর্ম্মণির অন্যান্য প্রদেশ অধিকার করেন এবং বিধিমতে হাঙ্গেরির রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি সিলিসিয়া অর্পণে অসম্মত হওয়াতে প্রুসিয়ার ফ্রেডরিক উহা আক্রমণ করেন। ব্যাভেরিয়ার ইলেক্টর এই সময়ে ফরাসিদিগের সাহায্যে অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করেন এবং ভিয়ানা পর্য্যন্ত সৈন্যচালনা করেন। মেরিয়া প্রেসবর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় হঙ্গেরির জাতীয় সভা আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া উক্ত সভায় উপনীত হইয়া সমাগত রাজপুরুষদিগের রাজভক্তি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য এরূপ হৃদয়স্পর্শী আবেদন

করিলেন যে, হাঙ্গেরির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অসি নিষাসিত করিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন "আমরা আমাদের রাজ্ঞী মেরিয়া টেরেসার জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত" এবং প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বেভেরীয় এবং ফরাসী-দিগকে অষ্ট্রিয়া হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইত্যবসরে ব্যাভেরিয়ার ইলেক্টর চার্লস্ আলবর্ট জর্ম্মনির অধীশ্বর রূপে মনোনীত এবং সপ্তম চার্লস নামে আখ্যাত হইলেন। প্রুসিয়ার ফ্রেডরিক এই সময়ে মেরিয়ার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সিলিসিয়া প্রাপ্ত হন। সপ্তম চার্লসের মৃত্যুর পর ১৭৪৫ খৃঃঅব্দে মেরিয়ার স্বামী ফ্রানসিস জর্ম্মনির সম্রাট মনোনীত হইলেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে আয়লা সাপল (Aix-la-Chapelle) সন্ধি দ্বারা অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার লইয়া যে যুদ্ধ হইতেছিল, তাহার শেষ হইল এবং মেরিয়া সিলিসিয়া ব্যতীত পৈতৃক সমস্ত সাম্রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয়; ইহাতে প্রুসিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং রুসিয়া দলবদ্ধ হন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে যুদ্ধের অবসান হইলে অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া রাজ্যের সীমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে মেরিয়ার স্বামীর মৃত্যু হয়, তিনি ইহাতে অত্যন্ত কাতর হন এবং যত দিন জীবিত ছিলেন, শোকসূচক বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জোসেফ সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি রাজ্যশাসন ভার আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার সমগ্র রাজনৈতিক জীবন মধ্যে কেবল একটী ভ্রম দৃষ্ট হয়। সেইটি এই:—পোলাণ্ডের প্রথম বিভাগের সময় তিনি উহার অংশভাগিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই কার্য্যের সহিত অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক যোগদানে বাধ্য হন। যখন তিনি শুনিলেন যে রুসিয়ার এবং প্রুসিয়ার রাজা তাঁহার অসম্মতি গ্রাহ্য করিবেন না এবং তাঁহার অসম্মতি হেতু তাঁহার নিজের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তখনই তিনি ঐ কার্য্যে সম্মতিদানে স্বীকৃত হইলেন।

মেরিয়া টেরেসা তাঁহার রাজ্যের উন্নতি সংসাধনের জন্য অনেকগুলি হিত-কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনি ধর্ম্মঘটিত উৎপীড়ন(Inquisition) প্রথা ও বোহিমিয়ার কৃষকদিগের উপর জমীদার দিগের অশেষ অত্যাচার প্রথা রহিত করেন। তিনি নানা প্রকার বিদ্যা ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তাঁহার বিশাল রাজ্যমধ্যে অনেক বিদ্যালয় নূতন সং-স্থাপন করেন এবং অনেক গুলি পুরাতন বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করেন। নিম্ন শ্রেণীর লোকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি অনেক পাঠশালা সংস্থাপন করেন। তিনি বিদ্যায় পারদর্শী ও চরিত্রবান্ ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যাহারা শিল্প বিদ্যায় এবং অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে তাহাদের জন্য তিনি পুরস্কার নির্দ্ধারিত করেন; বিশেষতঃ কৃষিবিদ্যার উন্নতির জন্য তিনি বহুল চেষ্টা করেন। তাঁহার আদেশে একটি মেডাল প্রস্তুত হয় এবং তিনি উহাতে এই কথাগুলি মুদ্রিত করিতে অনুমতি দেন "কৃষিবিদ্যা অন্যান্য সমুদায় বিদ্যার পুষ্টি সাধন করে।" তিনি কৃষিবিদ্যার উন্নতি সাধনের জন্য মিলানে একটী সভা সংস্থাপন এবং যে কৃষক উত্তম শস্য উৎপাদন করিতে পারিবে তাহার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন; এবং অন্যান্য নানা প্রকার উপায়ে তাঁহার প্রজাদিগের উন্নতির চেষ্টা পান। তিনি এক জন প্রকৃত নিষ্ঠাবতী রোমান ক্যাথলিক্ ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মান্ধ ছিলেন না। তিনি তাঁহার প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব কালে তাহাদের সংখ্যা এবং সুখ সমৃদ্ধির প্রচুর বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন এবং তাহাতে সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা ও দয়াশীলতার বিশেষ পরিচয় দেন।

মেরিয়া টেরেসা ষোড়শ সন্তানের জননী ছিলেন। যদি তাঁহাকে মহারাজ্ঞীর পদে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সংসারে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইত, তাহাহইলে তাঁহার নৈসর্গিক কোমল হৃদয় এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির গুণে তিনি একজন প্রশংসিত আদর্শ জননী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁহাকে সেই সকল গুরু কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল যাহা সম্পাদন করিতে স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য বুদ্ধি এবং তাঁহাদের হৃদয়ের কোমল ভাব সকল অতি অল্প মাত্র প্রয়োজন। যখন তাঁহার অধিকাংশ সন্তান অতি শৈশবাবস্থায় ছিল, তখনও তাঁহাকে সমস্ত সময় রাজকীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত এবং তাঁহার উচ্চপদোচিত চিন্তাভার বহন করিতে হইত। রাজ পরিবারের চিকিৎসক তাঁহার দরবারে প্রত্যহ অপেক্ষা করিতেন এবং তাঁহাকে রাজপুত্র ও রাজকন্যাদিগের স্বাস্থ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জ্ঞাপন করিতেন। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়াছে শুনিতেন, তাহা হইলে মাতা তৎক্ষণাৎ তাঁহার অন্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকট গমন করিতেন।

তাঁহার পুত্রদিগকে অত্যন্ত সরল ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত এবং তাহাদের মধ্যে কেহই অহঙ্কারী বা যথেচ্ছাচারী হইতে পারিত না। তাহাদের হৃদয়ের মহৎ ভাব সকল উপদেশ ও উদাহরণ দ্বারা যাহাতে পরিস্ফুটিত হইতে পারে, তিনি সর্ব্বতোভাবে এরূপ চেষ্টা করিবেন।

মেরিয়া টেরেসা বহুদিবসাবধি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং যখন এই ভয়াবহ সময় উপস্থিত হইল, তখন

তাঁহার সহিষ্ণুতা, জগদীশ্বরে নির্ভর ও বিশ্বাস তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহার জীবনের শেষ দশ দিবসের যাতনা বর্ণনাতীত; কিন্তু তথাপি তিনি একটু মাত্র অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার কেবল এই মাত্র আশঙ্কা হইয়াছিল, পাছে তাঁহার বিবেচনা-শক্তি ও শারীরিক বল একেকালে বিলুপ্ত হয়। তিনি একবার মাত্র এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—"জগদীশ্বর তোমার ইচ্ছায় যেন এই সকল যাতনার অবসান হয়, কারণ যদ্যপি ইহা না হয়, আমি আর অধিক দিন এই সকল যাতনা সহ্য করিতে পারিব কি না তাহা জানি না।"

শেষ (Sacrament) ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে তাঁহার সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জোসেফের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "কুমার! তুমি আমার সমস্ত পার্থিব সম্পদের উত্তরাধিকারী হইলে, কিন্তু এই পরিবারবর্গকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না, কারণ ইহারা আমার সন্তান; তোমার হস্তে আমি ইহাদিগকে অর্পণ করিলাম; ইহাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিবে; যদি তুমি এই ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হও, আমি সুখী হইয়া মরি। তৎপরে তিনি তাঁহার পুত্র মাক্সিমিলিয়ান এবং কন্যাগণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া গভীর স্নেহের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! তোমরা তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তোমাদের পিতা ও সম্রাটের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার আজ্ঞাকারী হইবে এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মাননা করিবে।" তিনি কিয়ৎ দিবস অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত মৃত্যুযাতনা সহ্য করিয়া ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৭৮০ খৃঃ অব্দের ২৯শে নবেম্বর মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি যে অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কোমলপ্রকৃতি ও আদর্শচরিত্র রমণীদিগের অগ্রগণ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঋষিপত্নীদ্বয়ের প্রশ্নোত্তর।

পূর্ব্বকালে মিথিলা দেশে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক ঋষি ছিলেন। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁহার দুই ভার্য্যা ছিলেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত অনুব্রতা পত্নীদ্বয়ের সহিত কিছুকাল গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অবশেষে প্রব্রজন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজন গ্রহণ করেন, তখন

তাঁহার পত্নীদ্বয় সজলনয়নে তদীয় অভিমুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। ঋষি তাঁহাদিগকে যথোচিত উপদেশ দান দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া এবং আপনার ধনসম্পত্তি সমুদায় তাঁহাদের উভয়কে বিভাগ ক্রমে অর্পণ করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে ঋষিপত্নীদ্বয় আশ্রমে থাকিয়া পরোপকার, অতিথিসৎকার ও ঈশ্বরানুধ্যান প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। উক্ত সপত্নীদ্বয় পরস্পরের প্রতি পরস্পরে প্রীতিমতী ছিলেন এবং পরস্পরের কার্য্যে সাহায্যদান দ্বারা পরস্পরের দুঃখবিমোচনে তৎপরা ছিলেন। জ্যেষ্ঠা মৈত্রেয়ী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্বামি-সহবাস নিবন্ধন গুণবান্ স্বামীর নিকট হইতে প্রভূত জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা কাত্যায়নী সেরূপ জ্ঞানবতী হইতে পারেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা অতীব বলবতী ছিল, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে ভগিনী সম্বোধন করতঃ সৎকর্ম্ম ও সদাচার বিষয়ক বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহাদের সেই প্রশ্ন ও প্রতিবচনগুলি অতি সুন্দর; শুনিলে মনের মলিনতা দূর হয়। এজন্য আজ আমরা সে গুলিকে বঙ্গভাষায় সজ্জিত করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের সমক্ষে উপনীত করিলাম।

কাত্যায়নী একদিন মৈত্রেয়ীকে বলিলেন "দিদি! আমাদের এক্ষণে আর সাংসারিক উন্নতির মূলমন্ত্র শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের উপায় শিক্ষা করাই এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। পরন্তু তাহা এক্ষণে কাহার কাছে শিখিব? যিনি আমাদের গুরু; তিনি আজ আমাদিগকে ছাড়িয়া একাকীই জ্ঞানাভ্যাসে রত হইয়াছেন। তুমি বুদ্ধিমতী, এজন্য আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি—কি রূপে আমাদের আত্মোৎকর্ষ লাভ হইতে পারিবে?"

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগিনি! ভাল মন্দ জ্ঞান প্রত্যেক হৃদয়েই অঙ্কুররূপে নিহিত আছে। ইন্দ্রিয়োন্মাদ রহিত হইলেই তাহা প্রকাশ পায় এবং তাহাই অবশেষে সদুপদেষ্টা গুরু হইয়া দাঁড়ায়। কোন মন্দ কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় এবং ভাল কার্য্যের প্রত্যাখ্যান করায় যে বিষময় ফল আছে তাহা একবার বুঝিতে পারিলে আর দুর্গতির কূপে পতিত হইতে হয় না। হৃদয়ে যে ভাল মন্দ জ্ঞান লুক্কায়িত আছে, উহার উদ্বোধ করিবার নিমিত্ত কোন এক সদুপদেষ্টার প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু যদি তাহা একবার বুঝা যায়—সে ভাব যদি একবার হৃদ্গত হয়—সৎপথের সুখ কি? যদি একবার অনুসন্ধান করা যায়—তাহা হইলে আর আপনার অন্তরাত্মা ভিন্ন অন্য কোন উপদেষ্টার প্রয়োজন হয় না।"

কাত্যায়নী বলিলেন, ইন্দ্রিয়োন্মাদ কি? মৈত্রেয়ী উত্তর করিলেন, আলস্য

অনিতাচার, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার এবং তদ্রূপ অন্যান্য পাপের বশীভূত হওয়ার নাম ইন্দ্রিয়োন্মাদ। তুমি কি চেষ্টা করিলে বুঝিতে পার না যে, উক্ত পাপসকলের মধ্যে কোন্ পাপটী তোমার অধিক প্রিয়? অর্থাৎ কোন্ পাপটী তোমার সর্ব্বদা ঘটে? তাহা অবশ্যই বুঝিতে পার।

কাত্যায়নী। আমি অনেক সময়েই অনুভব করিয়া দেখিয়াছি যে, লোভ আমাকে মধ্যে মধ্যে বিশেষ যন্ত্রণা দিয়া থাকে। লোভান্ধ হইয়া আমি অনেক সময়েই ভর্ত্তাকে দুঃখিত করিয়াছি। তিনি আমার লোভের দোষে নানা কষ্টে পতিত হইয়াছেন এবং আমিও লোভের উদর পূর্ত্তি না হওয়ায় দ্বেষ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছি।

মৈত্রেয়ী। ভগিনি! লোভের ন্যায় অন্যান্য পাপবৃত্তিকেও জানাযায়। যখন যে পাপটী জানিতে পারিবে, তখনই সেই পাপটীকে দমন করিতে হইবে। তাহার গলায় পা দিয়া দলন করিবে। তাহাহইলে সে আর তোমায় নষ্ট করিতে পারিবে না। তুমি যাহাকে ভালবাস এবং তোমাকে যে ভাল বাসে, সেও বাঁচিয়া যাইবে। এ বিষয়ে সরল ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও—সৎসঙ্কল্পের অমোঘ বল—"আমি এই পাপকে বিনাশ করিবই করিব" কিছুকাল এরূপ সঙ্কল্প ধারণ করিলেই তোমার আত্মার বিষসর্পের দৃঢ় বন্ধন ক্রমে এক একটী করিয়া খসিয়া যাইবে—ক্রমে মুক্ত হইবে, সুখীও হইবে।

কাত্যা। ভাল মন্দ বুঝিতে পারিলে ভালহয় বটে; কিন্তু ভাল মন্দ বুঝা সুকঠিন।

মৈত্রেয়ী। প্রথমে তাহা বুঝা যায় না বটে, কিন্তু বুঝিবার জন্য যত্ন থাকিলে ক্রমে তাহা সহজ হইয়া আইসে। প্রত্যেক কার্য্যের ও প্রত্যেক ব্যবহারের ফলাফল অগ্রে চিন্তা করিতে হয়। অন্যের কৃত কার্য্যের সহিত আপনার কার্য্যের তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। তাহাহইলেই ভাল মন্দ জ্ঞান আপনা হইতেই আত্মায় প্রকাশ পায়। যে সকল লোকের দ্বারা তুমি বেষ্টিত থাক, তাহা-দিগের কেহ তোমার আজ্ঞাধীন এবং অবশ্য তুমিও কাহারও আজ্ঞাধীন। শ্রদ্ধাভক্তি ও সাধুহৃদয়ে তুমি গুরুজনের সেবা করিবে। তোমার আজ্ঞাধীনের নিকট হইতে তুমি যেরূপ পরিচর্য্যা ইচ্ছা কর, তুমিও তাহার প্রতি সেই রূপ পরিচর্য্যা করিবার ইচ্ছা করিবে।

জ্যেষ্ঠ হউক আর কনিষ্ঠ হউক, উত্তম হউক, অথবা অধম হউক,—সমুদায় ব্যক্তি যেন তোমার সদ্ব্যবহার ক্ষমাশীলতা ও মাতৃবৎ অনুশাসনে পরি-তৃপ্ত হয়। যে মিথ্যা বলে বলুক—যে চুরি করে করুক কি অন্য কোন পাপ করে, করুক—তুমি করিও না। অন্যে আত্মকর্ত্তব্য উপেক্ষা করিল—তাই বলিয়া তুমি আত্ম-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে—নিজে পাপ করিয়া